মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২০শ ভাগ] শ্রাবণ ১৩২১। [১ম সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সবিনয় নিবেদন,

ভগবানের বিধানে নারীজীবনের আদর্শ ও সমাজে নারীর স্থান নবতর ভাবে দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মহিলাগণের সেবার জন্য আমাদের "মহিলা" প্রকাশিত হয়। এ কার্য্যে সকল সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও নারীকুলহিতৈষী মহাশয় ও মহিলাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা ভিক্ষা করি। যাঁহাদিগের নিকট "মহিলা" প্রেরিত হয়, তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহার মূল্য যথাসময়ে পাঠাইলে একান্ত অনুগৃহীত হইব। যাঁহারা এ কৃপা প্রদর্শন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাখানি ফেরত দিবেন; আমাদিগকে যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

বিনীত নিবেদক
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।
সম্পাদক।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২০শ ভাগ] শ্রাবণ ১৩২১। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে লীলাময় দেবতা, তুমি নরনারীকে পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া কত লীলা করিয়াছ এবং আরও কত লীলা করিবে তাহা আমরা কি জানি! নর এবং নারীকে একত্র রাখিয়াছ, পরস্পরকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছ অথচ দুই পৃথক্ প্রকৃতি ও ভাব দিয়াছ। তাহারা প্রেমে মত্ত হইয়া এক হইতে চাহিতেছে, অথচ পৃথকই থাকিতেছে; অপরদিকে পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া পৃথক্ হইতে চাহিতেছে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় পরস্পরের সহিত মিলিত হইতেছে। দেখ, দেবতা, আজও তাহাদিগের সম্পর্ক যেন স্থির হয় নাই। তুমি যাহাদিগকে, একত্র করিয়াছ তাহারা পৃথক্ হইয়া কখনও থাকিতে পারিবে না; অথচ তুমি যে পৃথকত্ব দিয়াছ, তাহাও কেহই দূর করিতে পারিবে না। তোমার চরণে তাই প্রার্থনা করি, তুমি শুভমতি দান কর; আশীর্ব্বাদ কর যে, তুমি যে অভিপ্রায়ে এক অথচ ভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ তাহা পূর্ণ করিতে নরনারী উভয়ে উভয়কে একান্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া জীবনকে সফল করিতে পারে। তুমি তোমার মঙ্গল বিধিতে উভয় জাতির অনেক মহত্ত্ব উভয়ের নিকট প্রকাশ করিয়াছ সত্য, কিন্তু এখনও তাহাদের অনেক শ্রেষ্ঠভাব, সৌন্দর্য্য ও দেবত্ব প্রকাশ করিবার অবশিষ্ট আছে; তাহা বিশ্বাস করিয়া যেন আশা ও ভালবাসাতে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারে, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আদর্শ নারী।

সমাজে নারীর স্থান কোথায়, এ প্রশ্নের মীমাংসা এত কালেও হয় নাই। মনুষ্যজাতি সভ্যতাতে, জ্ঞানে ও ধর্

সাধনে জীবনযাপন করিতেন। আমাদের দেশের সাধারণ লোক সে দৃষ্টান্তের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রোমান কাথলিক ধর্ম্মাশ্রিত মহিলাগণ দরিদ্রদিগের সেবা ইউরোপে ও এদেশে তেমনই ভাবে করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজন অনুসারে সামাজিক নানাপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা রোগ শোকের যাতনা লাঘব করিতে নারীগণকে বিশেষ এক ভাবে সমাজের সেবা করিতে হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মহিলাগণ আপনার গৃহে পরিবারে বা বিশেষ আপদ বিপদে অত্যাশ্চর্য্য আত্মবলিদান ও প্রেম পুণ্যের যে সকলপ্রভাব দেখাইয়াছেন,তাহার প্রয়োজনীয়তা চিরদিনই থাকিবে, আজও তাহা রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের নারী-চরিত্রের আদর্শ, মধ্য যুগের নারীচরিত্রের আদর্শ সকলই চিরদিন নারীচরিত্রকে শোভিত করিবে। প্রাচীন কালে বা এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু নারীচরিত্রের ভূষণ, তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে; আর্য্যনারী চিরদিন আর্য্যগুণসম্পন্না হইবেন এবং এখন আর্য্যনারীর আদর্শকে আরও প্রসারিত ও উন্নত করিয়া লইবেন। সময় আসিয়াছে. যখন আর্য্যনারী অপর সকল দেশের নারীচরিত্রের বিশেষত্ব আত্মস্থ করিয়া নবযুগের বিশ্বভগ্নী বা ব্রহ্মকন্যা হইবেন। আমরা সময় সময় সাফ্রেজিষ্ট নারীদিগের বিচিত্র লীলার কথা মহিলাতে প্রকাশ করিয়া থাকি। তাহাতে আমাদের অভিপ্রায় ইহা নয় যে, আমাদের দেশের মহিলাগণ ঐরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করুন। কেহ কেহ হয়ত মনে করিয়াছেন যে, ভোট পাইবার জন্য পাগল হইয়া যাঁহারা গৃহদাহ করিতেছেন, প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট করিতেছেন, নানা স্থানে ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত করিতেছেন ও নিজেরাও অনাহারে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতেছেন—আমরা তাঁদের কার্য্যের অনুমোদন করি। যখন আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন—আমাদের দেশে কোন একটা আদর্শ আসিয়া জাতীয় নারীজীবনকে আন্দোলিত করে নাই, তখন তাঁহাদের ভাবের সহিত আমাদের দেশের নারী-গণের সহানুভূতি হইবে না এবং তাঁহাদিগের পক্ষে কি করা উচিত ছিল বা কি করা উচিত ছিল না এ সকল কথা উপস্থিতই হইবে না। তবে আমাদিগের এ বিষয় লইয়া আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, নারীগণের মনে একটা জাগরণ উপস্থিত হয় যে, কেবল অন্ন বস্ত্রে ধনে জনে সুখী হইলেই মানুষ সুখী হয় না—উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে কষ্ট দেওয়াতে ও কষ্ট ভোগ করাতেও সুখ আছে। এ দেশের নারী-গণের সম্মুখেও আদর্শ উপস্থিত হউক ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়।

আদর্শ নারীজীবন বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা অতীত ও বর্ত্তমান আদর্শেরই বিচার করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে সভ্যজগৎ যে উন্নতির দিকে প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আগামী কল্য সমাজসম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য উপস্থিত হইবে—সামাজিক জীবনের কোন্‌রূপ অভিব্যক্তি হইবে, তাহা কেহ

বলিতে পারে না। প্রত্যেকের সময়ের উপযোগী করিতেই হইবে—নর-নারীকে ভবিষ্যতের পূর্ণতর জীবনের দিকে অগ্রসর হইতেই হইবে। এজন্য আদর্শ নারীজীবনও ভবিষ্যতের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইবে। যাঁহারা ভারতের অতীত জীবনের পক্ষপাতী, যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যনারীর পাতিব্রত্য, কোমলতা, সেবা, নিষ্ঠা, ভক্তি, আত্মবিস্মৃতি নারী-জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় গুণ মনে করেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ ঈশ্বরদত্ত মৌলিক স্ত্রী চরিত্র কেহ দীর্ঘ-কালের জন্য বিকৃত করিতে পারিবে না, সে সকল অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা মধ্য যুগের গুণ, পরসেবা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাঁহারা ঠিক কার্য্য করেন, কারণ আদর্শনারী জীবনের পক্ষে সে সকল অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রত্যেক নারী আপনাকে ব্রহ্মকন্যারূপে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া সমাজে যে মহাশক্তি, প্রেম ও পবিত্রতার শাসন প্রকাশ করিবেন এবং সকল আর্য্যাগুণ ও পারিবারিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সহিত উদার প্রেমে যে সেবার কার্য্য ও জগতের হিতসাধন করিবেন তাহা আমরা এখন কল্পনাও করিতে পারি না। আজ পর্য্যন্ত যত নারীচরিত্রের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের আদর্শনারী জীবনের জন্য সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে।

চিন্তা ও কার্য্য।

(অনুবাদিত)

ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে চিন্তা অনুযায়ী মনুষ্যের চরিত্র সংগঠিত হয়। জীবন ও জীবনের প্রত্যেক কার্য্য চিন্তারই অভিব্যক্তি, যাহা সমভাবে চরিত্র সংগঠনে এবং জীবনের উন্নতি সাধনের পথে বাধা বা সহায়তার কার্য্য করে।

চিন্তা আমাদিগের অজ্ঞাতসারে জীবনের গতি ও সফলতার পথ সতত নির্দ্দেশ করিতে থাকে। আমাদিগের অন্তর্নিহিত সেই মহাশক্তির দ্বারা যতদিন আমরা জীবনকে সত্যপথে চালিত করিতে না শিখি, ততদিন আমরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অস্পষ্ট চিন্তার অধীন। সুনির্দ্দিষ্ট ও ন্যায়পথে চালিত চিন্তার কার্য্য অলৌকিক। কেন না সফলকাম ব্যক্তিদিগের সফলতার মূল কারণ ভাবিলে বুঝা যায় যে, ধন, যশ ও মান যে কোন একটী বিষয়ে চিন্তার একাগ্রতায় উহা সফল হইয়াছে। সেইজন্য কোনও বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সে বিষয়ে অবিরাম চিন্তা আবশ্যক। ইতস্তত বা সন্দেহ না করিয়া সাহস, বিশ্বাস ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সফলতা বহুদূরে মনে হইতে পারে এবং কেবল তাহার সেই ক্ষীণ আলোক দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া নিরাশ না হইয়া আলোক আছে বিশ্বাস করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। চিন্তা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মত দূরবর্ত্তী বস্তু নিকটে দেখিতে পায়।

ইহা সত্য যদি কেহ উন্নত জীবন যাপন করিতে চাহে তাহার চিন্তাও তদনুযায়ী উন্নত করিতে হইবে। যে হৃদয় সর্ব্বদা অশাসিত ও অপবিত্র চিন্তায় অভ্যস্ত, তাহা বিলম্বে বা অবিলম্বে হউক অসংযত ও অশাসিত জীবন গঠন করিবে, পক্ষান্তরে হৃদয় যদি সংযত ও পবিত্র চিন্তায় রত থাকে জীবনও তদনুযায়ী সুন্দর হইবে।

যাহারা চিন্তাকে অবহেলা করে এবং উহাকে নিজের ভিতর গোপন ও লুক্কায়িত মনে করে এবং উহার দ্বারা জগতের কোন অনিষ্ট হইবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহারা বিষম ভ্রমে পতিত! কেন না আমার হৃদয়ের শুভ ও অশুভ চিন্তা কার্য্যে প্রকাশ হইয়া পড়িবেই এবং উহা কেবল আমারই ক্ষতি করে না কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার ঐ ভাব পরিবারে, সমাজে ও জাতিতে কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে অপরের প্রতি আমার প্রীতি ও করুণার স্থির চিন্তা কিংবা ক্ষতিজনক অশুভ চিন্তা সমভাবে ফল প্রসব করিবেই।

সন্তোষ।

কবি যথার্থই কহিয়াছেন :—

"ধনৈশ্বর্য্যে নহে সুখ নহে কামনায়
সন্তোষ যেখানে সুখ বিরাজে তথায়।"

কেননা সন্তোষ এমন একটী বস্তু যাহা সকলেরই আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চরিত্রে লাভ করিবার জন্য যত্ন করা উচিত। কিন্তু সন্তোষ এত কোমল ও সাধারণ বস্তু যে ইহাকে সকলে সহজে অবহেলা করিয়া এড়াইতে চায়।

লোকে জীবনযাত্রাকালে সুখের আশায় যখন কেবল ধন মান ও যশের পশ্চাতে ধাবিত হয়, সন্তোষের কথা অল্পই চিন্তা করে এবং যদিও করে—তাহারা সকল সুখের কারণ সন্তোষকে অতি পুরাতন ও সাধারণ বস্তু ভাবিয়া উহার পশ্চাতে সময় নষ্ট করা আবশ্যক মনে করে না, কেননা সকলের ধারণা যে পরিণত বয়সই চরিত্র উন্নত করিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু জীবনের অপরাহ্ণ কালে যখন চরিত্রে ভাল ও মন্দ সকল বিষয়েই একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সময় কোন একটী বিষয়ে নূতন করিয়া সাধন আরম্ভ করা যে কতদূর কষ্টসাপেক্ষ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কাজেই যৌবনে যদি সন্তোষকে চরিত্রে লাভ করিবার চেষ্টা না করা হয়, বৃদ্ধ বয়সে উহা কখনই সহজ লভ্য নহে।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা জগৎকে অসার সুখ ও আমোদে লিপ্ত দেখিয়া ভীত হয় এবং নিজেরা জীবনান্তে অনন্ত সুখের আশায় যারপর নাই কষ্ট স্বীকার করে এবং এই ধারণায় অপরকে কষ্ট স্বীকার করাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। অপর শ্রেণীর লোকেরা সুখের মূল কারণ অবগত নহে, তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সহজেই সন্তুষ্ট, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া উদাসীন ভাবে নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করে। কিন্তু যথার্থ সুখী তাঁহারাই

যাঁহারা জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সকল প্রকার সদ্‌গুণে চরিত্র ভূষিত করিয়াছেন; যাঁহারা বাহিরের সুখ ছাড়িয়া আন্তরিক সুখ খুঁজিয়া লইয়াছেন, জগৎকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, প্রসন্ন ভাবে জীবনের সকল অবস্থাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহবাস সুখে, দুঃখে সম্পদে, বিপদে সকল সময়েই অপর কোন গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, কারণ তাঁহারা সকল সুখের মূল কারণ দয়া সন্তোষ ও সহানুভূতিতে সম্পদবান হইয়াছেন *।

শ্রী আঃ—

আয়েশা ও হামিদা।

রহিমপুর একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। এ গ্রামে অনেকগুলি ব্যবসায়ী এবং কৃষক মুসলমানের বসতি। গ্রামটির দুই দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। নানা শস্যক্ষেত্রে সে মাঠ পূর্ণ। যখন বৈশাখে নানা শস্যের গাছে মাঠ পূর্ণ হয় তখন মাঠের শোভায় চক্ষু জুড়ায়। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি দীর্ঘিকা। তার চারি পাড়ে নারিকেল গাছের সারি। পুকুরের পাড় খুবই উচু। বর্ষায় সমস্ত মাঠ ডোবে। পুকুরের পাড় কখনও ডোবে না। পুকুরের উত্তর পাড়ে বাঁধা ঘাট। গ্রামের সকলে পানীয় জল এ পুকুর হইতে নেয়। অনেক লোক পুকুরে স্নানও করে। বিকাল বেলা এ পুকুর পাড়ের ছায়ায় বসিয়া শীতল সমীরণ সেবন ও মাঠের শোভা দর্শন নিতান্তই চিত্ত-তৃপ্তিকর। কিন্তু সন্ধ্যার পরে লোকজন পুকুর পাড়ে প্রায়ই থাকে না। কখন বা কোন পথিক ঘাটে বসিয়া শ্রান্তিদূর করে। যত অধিক রাত্রি হয় তত মাঠ ও পুকুর নীরব নিস্তব্ধ হইয়া উঠে।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি নাতি-বৃহৎ মস্‌জিদ। সেখানে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন নমাজ হইয়া থাকে। গ্রামবাসী মুসলমানের অধিকাংশ লোক এ মস্‌জিদে আসিয়া সময় মতে নমাজে যোগ দেয়। গ্রামে একটি মৌলবী আছেন। তিনি আরবি পারসীতে বিজ্ঞ। কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ। নমাজে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। এই মৌলবী সাহেবের প্রতি গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ মুসলমানগণের শ্রদ্ধা। ইঁহারই উপরে উল্লিখিত মস্‌জিদে নমাজ পরিচালনের ভার। তিনি সময়ে সময়ে মস্‌জিদে আগত মুসলমানগণকে উপদেশও দিয়া থাকেন। তাঁহার উপদেশ প্রভাবে অনেকে উপকৃত হয়। এমন পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক মৌলবী সাহেবকে ভক্তিযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও নীতিমান বলিয়া বিশ্বাস করা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক।

গ্রামের মধ্যে ভাল লোকও যেমন থাকে, মন্দ লোকও তেমন বাস করে। সুতরাং রহিমপুরে পাঁচ সাত জন চোর ডাকাত আছে শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না আশা করা যায়। সেই পাঁচ সাত জন বদলোকের নিকটবর্ত্তী অন্য গ্রামস্থ বদলোকের সহিত যোগ আছে,

* অনুবাদিত।

তাহারা সকলে এক দলে আবদ্ধ, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। এই ডাকাতের দল দূর দূরান্তরে সময়ে সময়ে ডাকাতি করে। কিন্তু পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহা-দেরে অনেক কাল ধরিতে পারে নাই। দুই এক বার কাহাকে কাহাকে ধরপাকড় করিয়াছে, অথচ মাল ও প্রমাণ না পাইয়া পুলিশকে হয়রাণ হইতে হইয়াছে। এজন্য রহিমপুরের কোন বদলোক চোর ডাকাত বলিয়া শাস্তি পায় নাই। ধরা পড়িলেও অবশেষে বেকসুর খালাস হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলবী সাহে-বের নাম মির্জারহিমদ্দী প্রধান। তাঁর নামে বড় তাঁহাকে কেহ চিনে না। মৌলবী সাহেব নামেই তিনি ওঅঞ্চলে পরিচিত। তাঁহার বাড়ীখানি রহিমপুরের মসজিদের খুব নিকটে। বাড়ীতে চারি-খানি খড়ের ঘর। বাড়ীটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গরু বাছুর কিছুই নাই। তিনি ক্ষেতখোলা হালাদি কিছুই রাখেন না। গ্রামের দশ জনের যৎসামান্য সহায়তায় তাঁহার সংসার চলে। পরিবারে লোকও অধিক নয়। গৃহিণী এবং দুটি মাত্র কন্যা। মৌলবী সাহেবের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। পত্নী সেই পুত্রশোকে খুব কাতর। রোগে তাঁহার শরীর জীর্ণ। মৌলবীপত্নী খুব ধর্ম্মপরায়ণা। তিনিও নিয়মিতরূপে নমাজ পড়েন, নিষ্ঠার সহিত রোজা রমজান করেন এবং কোরাণও পড়িয়া থাকেন। মেয়ে দুটির একটীর নাম আয়েশা ও অপরটির নাম হামিদা। পিতার বিদ্যানুরাগ কন্যাদিগের অন্তরে স্থান পাইয়াছে। কন্যারা আগে কোরাণ পড়িয়াছে। পরে পারসী ভাষাও পড়িতেছে। মেয়ে দুইটি উত্তম শ্যামবর্ণা। দেখিতে খুব সুন্দরী না হ'লেও লাবণ্যবতী। একের বয়স ষোড়শ, অপর চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্কা। বেশ বুদ্ধিমতী। মাতার ধর্ম্মানুরাগের অধিকারিণী হইয়া ইহারা বেশ সুবোধ, সুশীলা ও ধীর প্রকৃতি। মা রুগ্না বলিয়া অনেক সময় দুটি বোনে মিলিয়া ঘরকন্না এবং পিতা মাতার সেবাও করিয়া থাকে। সুতরাং গৃহকার্য্যে ইহারা শিক্ষালাভ করি-তেছে। ঘরে আর একটি অধিক-বয়স্কা বিধবা আছে। তাহার সংসারে কেহ নাই। সে মৌলবী পরিবারে আহার ও আশ্রয় পাইয়া গৃহকার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে। কিন্তু চাকরাণী নহে। বহুদিন এ গৃহে থাকাপ্রযুক্ত বিশেষ আত্মীয়তায় ও পারিবারিক ভাবে আবদ্ধ। কোন মতে সংসার চলে; তবে "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ" অবস্থাটা মৌলবী সাহেবের আর ঘোচে না। সেজন্য মেয়ে দুটার কোনরূপ খেদ নাই। তারা খুব প্রফুল্ল। পায় খায়, না জোটেত আনন্দে পড়াশুনায় দিন কাটায়। তবে ঈশ্বরেচ্ছায় একেবারে জোটে না এমন দিন বড় হয় না। মেয়ে দুটিও মায়ের অনুকরণে নমাজাদি নিয়মিত মতেই করিয়া থাকে। মৌলবী সাহেবের মনে অর্থাভাবের চিন্তাটা প্রায় সর্ব্বদাই প্রবল থাকে। গ্রামস্থ অবস্থাপন্ন মুসলমানদের সেজন্য খুব সহানুভূতি। যাহোক মৌলবী সাহেবের পরিবারটির উপরে সকলেরই

খুব শ্রদ্ধা। মেয়ে দুটিকে সকলেই অন্তরের সহিত ভালবাসে।

মৌলবী সাহেব হঠাৎ একদিন চারি-গাছি সোনার বালা তৈয়ার করাইয়া মেয়েদের ও স্ত্রীকে দেখান। তাঁরা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালা দুই জোড়া কোথায় পেলে? মৌলবী বলিলেন, একজন দয়া করে আয়েশা ও হামিদার জন্য ইহা তৈয়ার করিয়া দিয়াছে। মৌলবী সাহেবের এ কথায় অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। বেশ ভাল, সুগৃহিণী খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া আনন্দের সহিত মেয়েদের হাতে বালা পরাইয়া দিলেন। সে দিন ঘরে খুব আনন্দ হইল। মৌলবী-পত্নী পুত্র হারানের পরে আর এরূপ সুখ কখনও অনুভব করেন নাই। এমন সুন্দরী সুচরিতা দুটি মেয়ে সদা আভরণহীনা থাকে, মায়ের প্রাণে সে জন্য সতত বেদনা আছে। কিন্তু কি করা যায়? খোদা মেহেরবাণী না করিলে কিছুই হয় না।

মৌলবীসাহেব একদিন রাত্রিতে গৃহে শয়ান আছেন, এমন সময়ে কয়েকজন লোক আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া উঠাইল। কেবল তাহা নহে, তাহাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাঁহার পত্নী ইহাতে একটু সন্দিহান হইয়া তাঁকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, এত রাত্রে কোথায় যাও? ইহারা কে? মৌলবী বলিলেন, ইহারা গ্রামের পশ্চিম পাড়াবাসী নজমদ্দি, খাদেম ও আবদুল খলিফা প্রভৃতি। কি কথার পরামর্শ জন্য আমাকে মসজিদে লইয়া যাইতেছে। আবদুল খলিফা বদলোক বলিয়া অনেকে জানিত। কিন্তু তাহার কোন বদমায়েশী ধরা পড়ে নাই। তবু মৌলবী-পত্নী বলিলেন, আবদুল খলিফা ভাল লোক নয়। তার সঙ্গে যারা ঘোরে তারাও ভাল লোক না হওয়ারই কথা। তোমাকে এত রাত্রে তাদের সঙ্গে কেন যেতে হচ্ছে? আমার মন কেন জানি ভাল লাগ্‌ছে না। তুমি কি এখন না গিয়া পার না? দিনে আসিতে বল না? এর উপরে মেয়ে দুটিও বলিল, বাবা, কাল দিনে ওদের আসিতে বল না?

মৌলবী বলিলেন, তোমরা জান না আবদুলকে লোকে যত নিন্দা করে, ও তত খারাপ নয়। বিশেষ আমাদের প্রতি ওর বিশেষ ভালবাসা আছে। এই বলিয়া চকিতে মৌলবী সাহেব বাড়ীর বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

এই আবদুল খলিফাই আয়েশা ও হামিদার বালা গড়িয়া দিয়াছে। এজন্য মৌলবী সাহেবের তার প্রতি অত টান ও কৃতজ্ঞতা। যা'হোক মৌলবী সাহেব খলিফা প্রভৃতির সঙ্গে গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিলেন। বসিয়াই দেখিলেন, আরও ৫।৬জন লোক ঘাটের উপরে বসিয়া আছে। মৌলবী ছাড়া তাহারা দশ জন। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র। বায়ু মৃদুমন্দগতিতে বহমান। প্রহরীয় পাখীরা তখন সমতানে কলরব করিয়া উঠিল। কবির উপভোগ্য কাল ও স্থান। কুলোকেরও সেই স্থান ও সেই

কাল কুকর্ম্মের উপযোগী। মৌলবী বলিলেন, রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে।

যে কয়জনকে নক্ষত্রালোকে মৌলবী সাহেব চিনিতে পারিলেন, তাহারা মন্দ-লোক বলিয়াই রটনা। ওদের মধ্যে কয়েকটি লোক অপর গ্রামবাসী। এই মিলিত দল দেখিয়া মৌলবী সাহেবের প্রাণ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। পত্নী এবং কন্যাদ্বয়ের স্নেহমাখা বদন-কমল মনে হইল। তাহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া আসা ভাল হয় নাই, মনে এ কথা বার বার উঠিতে লাগিল। কি করা যায়? মৌলবী সাহেবই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, খলিফা সাহেব, এত রাত্রে আমার দ্বারা কি প্রয়োজন বলিলে শীঘ্র ফিরিয়া ঘরে যাইতে পারি।

খলিফা—ঘরে শীঘ্র আজ যাওয়া হবে না। আজ মেহেরবাণী করিয়া মৌলবী সাহেবকে আমাদের সঙ্গে মোল্লাপাড়া যাইতে হইবে।

মোল্লাপাড়া গ্রাম রহিমপুর হইতে দুই ঘণ্টার পথ দূরবর্ত্তী। শুনিয়াই মৌলবী চমকিয়া গেলেন।

মৌলবী—কেন? মোল্লাপাড়া এত রাত্রে কি দরকার?

খলিফা—হাজারি মোল্লারা দুই ভায়ে অনেক দিন ঝগড়া বাধিয়াছে। হাজারি মোল্লা আজ রাত্রেই তার টাকা কড়ি আমাদের সঙ্গে দিয়া সরাইয়া ফেলিবে।

মৌলবী—তা ভাল, তাতে আমাকে কেন সঙ্গে নিবে?

খলিফা—হাজারি মোল্লা আমাদিগকে বলিয়াছে, বিশ্বাসের জন্য তোমাদের সঙ্গে মৌলবী সাহেবকে লইয়া আসিবে। আমি কেবল তোমাদের হাতে আমার মালপত্র টাকা কড়ি দিতে সাহস করি না। তা মৌলবী সাহেবকে বলিবে, এই কষ্টের জন্য আমি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিব। তিনি যাতে জন্মে আর অর্থকষ্ট না পান তা আমি করিয়া দিব। মৌলবী সাহেব, আপনি কি দয়া করিয়া এক রাত্রি কষ্ট করিয়া হাজারি মোল্লার উপকার করিবেন না?

মৌলবী—(স্বগত) যাহোক, যদি হাজারী মোল্লার মত একজন ধনী ব্যবসায়ীর কিছু উপকার হয় এবং আমারও যথেষ্ট অর্থলাভ এক রাত্রের কষ্ট দ্বারা ঘটে, তবে ক্ষতি কি?—(প্রকাশ্যে)—আচ্ছা, তবে আর দেরীর দরকার নাই। শীঘ্র চল।

মৌলবীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দশজন ডাকাত মোল্লাপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনীর বাড়ী লুঠ করিবার জন্য চলিল। অর্দ্ধেক রাস্তার অধিক গেলে মৌলবী দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সঙ্গীদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। কাহার কাহারও হাতে ছোট ছোট পিস্তলও আছে। মৌলবী জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব অস্ত্র শস্ত্র কেন?

খলিফা বলিল যে, হাজারির ভাই পাজারি মোল্লা যেমন তেমন লোক নয়। সে যদি রোখে, তখন ত সামলাতে হবে।

গ্রামের খুব নিকটে গিয়া মৌলবীর সঙ্গীরা নিজমূর্ত্তি ধরিল। তাহাদের কার্য্যের উপযোগী কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল।

তখন পত্নীর কথা মৌলবীর আরও মনে পড়িল। হায়! কি করিলাম? আমাকেত আজ ডাকাতের দলের একজন হইতে হইল। তখন মৌলবী বলিলেন, খলিফা, আমার বড় ভয় হচ্ছে। আমায় ছেড়ে দাও। খলিফা বলিল, নেয়ামদ্দি, তুমি একা মৌলবীকে ধরিয়া এখানে থাক। আমরা যাই। মৌলবী জোর করিলে ছোরা বুকে বসাইয়া দিবে। ওকে ছাড়িবে না। এই বলিয়া বাকি নয়জন দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মৌলবীর তখন চৈতন্য হইল। খোদা খোদা করিতে করিতে সময় কাটাইতে লাগিলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে সেই নয়জন টাকাকড়ি গহনাপত্র লইয়া মৌলবীর নিকট হাজির হইল। মৌলবী ওখান হইতে বিলক্ষণ গোলমাল এবং বন্দুকের আওয়াজও শুনিয়াছেন। খলিফা আসিয়াই মৌলবী সাহেবকে বলিল, এইত সব মালপত্র আনিয়াছি। পাঁচখান নোট হাতে লইয়া মৌলবীর হাতে দিয়া বলিল, হাজারি মোল্লা এই পাঁচ কিস্তা নোট মৌলবী সাহেবকে দিয়াছে; এবং বলিয়াছে যে, এসব কথা যেন কোন মতে রাষ্ট্র না হয়। মৌলবীর টাকা পাইয়া খুব আহ্লাদ হইল। মনে মনে বলিল, যাউক এসব কথা কারুর কাছে বলিব না। তাহারা মালপত্র লইয়া সকলে ফিরিয়া রহিমপুরের সেই পুকুর পাড়ে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে বিশ্রামার্থ বসিল। বসিয়াই আবদুল খলিফা মৌলবী সাহেবকে বলিল, মৌলবী সাহেব, গোস্তাকি মাপ করুন। আমরা আপনার বালবাচ্চার মত। এসব যা আনিয়াছি এসব আমাদেরই। হাজারি মোল্লা এসব আর পাবে না। আমরাই ভাগ করিয়া নিব। তবে মালগুলা এখন আপনার ঘরেই রাখিব। কয়েকদিন পরে ভাগ করিব। আপনাকে পাঁচ কিস্তা নোট ছাড়া আরও টাকা দিব। কিন্তু আপনার বাড়ীতে টাকাকড়ি মালপত্র কয়েকদিন রাখিতে হইবে।

ইহা শুনিয়া মৌলবী বড় প্রমাদ গণিলেন। টাকার লোভও ছাড়িতে পারেন না। আগেও সোনার বালাতে প্রায় ৩০০৲ টাকা পাইয়াছেন। এখন আবার পাঁচ কিস্তা নোট হাতেই আছে। আরও টাকা পাওয়ার আশা আছে। কি করে এ লাভ ছাড়া যায়? ওদিকে স্ত্রীর ভয়; মেয়েদের ভয়। তারা যদি জানিতে পারে এরূপ উপায়ে টাকা রোজগার হচ্ছে, সে টাকা ঘরে ঠাঁই দিতে পার্ব্বো না। তাহারা টাকা এতই তুচ্ছ পদার্থ মনে করে। তাহারা ধর্ম্ম ও চরিত্র ইহারই আদর জানে। তবে তাহারা স্ত্রীলোক কি না, রোজগার ত করে না, টাকার কথা তাদের ভাবতেও হয় না। টাকার ভাবনাটা আমারই ঘাড়ে। অতএব কি করি? ভাবিয়া মৌলবী একটা উপায় ঠাওরাইলেন; বলিলেন, খলিফা সাহেব, টাকা আমার বাড়ীতে আপনারা রাখিতে পারেন। কিন্তু আমার কোন ঘরে এসব রাখা অসম্ভব। আমার স্ত্রী এবং মেয়েরা নানা প্রশ্ন করিয়া হেঙ্গাম বাধাইবে। অতএব একজন আমার বাড়ীর উত্তর দিকে নারিকেল

গাছের গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া সেখানে সব পুতিয়া রাখুক। যাতে কোন মতে খোয়া না যায় সে ভার আমার।

খলিফা এ পরামর্শ যোগ্য মনে করিয়া দলের দুই জনকে গর্ত্ত করিতে পাঠাইল। তাহারা মৌলবীর বাড়ীর নিকটে গিয়া শোনে মেয়েরা ও মৌলবীর গৃহিণী বাড়ীর বাহিরে কেবল ঘোরা ফেরা করিতেছে, আর আল্লা আল্লা, খোদা খোদা কি হইল কি করিলে, মৌলবী সাহেবের কি হইল, বাবার কি হইল ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে। তাহারা এই শুনিয়া দ্রুতপদে পুকুরের পাড়ে ফিরিয়া আসিল।

তখন খলিফা মৌলবী সাহেবকে নিয়া তাঁহার বাড়ীতে আগে গেল। মৌলবী সাহেবকে খলিফাসহ গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া কন্যারা নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। মৌলবী সাহেব মিছামিছি অনেক বকিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু পাপের আগুনে সারানিশি নিতান্তই পুড়িয়া মরিলেন। তবু যথেষ্ট টাকা প্রাপ্তির আশায় মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই দস্যুদল মৌলবীর নারিকেল গাছতলে সেই সম্পত্তি প্রোথিত করিয়া চলিয়া গেল। যথাকালে সেই সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া মৌলবীকে আরও একশত টাকা দিল। মৌলবী খুব খুসী হইলেন। লোভের বশে পাপের দংশন সহিতে অভ্যাস করিল। অভ্যাসে মানুষের ঘোর কষ্টও অসহনীয় হয় না।

বৎসরেক পরে সেই খলিফা একদিন অপরাহ্ণে মৌলবীকে বলিল, আজও আপনাকে আমাদের সঙ্গে রাত্রিতে অন্য গ্রামে যাইতে হইবে। এবার আপনি রাত্রিতে অমুক স্থানে থাকিবেন। আমরা গিয়া আপনার সঙ্গে মিলিব। মৌলবী অর্থলোভে স্বীকৃত হইল। মিথ্যা না বলিলে চুরি করা অসম্ভব। অতএব এবার দিনেই পত্নীর নিকট গ্রামান্তরে প্রয়োজন বশতঃ যাওয়ার জন্য মিথ্যা ভান করিয়া মৌলবী বিদায় লইলেন। পত্নী এবং কন্যারা নিতান্ত নিরীহ এবং নির্দ্দোষ-প্রকৃতি। তাহারা স্বপ্নেও জানে না যে মৌলবী নরকের ঘোর আবর্ত্তে ডুবিয়াছে, অথচ বাহিরে রোজা নমাজ মসজিদে উপদেশ দেওয়া কোরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ যেমন তেমনই চলিতেছে।

এবারেও মৌলবী মাল পত্র নিজের বাড়ীতেই রাখাইয়াছে।

পুলিশ নিরন্তর চেষ্টা করিয়া রহিমপুরের মাটি চষিয়াও কোন মালের কূল কিনারা পাইল না। মৌলবী সাহেব সাধু ফকির। তাঁর বাড়ীর আশপাশেও কেহ যায় না। ও গ্রামে কে তাঁহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে?

"দৈবানাম্ বিচিত্রা গতিঃ" দৈবাৎ এক চোর এক জোড়া কাণফুল একজন গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। সে কাণফুল চোরা মাল। সেই কাণফুল এক দারোগা দেখিতে পায়। সে কাণফুলের বর্ণনা এজাহারে লেখা ছিল। দারোগা তাহা দেখিয়াই এ কাণফুল কোথায় পাওয়া গেল এই সন্ধান করিতে করিতে রহিমপুরে ওসমান সরদারকে ধরিয়া ফেলিল, ওসমান সরদারকে থানায় নিয়া অনেক

তোষামোদে বশ করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার আশা দিল। ওসমান রাজসাক্ষী হইয়া আবদুলখলিফা প্রভৃতি সেই ডাকাতের দলের সকলকে ধরাইয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল কোথায়? আবদুল বলিল, সব মাল রহিমপুরের মৌলবীর বাড়ীতে। মৌলবীর নাম শুনিয়া দারোগা বলিলেন, সে বাড়ীতে মাল গেল কেমন করিয়া? খলিফা বলিল মৌলবীও আমাদের দলের একজন এবং অংশীদার। দারোগা বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

দারোগা অবিলম্বে ডাকাতের দল লইয়া রহিমপুরে গেলেন। মৌলবীর বাড়ী কনষ্টেবল দ্বারা ঘের করাইলেন। গ্রামের মাতব্বরদের খবর দিলেন। সকলকে মৌলবীর ডাকাতি অপরাধের কথা জানাইলেন। তিনি সকলকে মৌলবীর বাড়ীতে হাজির থাকিতে অনুরোধ করিলেন। সকলেই ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির মত হইল। ক্রোধ দারোগার উপরে। কেন না সকলেই নিশ্চিত জানে যে, মৌলবীর পক্ষেতো ডাকাতি করা অসম্ভব। তবে দারোগা মাল না পাইলে তাহাকে বেইজ্জত করিবে এই জন্য ক্রোধ। মাতব্বরেরা সকলে আগে গেলে দারোগা সেই ৯ জন ও খলিফা সহ মৌলবীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মৌলবী আহূত হইয়া বাহিরবাড়ী আসিয়া ডাকাইতদিগকে ও কনষ্টেবলসহ দারোগাকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। এদিকে যতবার অপরাধী মৌলবী মসজিদে যায়, নমাজ পড়ে, ততবার তাহার প্রাণ নরকানলে জ্বলিয়া যাইতেছে। তাহার কন্যাদ্বয় এবং পত্নীর মুখের দিকে অনেক দিন হইতে সরলভাবে সে তাকাইতে পারে না। তার প্রাণটা যেন দেহ হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচে, এরূপ অবস্থা হইয়াছে। এমন সময়ে সহসা মৌলবী, সামনে যমকিঙ্কর সদৃশ দারোগাকে দেখিতে পাইল।

দারোগা দ্বিতীয় কথা না বলিয়া একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন. মৌলবী, তুমি এই সকল লোকের সঙ্গে অমুক অমুক গ্রামে ডাকাতি করিয়াছ? মাল তোমার বাড়ীতেই আছে। কোথায় মাল রাখিয়াছ, তাহা বল।

মৌলবী যেন প্রাণ পাইল। কোন অজুহাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত স্বীকার করিল। হাঁ আমি ইহাদের সঙ্গে ডাকাতি করিয়াছি। আমি ইহাদের অংশীদার। অমুক অমুক স্থানে মাল আছে।

তখনই সেই স্থান খুঁড়িয়া মাল পাওয়া গেল। অমনি মৌলবীর হাতে কড়া দেওয়া হইল।

দারোগা গ্রামের মাতব্বরদিগকে বলিলেন দেখ, সত্য কি না? তাহারা বলিল মাল যদি না পাওয়া যাইত, আমরা আপনার অপমান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। এবং কাছারিতে মৌলবী সাহেবের পক্ষে সাক্ষ্য দিতাম।

মৌলবীর পত্নী এবং কন্যাদ্বয়ের অবস্থাবর্ণন অসাধ্য। তাহারা লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া জনতার মধ্যে আসিয়া কেহ

মৌলবীর পায় পড়িল, কেহ বা গলা জড়াইয়া উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিল। কন্যারা বলিল, বাবা, গতকল্য যদি তুমি বলিতে যে তুমি এমন কর্ম্ম করিয়াছ, আমরা তোমার গলায় ছুরি দিতাম, নিজেরাও আত্মহত্যা করিতাম। এ পাপ, এ অধর্ম্ম, এ যাতনা, এ অপমান পৃথিবী দেখিত না।

মৌলবী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং সেসন জজের নিকট মুক্তকণ্ঠে কৃত অপরাধ স্বীকার করিল। অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার প্রাণের ভার খসিয়া পড়িল। সে তখন সুখে নমাজ করিতে পারিত, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিত। এই ভাবে সে চিরদিনের সাধুতা ঘোর পাপে ডুবিল দেখিয়াও সে খোদার উপরে কন্যা ও পত্নীর ভার দিয়া সমুদ্রে ভাসিয়া দ্বীপান্তরিত হইল।

রহিমপুরের মুসলমানগণ তাহার কন্যাদ্বয় ও পরিবারের ভার গ্রহণ করিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা আয়েশাকে একজন মৌলবী যুবকের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে সেই মস্‌জিদে নমাজের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ঈশ্বর পাপের দণ্ড দিলেন; আয়েশা ও হামিদার অন্তরে যদিও পিতৃ-বিচ্ছেদের বাণ বিদ্ধ রহিল, তথাপি তাহারা প্রতিদিন পিতাকে নমাজে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়া পিতৃভক্তি রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বীপান্তরে মৌলবীর কি প্রকার চরিত্র পরিবর্ত্তন ও জীবনান্ত ঘটিল, কেহ তাহার কিছুই আর জানিতে পারিল না

এই গল্পটী কপোল-কল্পিত নহে। একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যে দারোগা বাবু উক্ত মৌলবী ডাকাতকে মালসহ ধরিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট শ্রুত হইয়া ইহা লিখিত হইল।

দারোগা উক্ত কন্যা দুইটির উন্নত চরিত্র ও শিক্ষা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের সরলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। যখন মৌলবীকে কন্যাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহাদের ক্রন্দনে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এ সাধু বাক্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ ঐ কন্যাদ্বয়।

আবার "পাপরূপ পিশাচ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে মনুষ্যের মনোমন্দিরে কখন প্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা কঠিন" ঐ মৌলবী সাহেবের ধর্ম্মময় জীবনে পাপ প্রলোভনের প্রভাব দেখিয়া ঐ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু ইহকালেই পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার হয়, এ ঘটনা দ্বারা ভগবান্ তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বীপান্তরে মৌলবীর শেষ জীবন ঈশ্বর-সেবাতে নিঃশেষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে প্রতীতি জন্মে।

জেনারেল বুথ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জেনারেল বুথের অভ্যুদয়—মানব-হিতৈষীদিগের নামের

তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম যে চিরদিনই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিবে, একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন। বিশ্ব-প্রেমের কথা বহুবার প্রচারিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বাক্যে যাহা আপনাকে সুলভ করিয়াছে, ব্যবহারে তাহা চিরদিনই দুর্লভ রহিয়া গিয়াছে। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা পতিত, যাহারা দরিদ্র, মানব-সমাজ চিরদিন তাহাদের পীড়ন করিয়া আসিতেছে—তাই দুর্ব্বল নিরুপায় হইয়া ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়, পতিত পতনের মুখে ছুটিয়া যায়, দরিদ্র মর্ম্মভেদী হাহাকার বহন করিয়া নিজেকে ক্ষীণ করে। প্রচলিত ধর্ম্মের চির পুরাতন প্রথাকে ছাড়িয়া দিয়া জেনারেল বুথ মানব-চরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ বিশ্ব-সংসারে তিনি বুঝিয়াছিলেন, অধঃপতনের নিম্নতম সীমায় গিয়া যে পড়িয়াছে, মনুষ্যত্বের পথকে যদি সহজ করিয়া দেওয়া যায়, সেই পশুপ্রকৃতি মানবকেও আবার মানুষ করা যায়। বেপথু মানবযাত্রী অভাবের তাড়নায়, দারিদ্র্যের কশাঘাতে অথবা প্রলোভনের উত্তেজনায় যখন দিশাহারা হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিয়া বেড়ায়, যখন সে চলিবার পথ ঠিক ধরিতে না পারিয়া মরিয়া হইয়া উঠে, তখন প্রথমে তাহার অভাব মোচন করিতে হইবে, দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে, এবং তাহাকে প্রলোভনের পথ হইতে দূরে আনিতে হইবে, তারপরে তাহাকে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মের সার্থকতা অথবা কর্ম্মের গভীরতার তত্ত্ব শুনাও সে শুনিবে। সেই জন্য জেনারেল বুথ প্রথমে নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিতেন—জীবন সংগ্রামের নির্ম্মমতা তাঁহার পবিত্র হস্তের শুভ স্পর্শে যখন নিজের কঠিনতাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোমলতার উৎস-মুখকে খুলিয়া দিত, তখন কৃতজ্ঞ মানব এই মহাপুরুষের প্রেমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিত এবং অভ্যস্ত অবনতি হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবনের আহ্বানকে বিচিত্র কর্ম্মের মধ্য দিয়া মানবজীবনের সম্ভাবনাকে সুগম করিয়া তুলিত।

ধর্ম্মকে মতের বেড়া দিয়া জেনারেল বুথ কোনদিনই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখেন নাই, কিম্বা উপদেশের দ্বারা তাহার গভীরতা কোন দিনই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান নাই, শুধু জীবনে কর্ম্মের দ্বারা তিনি যে সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন, যে সম্ভাবনাকে জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূলে ভালবাসা—সে ভালবাসা কোন দিন কাহাকেও বর্জ্জন করে নাই, সে শুধু তাঁহার কর্ণে চিরদিন আশার কথা শুনাইয়াছে, নিরাশা তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। সাজা যখন প্রচণ্ড হইয়া আঘাত করে, প্রথমে সে সাজায় হয়ত ভয় হইতে পারে, কিন্তু এই আঘাত যখন সহ্য হইয়া যায়, তখন আর তাহাতে তেমন ভয় থাকে না, যে বিপথে চলিয়াছে সে ক্রমে সেটাকে অগ্রাহ্য করিতে থাকে, সুতরাং পিনালকোডের ধারা যতই প্রবল হউক না কেন, মানব চিরদিনই তাহার বিদ্রোহী হইয়া আসিতেছে—কেন না ভয়

ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। প্রেমের সাজার মধ্যে ভয় নাই, প্রেমের বন্ধনে কঠিন শৃঙ্খল নাই, কিন্তু তাহার নিজের এমন একটা শক্তি আছে, এমন একটা আকর্ষণী আছে, যেটাকে সে অতিক্রম করিতে পারে না—তাই দণ্ডের মধ্যে যে জিনিষটা পাওয়া যায় না, ক্ষমার মধ্যে হয়ত পাওয়া যায়। যে ক্ষমা করে অথচ অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না, যে শাসনের মধ্যে ভালবাসাকে জাগ্রত রাখে, যে দুর্ব্বলকে, পতিতকে হাতে ধরিয়া লইয়া যায় এবং কোন দুর্ব্বলতাকে যে কোন দিন ঘৃণা করে না, এবং সেই দুর্ব্বলতার জন্য যে বাস্তবিক হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে, সেই জীবনে প্রেম কে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং তাহারই প্রেমের শক্তি পথহারা যাত্রীকে পথের সন্ধান দিয়া গৃহের আনন্দের মধ্যে ফিরাইয়া আনে।

জেনারেল বুথ পণ্ডিত অথবা জ্ঞানী বলিয়া কোন দিনই খ্যাতি লাভ করেন নাই। তিনি খুব বড় দরের বক্তা যে ছিলেন তাহাও নহে। যে বড় জিনিষটার কথা সংসারে শুধু শুনিতে পাওয়া যায়, অথচ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জিনিষটাই তাঁহার খুব বড় ছিল—তিনি মহৎ-হৃদয়, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সংসার সমুদ্রে চিরদিন জলবুদ্বুদের ন্যায় কত জ্ঞানী অথবা পণ্ডিত উঠিতেছেন এবং ফাটিয়া যাইতেছেন—বিস্মৃতির সমাধি-গর্ভে তাঁহাদের নাম বিলীন হইয়া গিয়াছে। কালের প্রস্তর-বক্ষে বুথের ন্যায় মহাপুরুষের নাম আপনাকে চিরোজ্জ্বল রাখিবে, তাঁহার কীর্ত্তি যুগান্তের প্রবাহ দিয়া আর্ত্তকে সান্ত্বনা, দুর্ব্বলকে শক্তি, পতিতকে আশ্বাস এবং ভীরুকে অভয় দান করিবে।

লণ্ডনের বিভীষিকাময় দারিদ্র্য দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—দুঃখদারিদ্র্যের বেদনার অনুভূতি কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়াছিল—তাই পতিত মানবকে উদ্ধার করিতে হইলে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহার কবল হইতে মুক্তি দেওয়া চাই। জীবনের প্রারম্ভে যখন তিনি প্রচার আরম্ভ করেন, তখন লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত—ক্রমে ক্রমে দুই চারিজন লোক তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু তখন কে জানিত যে তাঁহার বিপুল দল একদিন পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আজ তাঁহারই গঠিত মুক্তি ফৌজের দল জগতের সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলিয়াছে—সত্য বটে এই দল লড়াই করে, কিন্তু এ লড়াইয়ে কোন বিভীষিকা নাই, নিষ্ঠুর সংহারের নির্ম্মমতা নাই, কোনও স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, এ লড়াই অন্যায় হইতে ন্যায়ে, অকল্যাণ হইতে কল্যাণে, ভীরুতা হইতে অভয়ে, জড়তা হইতে কর্ম্মে এবং মিথ্যা হইতে সত্যে মানব যাত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য নিজেকে উদ্যত রাখিয়াছে।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সপ্তম অধ্যায়।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ একটী ভীষণ বৎসর ছিল। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং অরাজকতায় দেশ ছারখার হইতেছিল, কিন্তু উন্নতি করিবার কেহই ছিলেন না। বড়লোকেরা গরিব লোকদের উপর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন, গরিবেরা প্রাণের সহিত ধনীদিগকে ঘৃণা করিত, কিন্তু পেটের দায়ে তাহাদিগের অধীনেই কাজ করিত।

এই সমস্ত দেশব্যাপী গোলমাল আমাদের ছোট্ট কোলাহল বিহীন দেশেও আসিয়া পৌছিয়াছিল।

আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া কোন কথাই আমাকে বলা হইত না। তথাপি জেলের বকুনী ও বাবার ললাটে চিন্তারেখা দেখিয়া বুঝিতে পারিতাম যে অবস্থা সহজ নয়।

জনের কথা আমার সর্ব্বদাই মনে পড়িত। লোক-মুখে শুনিতাম তাহার উন্নতি হইয়াছে, চামড়ার ব্যবসার সহিত আটার কলের ব্যবসারও সাহায্য করিতেছে। কিন্তু বাবা কখনও তাহার বিষয় উচ্চবাচ্য করিতেন না। জনও আমার জন্মদিন উপলক্ষে দুখানি চিঠি ছাড়া আর কোন খবর লয় নাই।

এই সময় জেম বলিয়া একটী ছেলে—যে বিলের জায়গা অধিকার করিয়াছিল—আমাদের বাড়ী বার্ত্তাবহক স্বরূপ প্রায়ই আসিত। জেল এই ছেলেটীকে খুব ভালবাসিত। জেম অনেক রকমে আমারও সেবা করিত।

গ্রীষ্মকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। খাবার জিনিষের মূল্য দিন দিন ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। আমাদের আটার কলও কয়েকদিন হইতে বন্ধ বাবা আরও দুর্দ্দিন সমাগত বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতের জন্য বাকী শস্য বাচাইয়া রাখিয়াছিলেন। একদিন জেল আসিয়া বলিল যে, সে আটার কলের বহির্বাটীতে গরিব লোকদের ভয়ানক গোলমাল দেখিয়া আসিয়াছে, জন আসিয়া তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহাদিগকে শান্ত করে। সেই অবধি জেল আমাকে আর বাগানে বেড়াইতে দিত না।

একদিন রবিবারে বাবা বাড়ী আসিলে দেখিলাম যে তাঁহার মুখে কালী পড়িয়াছে, কয়েকদিন হইতে বাতের বেদনাও খুব বাড়িয়াছিল। ডাক্তার জেমস্ আসিয়া বাবাকে দেখিয়া গেলেন। ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর বাবা বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সকলে উপস্থিত হইলে তিনি জেলকে বলিলেন, "জেল, তুমি আমাদের জন্য শুধু গমের রুটী—যা না হলে চল্‌বে না তাই কেবল প্রস্তুত করিবে, কোন রকম বড়মানুষী চালে চল্‌বে না। আমার প্রতিবাসীরা বলবার সুযোগ না পায় যে ফ্লেচারের গোলা ধানে পূর্ণ এবং বাড়ীতে খুব ভাল্ খাবার তৈরী হয়, অথচ দেশ দুর্ভিক্ষেতে ডুবিয়া গেল।"

জেল বলিল যে সে কখনও এক পয়সাও

অপব্যয় করে না। কিন্তু বড়লোকদের দুর্ভিক্ষের সময় ধান বিক্রি করে খুব লাভের প্রত্যাশা করা কি ভয়ানক অন্যায় নহে? বাবার বাতের বেদনা আরম্ভ হওয়ায় তিনি একেবারে নীরব হইয়া রহিলেন এবং জেলও কথা বন্ধ করিল।

বেদনা বন্ধ হইলেই বাবা বলিতে লাগিলেন,—"ফিনিয়স, চামড়ার কারখানায় সম্প্রতি খুব ক্ষতি হইয়াছে, আমি ভেবেছিলাম আটার কলে সেই ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইবার কোন আশা নাই। যখন আমি চলে যাব, তুমি কি গরিবের ছেলের মত জীবনযাপন করিতে কষ্টবোধ করিবে?"

"বাবা!"

"জনের পরামর্শ অনুসারে কয়েকদিন পরেই আমি গম বিক্রি করিতে আরম্ভ করিব। জনের খুব বিবেচনা শক্তি আছে, আমি বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, তাহার কথামত চলাই ঠিক মনে হয়।"

সোমবারে বাবা অভ্যাস মত চামড়ার কারখানায় গেলেন। সন্ধ্যার সময় খাবার প্রস্তুত, আমি বাবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি; এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, অপেক্ষা করিলাম, বাবার আর দেখা নাই। বাবা তো কিছু খবর না দিয়া এত দেরী করেন না। অনেক বিবেচনার পর, জেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া অবশেষে জেমকে বাবার খবর জানিতে পাঠাইলাম।

সে আসিয়া খবর দিল, "চামড়ার কারখানায় আবার গলি লোকে লোকারণ্য। গরিব লোকদের সহ্যের সীমা শেষ হইয়াছে, তাহারা স্ত্রী পুত্রদের ও নিজেদের জন্য যে উপায়ে হোক এক টুক্‌রো রুটীর জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।"

"আমার বাবা কোথায়?"

"আমি জানি না।"

"জেল, কাহারও গিয়া এখনি বাবার খবর লওয়া উচিত।"

"আমি যাইতেছি" বলিতে বলিতে জেল টুপী পরিয়া উপস্থিত হইল। এবং আমিও বারণ না শুনিয়া তাহার সাথী হইলাম।

যখন চামড়ার কারখানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম সেখানে কেহ নাই; একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, "সে আমার বাবা কোথায় তাহা জানে না, তবে অর্দ্ধেক ভীড় আমাদের আটার কলের ধারে গিয়াছে ও অর্দ্ধেক আরও খানিক দূরে অন্য একটী কল বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। হ্যালিফাক্স মহাশয় ওখানে আছেন; আশা করি তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না।"

সেই বিপদের সময়ও জনকে যে জনসাধারণে এতটা সম্মান করে জানিয়া আমার খুব আনন্দ হইল।

আমরা উভয়ে ভীতচকিত প্রাণে বাবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি ও জেল উভয়েই পায়চারী করিতেছিলাম, শেষকালে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। একধারে বাবার জন্য ব্যাকুলতা, অন্যধারে জনের বিপদের কথা, দুই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। মনে হইল "হায় ডেভিড! তোমার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে আমি কি করিব!"

সেই সময় কাহার পদশব্দ হইল। উহাতো বাবার পায়ের শব্দ নহে—কোন যুবকের পায়ের শব্দ। আমি লাফাইয়া উঠিলাম।

"ফিনিয়স্!"

"জন!"

আহ্লাদে উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া সকল কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু জন হাত ছাড়িয়া বলিল—

"তোমার বাবা কোথায়?"

"জানি না। শুনছি পুলিশ ডাকিতে গিয়াছেন।"

"না তিনি কখনও তা করবেন না। আমি তাঁহাকে খুঁজতে যাই। নমস্কার।"

"জন, যেও না ভাই।"

"যতদিন না তোমার বাবা অনুমতি দেন, ততদিন আমি কিছুতেই তোমার কাছে থাকিতে পারি না। আমাকে যেতে হবেই" বলিয়া জন চলিয়া গেল।

আমার আঘাত লাগিল, কিন্তু যে বাল্যকাল হইতে পিতৃহীন তাহার পিতা মাতার প্রতি বাধ্যতা জ্ঞানের প্রখরতা দেখিয়া আমার বিবেক সুখী হইল। মনে হইল পিতামাতারা অনেক সময় নিজেদের কর্ত্তব্য পূর্ণ না করিয়া বাধ্যতা দাবী করেন বলিয়া বালক বালিকারা অবাধ্য হইয়া উঠে এবং বাল্যকালের মাতৃপিতৃহীনেরা মা বাপের মূল্য বুঝিতে শেখে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জন ও বাবা আসিতেছেন দেখিলাম। জন বাবাকে কি বুঝাইতেছে, কিন্তু বাবা অটল অচল। আমি বাবার নিকট গেলাম।

জন বলিল "ফিনিয়স আসিয়া আমাকে সাহায্য কর।" বাবা সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিলেন, জন বলিল, "মহাশয় আমি ও আপনার পুত্র কেবল মাত্র দশ মিনিট পূর্ব্বে দু একটী কথা মাত্র বলিয়াছিলাম। কিন্তু এখন অন্য সব কথা ভাবিবার সময় নাই। ফিনিয়স তোমার বাবার সম্পত্তি রক্ষা করিতে আমাকে সাহায্য কর। তিনি পুলিশের সাহায্য লইবেন না। কিন্তু নিজে না গিয়া ওঁর লোকদিগের সাহায্য নিয়া তো বাঁচাইতে পারেন।"

"নিশ্চয়ই আমি যাব" বলিয়া বাবা অগ্রসর হইলেন; আমিও "বাবা যাইবেন না" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম।

তিনি তাঁহার বজ্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ফিনিয়স, আমায় বাধা দিও না। যদি ঐ লোকেরা আর দুদিন অপেক্ষা করিত আমি আমার সমস্ত গম সিকি মূল্যে তাহাদিগকে দিয়া দিতাম; এখন তাহারা কিছুই পাইবে না। ফিনিয়স, জেল, তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।"

আমরা কেহই তাঁহার কথা শুনিলাম না। জন আমাকে বাবার সঙ্গে যাইতে প্রস্তত দেখিয়া বাধা দিল।

"তোমার বাবা যাহা বলিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন। ভগবান্ না করুন, কিন্তু যদি কোন বিপদ হয়, আমি তাঁহাকে দেখিব—তুমি ঘরে যাও।"

কথা বলিবার আর বেশী সময় ছিল না। জন বাবার সঙ্গে চলিল, আমিও

জনের পেছনে চলিলাম। জেল কি জানি কোথায় অদৃশ্য হইল।

চামড়ার কারখানা হইতে কল গৃহে যাইবার একটী গুপ্ত পথ ছিল আমরা সেই পথ দিয়া গেলাম। লোকের ভীড় সরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অন্য পথ হইতে বাড়ীর প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝা গেল। আমরা যন্ত্রের ঘরে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, কারণ সেই গৃহই জানলা না থাকায় সকল হইতে নিরাপদ। খানিক পরে আমরা যে গৃহে শস্য ছিল সেই ঘরে গেলাম, সেখানে অনেক বস্তা গম দেখিলাম; এই অকালে ইহা বিক্রি করিলে বাবা অন্যদের রক্তশোষণ করিয়া খুব টাকা রোজগার করিতে পারিতেন।

"বাবা কি করে—"

জন বলিল "চুপ, মনে রেখো তাঁর একটী ছেলে আছে।"

আমরা দুজনে নীরবে দাঁড়াইয়াছিলাম। বাবা গমের বস্তা গণিতে আরম্ভ করিলেন। খানিক পরে কতকগুলি কঙ্কালাবশিষ্ট লোক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ভিতরে উপস্থিত হইল। "এবেল ফ্লেচার, শীঘ্র তোমার গমের বস্তা ফেল।"

"হাঁ, তোমাদের দেব। জন এসে সাহায্য করতো?" জন উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "আমি জানিতাম আপনি শেষকালে দেবেন,—নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নয়, কিন্তু উহাদিগের উপর দয়াপরবশ হইয়া।"

জন থলীটা উঠাইয়া ধরিল। "জন, এই জানলার কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইহার ভিতর দিয়া বস্তা ফেলিয়া দেও।"

"মহাশয় তাহা হইলে যে গম নদীর জলে পড়িবে।" "হাঁ, আমি তাই চাই।" জন আর নড়িল না, সাহায্যও করিল না। "তুমি সাহায্য না করিলে আমি নিজেই করিব" বলিয়া বাবা সেই ভারী বস্তা একলা টানিয়া ফেলিয়া দিলেন, ফেলিতে গিয়া বস্তাটী তাহার পায়ের উপর পড়িয়া ভয়ানক আঘাত লাগিল। ক্ষুধার্ত্ত উন্মাদ লোকেরা পাগল হইয়া গমের জন্য জলে ঝাঁপ দিল এবং ভাসমান গম দু এক মুঠো জড় করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্রুত স্রোত মুহূর্ত্তের মধ্যে সেগুলিকে কোথায় অদৃশ্য করিয়া দিল। নীচে হইতে ভীষণ চিৎকার উঠিল।

জন বলিল, "মহাশয়. আর বিলম্ব করিবেন না শীঘ্র আসুন, এখনি উহারা আগুন ধরাইয়া দিতে পারে।" "দিক্।" 'কিন্তু ফিনিয়াস যে এখানে।"

বাবার চমক ভাঙ্গিল, তিনি আমাদের উপর ভর দিয়া খোঁড়া পায়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন; আমরা খানিক পরেই সেলির গৃহে উপস্থিত হইলাম।

জন নিজের ঘরে লইয়া গিয়া নিজের বিছানা বাবার শুইবার জন্য পরিষ্কার করিয়া, এবং নিজের গায়ের কাপড় দিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল, "আপনাদের হয়তো সমস্ত রাত এখানে থাকিতে হইবে, আপনারা খুব চুপ করিয়া থাকিবেন, জেম আপনাদের জন্য অল্প কিছু খাবার এখনি দিয়া যাইবে।"

"আচ্ছা।"

তারপর ঠিক আগের মত আমার

গলা জড়াইয়া বলিল, "ফিনিয়স ভাই, তুমি নিজের যত্ন কোরো, তুমি কি আগের চেয়ে একটু সবল হয়েছ ?"

আমি তাহার হাত ধরিলাম। কতদিন পরে সেই সুমিষ্ট ডাক শুনিতেছি। যদি এই সব গোলমাল আমার ডেবিডকে আমার কাছে ফিরাইয়া আনে, তবে সকল কষ্ট সার্থক হইবে।

"আচ্ছা আমি তাহ'লে আসি।"

বাবা উঠিয়া বলিলেন, "কোথায় ?"

"চামড়ার কারখানা ও গৃহ যদি রক্ষা করিতে পারি, আটার কল রক্ষার আর উপায় নাই। ফিনিয়স আমাকে বাধা দিও না। আমার জন্য ভয় করিও না, সকলেই আমাকে জানেন। তা ছাড়া আমি যুবা পুরুষ। তোমার বাবাকে ভাল করে দেখো। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

জন চলিয়া গেল। বাবা চোক বুজিয়া বিছানায় পড়িয়াছিলেন। আমি জানালার ভিতর দিয়া আকাশ দেখিতেছিলাম। সেই যে দিন প্রথম জনের সঙ্গে এই ঘরে বসিয়া সেক্সপিয়ার পড়িয়াছিলাম, সেই কথাই মনে পড়িতে লাগিল। তারপর আমি ঘুরিয়া জনের জিনিষ পত্র দেখিতে লাগিলাম। জন আসবাবের অনেক উন্নতি করিয়াছে। তাহার আল্‌মারী বৈজ্ঞানিক বইতে ভরা, কবিদের মধ্যে সেক্সপিয়ার ছাড়া আর কাহারও বই দেখিতে পাইলাম না। ঘরের এধারে ওধারে অনেক রকম যন্ত্র ছড়ান ছিল।

আমি এতক্ষণ জানিতে পারি নাই যে বাবা জাগিয়া রহিয়াছেন, ফিরিয়া দেখি তিনিও ঘরের জিনিষগুলি খুব মনোনিবেশ করিয়া দেখিতেছেন।

"ছেলেটী বেশ পরিশ্রমী ও চালাক।"

আমি কিছু উত্তর দিলাম না।

রাত্রি হইল। জেম ঠিক সময় খাবার লইয়া আসিল। সে আসিয়া জনের খুব প্রশংসা আরম্ভ করিল, জন তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে; নিজে সমস্ত রাত পড়ে এবং এত কাজ সত্ত্বেও জেম ও তাহার ভাইকে মাঝে মাঝে পড়িতে শিখায়। বাবা তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ও তাহাকে বাহিরে পাঠাইতে বলিলেন।

আমি বলিলাম, "জেম, জন কখন ফিরিবে, তোমায় কি কিছু বলিয়া গিয়াছে ?"

"না, তিনি বলিলেন, তিনি হয়তো সমস্ত রাত নাও ফিরিতে পারেন, কেননা লোকেরা চামড়ার কারখানা ও বাড়ী পুড়াইতে চেষ্টা করিতে পারে।"

বাবা চিন্তিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। "জন কেন বাহিরে, ও সব তো অন্য লোকেরা দেখিতে পারে; যাই জনকে লইয়া আসি।"

উঠিতে গিয়া বাবা পড়িয়া গেলেন। বিছানায় শুইয়া বলিলেন, "ফিনিয়স, আমি তোমার মত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি।" আমি কিছু বলিলাম না। সমস্ত রাত প্রার্থনা করিতে করিতে কাটিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অর্দ্ধেক রাত্রি, আলো নিভিয়া গিয়াছে, বাবার গভীর নিশ্বাসে বুঝিলাম বাবা

ঘুমাইতেছেন। বাবাকে নিদ্রিত দেখিয়া যেন আমি একটু নিশ্চিন্ত হইলাম।

আমি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলাম না—জীবনের সেই একটী দিন আমি যেন মানুষের বল অনুভব করিয়াছিলাম, আমার দুর্ব্বল শরীরে এমন বল আসিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল যে, যে কোন কাজই হোক না কেন করিতে পারিব।

বাবার ঘুম খুব গভীর ছিল। বাবা ভোর না হইলে জাগিবেন না ইহা স্থির জানিয়া আমি বাবার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া নীচে রান্নাঘরে নাবিলাম। জেম উননের পাশে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, আমি আস্তে আস্তে তাহার কাঁধে হাত দিতেই সে লাফাইয়া আমার গলা চাপিয়া ধরিয়া, প্রায় মাটিতে ফেলিয়াছিল আর কি।

"মহাশয় ক্ষমা করবেন, আশা করি আপনার আঘাত লাগে নাই? আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি ঐ লোকদের, যাদের বিরুদ্ধে হ্যালিফ্যাক্স বেরিয়েছেন, একজন।"

"হ্যালিফ্যাক্স কোথায় জান কি?"

"জানি না মহাশয়, আমায় কেবল বলে গেলেন, জেম তুমি এখানে বসে ইঁহাদের রক্ষা কর, আমিও তাঁর আজ্ঞাপালন করছি।" সে যখন পাহারা দিতেছে তখন বাবার জন্য একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া জেমের নিকট হইতে তাহার কোট ও টুপী চাহিয়া লইয়া বাহির হইলাম। আমি বাহির হইবার সময় জেম বারণ করিল, কিন্তু আমি না শুনিয়া বাহির হইলে সে জোরে ছিট্‌কিনি বন্ধ করিয়া নিজের যায়গায় ফিরিয়া গেল। যেন সে শেষ দিন পর্য্যন্ত জনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত।

আমি গলীর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম, এবং কত কি কল্পনা করিতে লাগিলাম। রাস্তায় পাহারাওয়ালাকে ঝিমাইতে দেখিয়া তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "বিদ্রোহীদিগকে এ পথ দিয়া মিলের ধারে যাইতে দেখিয়াছ?"

"হাঁ, তাহারা বোধ হয় এতক্ষণ তাঁহার গৃহে পৌঁছিয়াছে।"

আমি দৌড়িলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম—আন্দাজ চল্লিশ জন লোক মিল হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ীর পেছনে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, একটু পরে ফিসফিস্ করিয়া কথা আরম্ভ হইল। "তোমরা সকলেই এখানে উপস্থিত।" জেমের পোষাক আমাকে বেশ তাহাদিগের ভিতর মিলাইয়া দিয়াছিল, কেহই আমার দিকে বেশী দৃষ্টি করিল না, কেবল একটী লোক গাছের পেছনে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত আমাকে দেখিতেছিল।

"প্রস্তুত? এইবার আগুন ধরাও।"

কিন্তু সেই ভীড়ের ভিতর একমাত্র মশালটী হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল ও পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া নিভিয়া গেল। সকলে গালাগাল দিল, কিন্তু কে যে নিভাইল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু আমি দেখিলাম গাছের পিছনে সে লোকটী নাই, যখন ভীড় সরিয়া গেল তখন রেলিংএর পাশ হইতে একটী লোক বাহির হইয়া আসিল, চেনা লোক বলিয়াই মনে হইল।

"জন ?"

"ফিনিয়স্ ?" লোকটী এক লাফে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। "তুমি কেমন করিয়া ——"

"আমি আজ রাত্রে সব করিতে পারি। কিন্তু তোমার যে কিছু আঘাত লাগেনি সে জন্য ভগবানের কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ।"

সে আমাকে শক্ত করিয়া ধরিল—আমার বন্ধু যাকে আমি কতদিন পাই নাই। পরস্পরের নীরবতার ভিতর যেন কত শক্তি লাভ হইল।

"ফিনিয়স, এখানে আর বিলম্ব করা হইবে না, চল ঘরের ভিতর চল।" জেল দরজা খুলিয়া দিল, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। খানিক পরে সেই লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী পোড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জন একবার জানলা খুলিয়া তাহাদের বলিল—"ভাই সকল, তোমরা কি করিতেছ জান না, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী পুড়াইলে ফাঁসি হয়, তা জান?"

"কুয়েকারের বাড়ী পুড়াইলে আইন কোন শাস্তি বিধান করে না।" জেল একটী বড় বই লইয়া ভাঙ্গা সারসীর স্থল আড়াল দিতে চেষ্টা করিতেছিল। "জেল, এ বই লইও না; বলিয়া জন বইটা তুলিয়া রাখিল। সেই বইতে জন বৎসরের পর বৎসর পড়িয়াছে, "তোমরা শত্রুদিগকে প্রেম করিবে," "যাহারা তোমাকে অভিশাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে," "যাহারা তোমার উপর অত্যাচার করে ও ঘৃণিত ব্যবহার করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিবে।"

জন বইয়ের আলমারীর কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল, তারপর আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "ফিনিয়স আমি অন্য রকম চেষ্টা করিতে যাইতেছি। যদি আমি অকৃতকার্য্য হই তোমার বাবাকে বলিবে আমি ভাল করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছিলাম।"

কি ভয়ানক! সমস্ত জানলা খুলিয়া জন ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"ভাই সকল আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলিতে চাহি।"

আমি তাহাকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য টানিতে লাগিলাম। "জীবনের কথাই কি সর্ব্বদা ভাবতে হবে? ভয় পাইও না। কিন্তু যাহা ন্যায়, তাহা আমায় করিতেই হইবে।"

নীচে হইতে "জ্বালিয়ে দেও, জ্বালিয়ে দেও" চিৎকার আসিতে লাগিল। জন নীচে নামিয়া গেল এবং সে কি করিতে চায় কল্পনা করিবার পূর্ব্বেই হল ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে ভীড়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার আর উপায় ছিল না, কাজেই আমিও নামিয়া একটী থামের আড়ালে দাঁড়াইলাম।

লোকেরা জলন্ত মশাল ছুড়িয়া মারিল, কিন্তু সে যখন তাহা উঠাইয়া শান্ত ভাবে পা দিয়া পেষণ করিয়া নিভাইয়া ফেলিল, তখন ঐ ক্ষিপ্তপ্রায় লোকেরাও যেন অবাক হইয়া গেল।

তাহাদের ভিতর একটী লম্বা যুবক অগ্রসর হইয়া জনের নাম ধরিয়া ডাকিল। "কে বেনস্? তোমাকে ইহার ভিতর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তুমি কি চাও?"

"আপনাকে নয়। আমরা এবেল ফ্লেচারকে চাই, তিনি কোথায়?"

"তোমরা কি ভাবিয়াছ, আমি তোমাদিগকে সন্ধান বলিয়া দিব?"

লোকেরা আবার মরিয়া হইয়া দাঁড়াইল। "তুমি কি কখনও ক্ষুধায় মরা কাহাকে বলে অনুভব করিয়াছ?"

"অনেকবার।"

"তবে কি তুমি আমাদের দলের লোক?"

"কখনই না, নিজের প্রভুর এই রকম অনিষ্ট করার চেষ্টাকে আমি ঘৃণিত কার্য্য মনে করি। তোমরা কি নিজেদের দোষ দেখিতে পাইতেছ না? তোমরা ভয় দেখাইয়া অন্যের জিনিষ লইতে চাহ, ইহা কতদূর বোকামী তা কি বুঝিতে পার না? তোমরা কি ফ্লেচারকে চেন না? তিনি তো কাপুরুষ নহেন জানই। আমিও ভয় পাইবার লোক নহি, ইচ্ছা করিলে আমি তোমাদের গুলি করিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাদের অবস্থা দেখিয়া সত্যই দয়া হয়।"

লোকেরা জনের কথা ও হাবভাব দেখিয়া অনেকটা শান্ত হইল। "কিন্তু আমরা কি করিব?" "যদি তোমাদের কিছু খাইতে দেওয়া হয় তোমরা কি তাহার পর আমার কথা শুনিবে?"

সকলেই চিৎকার করিয়া সম্মত হইল। "কিছু খাইতে দেও, কিছু খাইতে দেও।"

জন জেলকে বাড়ীতে যা কিছু আছে সব বাহির করিয়া আনিতে বলিল। সে সমস্ত খাবার বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল।

"এস তোমরা খাবে এস।" বলিয়া জন দরজা খুলিয়া দিল।

কি ভয়ানক চেহারা বেচারাদের। জন সাধ্যমত খাবারগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত জন্তুদের মত খাইতে আরম্ভ করিল, খাওয়া শেষ হইলে জেল জল আনিয়া দিল। জনের গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আর কেহ কথা বলিতে পারিল না।

জন যখন বলিল, বাড়ীতে আর খাবার নাই তখন সকলেই তাহা বিশ্বাস করিল। "এবার তো তোমরা পরিতৃপ্ত হইলে?"

সকলে বলিয়া উঠিল 'হাঁ'। একজন বলিল "ভগবানকে ধন্যবাদ।" "হাঁ বেশ বেশ বলিয়াছ, ভবিষ্যতে ভগবানের উপর বিশ্বাস করিবে। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকিত, তোমরা এ রকম করিয়া নিজেদের উপর বিপদ আনিতে চেষ্টা করিতে না, এবং তোমাদের ছেলেরা বাড়ীতে ক্ষুধায় মরিত না।"

ছেলেপিলের কথা মনে পড়ায় লোকেরা আবার ক্ষেপিয়া উঠিল। "আমরা যে খাইলাম, তাহারা যে ক্ষুধায় মরিতেছে, মহাশয় তাহাদের জন্য কিছু দিন।"

জনের মুখ বিমর্ষ হইয়া গেল। সে আমাকে ডাকিয়া বলিল, "যদি ইহাদের

মিলে গিয়া রসিদ দেখাইয়া কাল গম আনিতে বলা হয়, তাহা হইলে কি তোমার বাবা অমত করিবেন ?”

জন বিল লিখিতে বসিল, আমি বাবার হইয়া দস্তখত করিলাম। জন সেই বিলগুলি সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিল। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কাজ শেষ করিয়া জন ফ্যাকাসে হইয়া বসিয়া পড়িল। জেল নীরবে চক্ষু মুছিল। আমি গিয়া তাহার কাঁধে হাত দিলাম।

“ভাই ফিনিয়স! সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল বলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ।”

“ধন্যবাদ।”

জন কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু বুজিল, তাহার পর শান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। “চল তোমার বাবাকে বাড়ী লইয়া আসি।”

আমরা গিয়া তাঁহাকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলাম। এক রাত্রের মধ্যে তাঁহাকে কি বৃদ্ধ দেখাইতেছিল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া ফেলফেল করিয়া চাহিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে “ফিনিয়স কোথায়” জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি ছোট ছেলের মত তাঁহার বুকের উপর গিয়া পড়িলাম, তিনি মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন “তোমার লাগেনি তো, আর কারুর লাগেনি তো ?”

“কারুর লাগে নি, এবং আমাদের কারখানার কিছুই ক্ষতি হয় নাই।”

“তুমি কি বলিতেছ ? কি করিয়া ইহা সম্ভব।”

ফিনিয়স কোন অলঙ্কার না দিয়া শান্তভাবে সমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল। এবেল ফ্লেচার টুপীটা মুখের উপর টানিয়া লইয়া নীরবে শুনিতে লাগিলেন। শেষ হইলে জন জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কি সন্তুষ্ট ?”

“খুব সন্তুষ্ট।”

তাহার পর বাবা এমন ভাবে নীরব হইয়া গেলেন যে দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। জন অতি মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার পায় কি খুব ব্যথা করিতেছে ?”

বাবা মাথা উঠাইলেন এবং ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, “জন, তুমি আমাদের কত উপকার করিলে, জীবনে কখন ভুলিব না।”

আমরা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম, দু বৎসর আগে ঠিক এই গ্রীষ্মকালের সকালে জন সেই গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিল। আমাদের উভয়ের সেই কথা মনে পড়িয়া গেল।

জনকে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বাবা ভিতরে ডাকিলেন।

“আপনি অনুমতি দিতেছেন ?”

“হাঁ এ তোমার ঘর।”

আমি তাহাকে টানিয়া ভিতরে আনিলাম। বাবাকে ধন্যবাদ দিলাম। বাবা বলিলেন “ধন্যবাদ দিবার কিছু নাই, তখন আসা বন্ধ করা ন্যায়সঙ্গত মনে হইয়াছিল তাই বন্ধ করিয়াছিলাম, এখন আবার কর্ত্তব্য বোধে ডাকিয়াছি। জন তোমার বয়স কত ?”

"কুড়ী।"

"আজ হইতে এক বৎসর পরে আমি তোমাকে নিজের অংশীদার করিয়া লইব। কিন্তু মনে রাখিবে তুমি খানিকটা ফিনিয়সের স্থল অধিকার করিলে, তুমি যেমন তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিবে ভগবানের নিকট হইতে তেমনি আশীর্ব্বাদ পাইবে।"

"তাহাই হোক।"

ভগবান জানেন জন তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল কি না।

ক্রমশঃ।

গাঢ় দুগ্ধ।

আজকাল আমাদের দেশে বিলাতী আমদানি গাঢ় দুগ্ধের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও এখন ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা সহরে যে অসংখ্য চায়ের দোকান আছে তাহার. সকল গুলিতেই গাঢ় দুগ্ধের সাহায্যে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাঢ় দুগ্ধের সুবিধা অনেক; ইহার জন্য গোয়ালার নিকট দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না, ইহা সকল সময়েই পাওয়া যায় ও ফুটাইয়া লইতে হয় না; প্রতি চায়ের বাটিতে এক চামচ গাঢ় দুগ্ধ মিশ্রিত করিলেই উপাদেয় চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক জননীও আজকাল সন্তান পালনের জন্য গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণে গাঢ় দুগ্ধের এত পক্ষপাতী হইলেও ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই অবগত নহেন; চিকিৎসকগণের মধ্যেও এসম্বন্ধে যথেষ্ট অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়।

গাঢ় দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী।

দুগ্ধের জলীয়ভাগ বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা দুরীভূত করিলে গাঢ় দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে তাহার জলীয় অংশ দূর হইয়া দুগ্ধ ঘন হয়, কিন্তু এরূপ ফুটাইলে দুগ্ধের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও তাহাতে জল মিশাইলে তাহা দুগ্ধের ন্যায় হয় না। এজন্য গাঢ় দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে অতি সামান্য উত্তাপেই তাহার জলীয় অংশ দূর করা আবশ্যক। দুগ্ধকে বায়ুহীন পাত্র মধ্যে রাখিয়া সামান্য গরম করিলেই তাহার জলীয় ভাগ দূর হইয়া দুগ্ধ গাঢ় হয়। সাধারণতঃ বাজারে যে সকল গাঢ় দুগ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা গোদুগ্ধ অপেক্ষা তিনগুণ ঘন। গাঢ় দুগ্ধের সহিত তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেই তাহা সাধারণ দুগ্ধের অনুরূপ হইয়া থাকে। এই উপায়ে প্রস্তুত গাঢ় দুগ্ধের দোষ এই যে তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য দুগ্ধ গাঢ় হইলে তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। চিনি মিশ্রিত গাঢ় দুগ্ধ সহজে নষ্ট হয় না। অনেক সময় দুগ্ধের মাখন যন্ত্র সাহায্যে পৃথক্ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় করিয়া তাহার সহিত চিনি মিশ্রিত করা হয়। এই শেষোক্ত প্রকারের গাঢ় দুগ্ধ অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে এবং বাজারে ইহারই প্রচলন অধিক। সকল চায়ের দোকানেই এই দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়।

তিন প্রকার গাঢ় দুগ্ধ।

বাজারে সাধারণতঃ তিন প্রকারের

গাঢ় দুগ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে গাঢ় দুগ্ধে চিনি বা অপর কোন পদার্থ মিশ্রিত করা হয় নাই এবং যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লওয়া হয় নাই তাহাই প্রথম শ্রেণীর গাঢ় দুগ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এরূপ দুগ্ধ অতি সহজেই বিকৃত হইয়া যায়, এজন্য ইহা প্রস্তুত করা সবিশেষ যত্ন সাপেক্ষ। ইহা উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে গোদুগ্ধের অনুরূপ হয়। এই প্রকার গাঢ় দুগ্ধের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। 'Ideal', 'First Swiss,' 'Viking' ও 'Hollandia' মার্কা দুগ্ধ এই শ্রেণীর।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধে চিনি মিশ্রিত থাকে কিন্তু মাখন তুলিয়া লওয়া হয় না। এই দুগ্ধ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহা ঠিক গোদুগ্ধের অনুরূপ নহে। গাঢ় করিবার সময় যে পরিমাণে জল দূর করা হইয়াছে সেই পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে এরূপ দুগ্ধ এত অধিক মিষ্ট হয় যে তাহা পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এই কারণে এই সকল গাঢ় দুগ্ধের টিনে অধিক জল মিশ্রিত করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তুত দুগ্ধে আমিষ ও স্নেহ উপাদান গোদুগ্ধের তুলনায় অনেক কম ও শর্করা জাতীয় উপাদান অধিক হইয়া থাকে। 'Nestle', 'Rose', 'Milkmaid', 'Full Weight', 'Anglo-Swiss' প্রভৃতি এই শ্রেণীর দুধ। প্রথম শ্রেণীর দুধ অপেক্ষা ইহাদের মূল্য কম।

তৃতীয় শ্রেণীর গাঢ় দুগ্ধে মাখন তুলিয়া লইয়া চিনি মিশ্রিত করা হয়। এই দুধে স্নেহ জাতীয় উপাদান নাই বলিলেই হয়। পানোপযোগী করিবার জন্য ইহাতে যে পরিমাণ জল মিশ্রিত করিতে হয় তাহাতে ইহার আমিষ ভাগও গোদুধের তুলনায় নিতান্ত কম হইয়া পড়ে। এরূপ গাঢ় দুধের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। বাজারে বহুসংখ্যক এই শ্রেণীর গাঢ় দুধ প্রচলিত আছে।

গাঢ় দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে গাঢ় দুধ (জল মিশ্রিত) ছানা কাটিলে যে চাপ বাঁধে তাহা সাধারণ দুধের ছানা অপেক্ষা অনেক নরম; এজন্য গাঢ় দুধ (উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশ্রিত) সাধারণ দুধ অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। যে সকল বালক বালিকারা সাধারণ গোদুধ পরিপাক করিতে সক্ষম হয় না তাহারা অনেক সময়ে সহজেই গাঢ় দুধ পরিপাক করিয়া থাকে। গাঢ় করিবার সময় দুধের কেজিনের (যাহা হইতে ছানা উৎপন্ন হয়) কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হওয়াতেই গাঢ় দুধ সহজপাচ্য হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর গাঢ় দুধের পুষ্টিকারিতা সাধারণ দুধেরই অনুরূপ। তৃতীয় শ্রেণীর গাঢ় দুধে স্নেহ উপাদান না থাকায় তাহার পুষ্টিকারিতা নিতান্ত অল্প এবং শিশুদিগকে কখনই এরূপ দুধে পালন করা কর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয় শ্রেণীর দুধে স্নেহ উপাদান বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাতে চিনি মিশ্রিত থাকায় তাহা পানোপযোগী করিতে হইলে এত

জল মিশ্রিত করিতে হয় যে স্নেহ উপাদানের পরিমাণ নিতান্ত কমিয়া যায়। এরূপ দুধ শিশুদিগকে পান করিতে দিলে তাহাদিগকে পৃথক্ ভাবে মাখন বা কডলিভার অয়েল খাওয়ান উচিত অন্যথা তাহাদের পুষ্টির ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী।

অনেক সময় গাঢ় দুধ ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনে তাঁহাদের প্রস্তুত দুধে পালিত হৃষ্টপুষ্ট বালক বালিকাদের ফটোগ্রাফ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই সকল বালক বালিকারা আপাততঃ দেখিতে সুস্থ ও সবলকায় হইলেও তাহাদের স্বাস্থ্য নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর এবং অল্পকালের মধ্যেই রিকেটস্ (এই ব্যাধিতে অস্থি নরম হইয়া যায়) প্রভৃতি ব্যাধি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর গাঢ় দুধে পূর্ব্বোক্ত দোষ না থাকিলেও তাহাও সন্তান পালনের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নহে। সম্প্রতি বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অন্ততঃ সামান্য পরিমাণও তাজা বা টাট্কা খাদ্য পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। টাট্কা ও কাঁচা খাদ্যে এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে যাহার অভাবে আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টির অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে এবং রোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মাতৃস্তন্যে এরূপ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এজন্য মাতৃস্তন্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্য কৃত্রিমদুধে পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের তুলনায় অনেক ভাল। গোদুধে এবং কাঁচা ফল মূলেও এরূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। দুধ জ্বাল দিলে বা ফল মূল রন্ধন করিলে এই সকল পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। 'গাঢ় দুধে' এবং বোতলে ভরা নানা প্রকার বিলাতী 'ফুডে' এরূপ পদার্থ একেবারেই নাই।

গাঢ় দুধে বীজাণু।

সাধারণ দুধে নানা প্রকার অনিষ্টকর বীজাণু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের দেশে দুধ জ্বাল দিয়া ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল বীজাণু নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমাদের কোন অনিষ্ট হয় না। গাঢ় দুধ প্রস্তুত কালে দুধকে বায়ুহীন পাত্র মধ্যে রাখিয়া অতি সামান্য উত্তাপ প্রয়োগে গাঢ় করা হয়; ইহাতে প্রায় সকল বীজাণুগুলিই জীবিতাবস্থায় রহিয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণ জল না পাইলে বীজাণুগণ বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। গাঢ় দুধে জলীয় ভাগ কম এজন্য এরূপ দুধে বীজাণু জীবিত থাকিলেও তাহারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় না। যে গাঢ় দুধে মাখন তুলিয়া লওয়া হয় নাই এবং চিনি মিশ্রিত করা হয় নাই তাহা অতিশয় যত্নের সহিত ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়; নচেৎ উত্তাপে বীজাণু বংশ বৃদ্ধি করে এবং দুধ পচিয়া যায়। আমাদের দেশ গ্রীষ্ম-প্রধান এজন্য এখানে এরূপ দুধ প্রায়ই ভাল থাকে না। এদেশে প্রথম শ্রেণীর গাঢ় দুধের বিশেষ প্রচলন নাই। গাঢ় দুধে পচনক্রিয়া নিবারণের জন্য চিনি মিশ্রিত করা হয়। মাখন তুলিয়া লওয়ার সহিত পচনক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। গাঢ়দুধ প্রস্তুতকারকগণ লাভের উদ্দেশ্যেই দুধ হইতে মাখন পৃথক্ করিয়া তৃতীয়

শ্রেণীর দুধ প্রচলিত করিয়াছেন। চিনি মিশ্রিত থাকিলে দুধের অনেকটা পচন সম্ভাবনা নিবারিত হয় একথা সত্য কিন্তু গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে বন্ধ টিনের মধ্যে এরূপ দুধও নষ্ট হইয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। গাঢ় দুধের টিন খোলা রাখিলে তাহা অনেক সময় ২।১ দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়।

গাঢ় দুধ জল মিশ্রিত করিয়া তাহা প্রায়ই কেহ জাল দেন না এজন্য জল মিশ্রিত হইলে দুধের বীজাণুগুলি বংশ-বৃদ্ধি করিবার সুবিধা পায় এবং উদরস্থ হইলে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন করিতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডন নগরে St. Bartholomew's Hospitalএ গাঢ় দুধের বীজাণু সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে সকল প্রকার গাঢ় দুধেই অল্প বিস্তর বীজাণু বর্ত্তমান আছে।

যে গাঢ় দুধের টিন যত অধিক দিনের পুরাতন তাহাতে বীজাণুর সংখ্যা তত অধিক। কতকগুলি টিনে ১ ফোঁটা দুধে ২০,০০০ বীজাণু পাওয়া গিয়াছিল। আমাদের দেশে বীজাণুর সংখ্যা যে আরও অধিক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ দুধ পান বিষপানের সমতুল্য।

'গাঢ় দুগ্ধ' ও দেশীয় দুগ্ধের মূল্যের তুলনা।

এক টিন 'গাঢ় দুধ' হইতে জল-মিশ্রিত করিলে প্রায় ১ সের দুধ প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় ১ সের খাঁটি দুধের মূল্য চারি আনা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর গাঢ় দুধের এক টিনের মূল্য সাড়ে ছয় আনা। প্রথম শ্রেণীর গাঢ় দুধ এখানে বড় একটা পাওয়া যায় না এবং তাহার মূল্য আরও অধিক। খাঁটি দুধ গাঢ় দুধ অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং তাহার পুষ্টি-কারিতাও অধিক। তৃতীয় শ্রেণীর গাঢ় দুধের এক টিনের মূল্য চারি আনা এবং তাহা খাঁটি দুধের তুলনায় এতই নিকৃষ্ট যে তাহাকে দুধ বলা চলে না।

গাঢ় দুধ ব্যবহার করা উচিত কি না।

উপায় থাকিলে গাঢ় দুধ ব্যবহার না করাই ভাল। অনেক সময় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া 'গাঢ় দুধ' ব্যবহার করিতে হয়; বিশেষতঃ যে সকল স্থানে দুধ পাওয়া যায় না এবং রেলে ও পথে ঘাটে 'গাঢ় দুধ' ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এরূপ স্থলে 'গাঢ় দুধ' ব্যবহার করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম:—

১। পাওয়া যাইলে প্রথম শ্রেণীর দুধই ব্যবহার করা উচিত; অভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুধ ব্যবহার্য্য। প্রথম শ্রেণীর দুধ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক, এজন্য সকল বিষয় দেখিতে গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুধই ব্যবহার করা সুবিধাজনক। তৃতীয় শ্রেণীর দুধ শিশুদিগের জন্য কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে।

২। গাঢ় দুধ ক্রয় কালে টিন বিশেষ করিয়া দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। টিনের উপরের কাগজ ময়লা বা টিনে

মরিচা থাকিলে তাহা পুরাতন বুঝিতে হইবে এবং তাহা না লওয়াই কর্ত্তব্য। টিন কাঁপিয়া থাকিলে ভিতরে পচনক্রিয়া জনিত গ্যাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৩। টিন খুলিলে কোনরূপ দুর্গন্ধ বা দুধে কোনরূপ বিস্বাদ অনুভূত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। খোলা টিনের দুধ দুই এক দিনের পর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

৪। গাঢ় দুধে জলমিশ্রিত করিয়া তাহা না ফুটাইয়া একেবারেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

৫। শিশুদিগকে চিনিমিশ্রিত গাঢ় দুধে পালন করিতে হইলে তাহাদিগকে ইহার সহিত মাখন বা কডলিভার অয়েল খাইতে দেওয়া উচিত এবং প্রত্যহ দুই এক চামচ কাঁচা ফলের রস (কমলা লেবু, আম, ডাব, তরমুজ, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতি) পান করান কর্ত্তব্য।

(স্বাস্থ্যসমাচার)

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধ।

আমাদের দেশের লোক শান্তিপ্রিয়। আমরা মারামারি কাটাকাটির নাম শুনিলে ভয় পাই। আমাদের দেশেও মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত যুদ্ধের ইতিহাস অবলম্বনেই লিখিত। আর্য্য-জাতি যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়া এদেশ অধিকার করেন, পরে আপনাদের মধ্যেও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। বিদেশ হইতে শত্রুগণ আসিয়াও অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধের কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং ইংরাজগণও যুদ্ধ করিয়া এক একটি প্রদেশ অধিকার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক হইল এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইউরোপের সংবাদ আমরা আজকাল অত্যন্ত অধিক পাইতেছি। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুদ্ধ হইতেছে সে সকল সংবাদ অবশ্য মধ্যে মধ্যে পাঠ করি। কিন্তু সে গুলি আমাদের কোন ভয় আতঙ্ক উপস্থিত করিতে পারে নাই। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ, বা রুষ তুরস্কের যুদ্ধ, ফ্রান্স প্রুষিয়ার যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করা অত্যন্ত উৎসাহের ব্যাপার হইত, কিন্তু তাহাতে আমাদের রাজজাতির কোন বিশেষ লাভ ক্ষতির কারণ ছিল না বলিয়া আমরা উদাসীন ভাবে দর্শন করিতে পারিতাম। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধে অধিকতর আন্দোলন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলি প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, এ কথা সকলেই জানিত। কিছুদিন আগে যখন রুষিয়া ও জাপানে যুদ্ধ হইল আমরা সকলে যুদ্ধের তারের সংবাদ অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম, অনেকদিনের পর জাপান জয়ী হইল দেখিয়া যেন সুখী হইলাম, কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ ভাবনার বা লাভের ব্যাপার কিছু ছিল না। এই অল্পদিন পূর্ব্বে বলকাণ যুদ্ধ হইল, ইটালী তুরস্কের নিকট হইতে ত্রিপলী কাড়িয়া লইলেন,

যুদ্ধের সংবাদ সকলেই আগ্রহের সহিত পড়িতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন হানি হইবে, সে ভাবনা কাহারও হইত না।

অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যার উন্নতিও বর্ত্তমান সময়ে অনেক হইয়াছে। তোপের বিষয়ে অসাধারণ উন্নতি হইয়া এক দিকে যুদ্ধকে অতি ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। অপর দিকে বিজ্ঞানবলে আকাশপথে চলিবার যে মহা উন্নতি হইয়াছে তাহার ফল যুদ্ধবিদ্যা একরূপ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। বিবিধ শ্রেণীর আকাশজাহাজ সৈনিক বিভাগের লোকেরা ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়া শূন্য হইতে ডিনামাইট, বোম ইত্যাদি দ্বারা শত্রুর সর্ব্বনাশ করিবার উপায় করিতেছেন। এই সকল কারণে বর্ত্তমান সময়ের যুদ্ধ ভয়ঙ্কর বিপদের ব্যাপার হইয়াছে। ইউরোপের প্রধান রাজ্যগুলি বহুদিন হইতে সকল প্রকার নূতন ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রস্তুত হইতেছেন। এ জন্য চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভয় করিতেছিলেন যে ইউরোপের ক্ষমতাপন্ন জাতি সকলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এবার মহাব্যাপার হইবে। যাহাতে আর এরূপ যুদ্ধ না হয় তাহার জন্য সকলেই বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। হেগ নগরের শান্তি সমিতি এইজন্য প্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড শান্তিরক্ষার জন্য চিরজীবন চেষ্টা করিয়া গেলেন। এখনকার রাজা পঞ্চম জর্জ্জ শান্তিরক্ষা করিতে একান্ত যত্নবান্। তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রী সার্ এড্‌ওয়ার্ড গ্রে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট এখনও শান্তি আনয়ন করিতে যত্নবান্। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সমস্ত ইউরোপে মহা অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে, সকল প্রধান প্রধান দেশ যুদ্ধে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। মহাভারতের যুদ্ধের যেমন বর্ণনা আছে যে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজগণ এক পক্ষ বা অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। যে কয়েকটি রাজ্য এখনও উদাসীন রহিয়াছেন সম্ভবতঃ তাঁহারাও অতি শীঘ্র কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে মাতিয়া যাইবেন।

সূচনা কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে প্রকাশ হইয়াছিল যে সার্ব্বিয়া রাজ্যের বিরুদ্ধ দল অষ্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রান্সিস্ ফারডিলাণ্ড ও তাঁহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। সার্ব্বিয়া হত্যাকারিগণের দণ্ড বিধান করিলেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার তাহাতে মন উঠিল না. তিনি আপনি বিচার করিয়া যথেচ্ছা দণ্ড দিতে চাহিলেন, এই লইয়া অন্ততঃ দৃশ্যভাবে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। কিছুদিন এই লইয়া উভয় পক্ষে বাক্ যুদ্ধ হইল। তাহার পর গত ২৯শে জুলাই সার্ব্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৩১শে জুলাই রুষিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ১লা আগষ্ট জর্ম্মনীর সহিত রুষিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা হয়, ৩রা আগষ্ট বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডের সহিত জর্ম্মনীর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ইটালী এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, সুইট্‌জারল্যাণ্ড সশস্ত্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কাহারও সহিত যোগদান করেন নাই।

জর্ম্মণীর সম্রাট যুদ্ধঘোষণার সময় বলিয়াছিলেন, রুষিয়া সমরসজ্জা করিয়া যাত্রা করিয়াছেন, এজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যবহারে দেখা গেল যে তিনি ফ্রান্স আক্রমণ করিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং বেলজিয়মকে বলিয়াছিলেন যে যদি তাঁহাকে বেলজিয়াম দেশের উপর দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে দেওয়া হয় তবে তিনি বেলজিয়মের অনিষ্ট করিবেন না; কিন্তু ইংলণ্ড ও বেলজিয়ম এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন জর্ম্মণী বেলজিয়মের লিজ আক্রমণ করিলেন। আমাদের ইংরাজ রাজা কেবল ন্যায় ধর্ম্ম ও বন্ধুতার অনুরোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। জর্ম্মণ সৈন্য লিজ নগর অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু লিজের সব দুর্গ বোধ হয় অধিকার করিতে পারেন নাই। এদিকে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসেলস্ রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া রাজা পরিবার ও রাজধানীর সমস্ত অফিসাদি এণ্টিয়ার্প নামক দুর্গ সন্নিবিষ্ট নগরে সরাইয়া লওয়া হয়। তাহার পর জর্ম্মণ সৈন্য ব্রুসেলস্ রাজধানী অধিকার করিয়াছে, তৎপর নেমুর নামক স্থানের দুর্গ সমূহের অধিকাংশ জর্ম্মণীর হাতে পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি সার্জন ফ্রেঞ্চ সাহেবের অধীনে দেড় লক্ষের অধিক সৈন্য ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্স রাজ্যের বোলোঁ নগরে অবতরণ করিয়াছেন। তথাকার জর্ম্মাণীর সৈন্যস্রোত বেলজিয়ম ভেদ করিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিতে ও অলসেস্‌লারেন প্রদেশ আক্রমণ করিতে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। অপরদিকে রুষিয়ার লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রুশিয়াতে প্রবেশ করিতেছে। ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সংবাদ আসিয়াছে যে রুষিয়ার সেনা কোনেসবর্গ নামক প্রসিদ্ধ নগর ও দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা অবরুদ্ধ করিয়াছে। অপর উত্তর সাগরে এল্‌ব নদীর মুখে হেলেগোল্যাণ্ড নামক দ্বীপের নিকট একটি নৌযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে জর্ম্মণীর ৫ খানি রণতরী ডুবিয়া গিয়াছে এবং ইংলণ্ডে অল্প কিছু সৈনিক ও সেনাপতি হত হইয়াছে, জাহাজ ডোবে নাই। উত্তর সমুদ্রে যুদ্ধ করা অত্যন্ত সাহসের কার্য্য হইয়াছে কারণ জর্ম্মাণ নৌসৈন্যগণ সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাংঘাতিক ভাসমান মাইন নামক যন্ত্র রাখিয়াছে। কোন জাহাজ তাহা স্পর্শ করিলে অমনই তাহা ফাটিয়া সে জাহাজ ধ্বংস করিবে। এ যুগের যুদ্ধে ইহা আদর্শ বীরত্বের ও সাবধানতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

ইউরোপের এই যুদ্ধে জাপানও যোগদান করিয়াছেন এবং জর্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যে সকল জাতি যুদ্ধ করিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। চীনে ও আফ্রিকাতে জর্ম্মাণীর যে সকল রাজ্য ও উপনিবেশ আছে তাহা ক্রমে অধিকার করা হইতেছে।

এই মহাব্যাপারে ভারতবর্ষও উদাসীন নহে। প্রভুভক্ত ভারত বৃটিশরাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর। দেশীয় রাজগণ আপন আপন অর্থ ও সৈন্য সাম্রাজ্যের সেবার্থ উৎসর্গ করিতেছেন, বঙ্গের বহু সহস্র যুবক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্যে সরকারের সেবা করিতে প্রস্তুত। অপর দিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহিলাগণও যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অনাথ বিধবা আহত প্রভৃতি সকলের সাহায্য করিতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ সময়ে সকল মহিলার উচিত যে সকল ক্ষুদ্র বিষয় ত্যাগ করিয়া জগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আর্ত্তের সেবার জন্য অর্থ দান করেন এবং যুদ্ধের নিবৃত্তি ও স্থায়ী শান্তির জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২০শ ভাগ] ভাদ্র ১৩২১। [২য় সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা

৬।নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সবিনয় নিবেদন,

ভগবানের বিধানে নারীজীবনের আদর্শ ও সমাজে নারীর স্থান নবতর ভাবে দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মহিলাগণের সেবার জন্য আমাদের "মহিলা" প্রকাশিত হয়। এ কার্য্যে সকল সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও নারীকুলহিতৈষী মহাশয় ও মহিলাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা ভিক্ষা করি। যাঁহাদিগের নিকট "মহিলা" প্রেরিত হয়, তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহার মূল্য যথাসময়ে পাঠাইলে একান্ত অনুগৃহীত হইব। যাঁহারা এ কৃপা প্রদর্শন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাখানি ফেরত দিবেন; আমাদিগকে যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

বিনীত নিবেদক
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।
সম্পাদক

মহিলা

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

০শ ভাগ] ভাদ্র ১৩২১। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্য পরম দেবতা, তুমি কত বড় তাহা আমরা জানি না, তুমি কোথায় কি করিতেছ তাহাও জানি না, তাই বলিয়া যে তোমার কার্য্যের কথা কিছুই আমরা জানিতে পারি না তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্বন্ধেও আমাদের চারিদিকে যে সকল লীলা করিতেছ তাহার কিছু কিছু আমাদিগকে তুমি জানিতে দিতেছ, তাহাতেই আমরা তোমার শক্তির, তোমার জ্ঞানের, তোমার প্রেমের পরিচয় পাইয়া তোমাকে ঈশ্বর বলি, প্রভু বলি, পিতা বলি, মাতা বলি ও মনে করি আমরা তোমাকে জানিয়াছি ও আমাদের সম্পর্কে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সময় সময় তুমি এমন অবস্থা উপস্থিত কর, এমন লীলা আরম্ভ কর যে, আমাদের সকল বিদ্যা বুদ্ধি, সকল অভিজ্ঞতা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; তখন স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের জ্ঞান অতি অসার, তোমার গূঢ়তত্ত্ব আমরা এখনও কিছু জানি নাই। ইয়ুরোপের রাজনীতিজ্ঞ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কত জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত, উচ্চ চরিত্র, উচ্চ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহারা অনেকে খৃষ্টের উচ্চ ধর্ম্মের সাধক কিন্তু দেখ, ইয়ুরোপে যে মহা সমরানল জ্বলিয়াছে, তাহা মানুষের মনের সকল সদ্ভাব, সাধুইচ্ছা, প্রেম কোমলতা দয়া সহানুভূতি দগ্ধ করিতেছে। মানুষ মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে সকল শক্তি, সকল জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যয় করিতেছে। কোটি কোটি নরনারী বর্ণনাতীত ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, এবং লক্ষ লক্ষ সুস্থ সবল যুবক প্রাণ হারাইতেছে। হে দেবতা, তোমার একি লীলা আমরা জানি না, বিস্ময়ে ভয়ে প্রাণ আকুল হইতেছে; তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, তোমার শান্তির রাজ্য আনয়ন কর—তোমার প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর—

ঘরে ঘরে তোমার শান্তি ও প্রেমের রাজ্য স্থাপন কর। পৃথিবীকে তুমি স্বর্গে পরিণত করিবে আমরা আশা করিয়া আছি, সেই শুভদিন শীঘ্র আনয়ন কর। নরনারী অন্ধ, অন্ধ, দুর্ব্বল, সকল প্রকারে অসহায়। আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তোমার ইচ্ছা আমাদিগের সকলের জীবনে পূর্ণ কর।

সভ্যতা ও সততা।

আদিমকালে মানুষ অসভ্য ছিল, পৃথিবীর বস্তু সকলের গুণ ও ধর্ম্ম অবগত ছিল না. আপনাদের শক্তি জ্ঞান কি আছে না আছে তাহাও জানিত না। আদিম অসভ্য মানুষ এক প্রকারের হিংস্র বন্য জন্তুর ন্যায় ছিল। ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যেমন পশু পক্ষী বধ করিত, তেমনই মনুষ্য বধ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকেও বৃক্ষের কোটর বা পর্ব্বতের গুহা আশ্রয় করিয়া বাস করিতে হইত। যদি সভ্যতা না আসিত, যদি ক্রমে ক্রমে গৃহনির্ম্মাণ শস্য উৎপাদন, ধাতু সকল ব্যবহার ও পশু সকলকে শাসনাধীনে না আনিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবী আজও অরণ্যই থাকিত, হয়ত বন্য পশুগণের অত্যাচারে নরজাতি এতদিন নির্ব্বংশ হইয়া যাইত; কিন্তু বিধাতা মনুষ্যজাতিকে সে অবস্থায় রাখিতে সৃষ্টি করেন নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একটি ব্যাঘ্র বা বন্য মহিষ যাহা ছিল আজও তাহাই আছে, কিন্তু তখনকার মানুষ ও আজিকার মানুষে কত প্রভেদ। তখনকার মানুষ হয়ত অসভ্য, উলঙ্গ, বর্ব্বর ছিল—আর আজিকার মানুষ সভ্য, শান্ত, শিষ্ট, জ্ঞানী, পণ্ডিত। ফলে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে সভ্য মানুষ এক নূতন সৃষ্টি।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত দেশের বিভিন্ন অবস্থাপন্ন নরনারী আছে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এখন কোন কোন দ্বীপে বা দুর্গম মহাদেশে ঘোরতর অসভ্য অবস্থায় মানুষ আছে। তাহাদিগকে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে স্থান দিয়া ক্রমে সভ্যতার উন্নততর অবস্থায় লোকদিগের কথা বলা হয়। প্রাচীন চীনকে কেহ অল্প সভ্য বলিতে পারেন না, অথবা ভারতবর্ষকে অসভ্য বলিতে পারেন না, কিন্তু এ সকল দেশের লোককে উচ্চ সভ্য বলিয়া গণ্য করা হয় না; তাহার কারণ এই যে, এ সকল প্রাচীন সভ্যদেশের আর উন্নতি নাই। অতি প্রাচীনকালে মিশর বাবিলন ভারত প্রভৃতি দেশ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, সে সভ্যতার দিন চলিয়া গিয়াছে; ভারত ও চীন যেন অতীতেই বাস করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতম দেশ বলিতে ইয়ুরোপের ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশের ও উত্তর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের লোকদিগকেই বিশেষরূপে বুঝিতে হয়। অপর সকল ইয়ুরোপীয় জাতি সুসভ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইলেও তেমন মান্য প্রাপ্ত হন মনে হয় না।

পৃথিবীর সভ্যতা অত্যন্ত পুরাতন। আমরা প্রাচীনকালের ইতিহাস বলিয়া যে সকল ইতিহাস পাঠ করি, তাহাও অপেক্ষা-

কৃত আধুনিক ইতিহাস। মানুষ দীর্ঘকালে যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে তাহা এখন সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর যে যত নূতন আবিষ্কার করিতে পারিতেছে, সে তত উন্নত বলিয়া মান্য পাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে রেল, টেলিগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বিবিধ যন্ত্র, কলকারখানা, বৃহৎ অর্ণবপোত, আকাশপোত, যুদ্ধ করিবার বিবিধ সামগ্রী এই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতালাভ উচ্চ সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রকারের সভ্যতার একটি উৎকৃষ্ট দিক আছে তাহা এই যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে স্থানের দূরতা হ্রাস করিয়া সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকলের নিকটে উপস্থিত করা—অল্প পরিশ্রমে অধিক সামগ্রী প্রস্তুত করা এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকলের অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর করা, জ্ঞান বৃদ্ধি করা, সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা—এ বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতা অনেক উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সভ্যতা পৃথিবীর অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য, রোগ যন্ত্রণা প্রভৃতি অনেক হ্রাস করিয়াছেন এবং আশা হয় অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক উপকার করিবেন।

কিন্তু বর্ত্তমানকালের সভ্যতা অহঙ্কারমূলক - স্বার্থপরতাই ইহার মূলমন্ত্র। উচ্চ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সাহায্যে, আত্মপ্রভাবে অথবা ভগবানের কৃপাতে যিনি যাহা লাভ করেন, তাহা দ্বারাই আপনার ধন মান গৌরব বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করেন। সভ্যজগতের নিকট পৃথিবী অধিকারিহীন রত্নখনি, যে যত ধন রত্ন ছলে বলে কৌশলে লাভ করিতে পারে, সে তত কৃতী; এজন্য সভ্যজগতের নিকট স্বার্থ বা ধনই উপাস্য দেবতা। যে দেশ যে জ্ঞান বা শক্তি লাভ করিতেছে, সে দেশ অন্য সকল দেশকে সেই পরিমাণে অধীন বা পদদলিত করিতে চাহিতেছে। যদি এখন কোন সভ্যজাতির নিকট এরূপ কোন যন্ত্র উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা সে পৃথিবীর সকল দেশকে পদানত করিতে পারে, তাহা হইলে আজই সকল সম্মানিত বন্ধুকে দাস করিয়া তাহাদিগের ধনে আপনাকে ধনী করে, আপনাকে পৃথিবীর একাধিপতি করে। সকল সভ্যজাতিই এখন সমস্ত পৃথিবীর এই দিকে আশা ও কল্পনা চালাইতেছেন। জর্ম্মাণী যে আপনার দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে পদদলিত করিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার উচ্চ সভ্যতার উচ্চ অহঙ্কারের কার্য্য, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে।

বহুকাল হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে যে, মানুষ সাহিত্য দর্শন জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইলেই পৃথিবীর দুঃখের অবসান হইবে, একথা কোন কোন বিষয়ে পূর্ণও হইয়াছে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে মানুষ স্বার্থ অহঙ্কারের অধীন হইয়া যাহা কিছু লাভ করে তাহাতে স্বার্থ অহঙ্কারই বৃদ্ধি হয়। জর্ম্মাণী ধনে জ্ঞানে কৌশলে পরিশ্রম অধ্যবসায় বিষয়ে কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে, অথচ সেই সভ্যদেশ ভয়ঙ্কর অসভ্য ভাব প্রকাশ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগতের মহা অশান্তি ও

প্রতিবেশিগণের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং হয়ত আপনার সর্ব্বনাশও করিবেন।

সভ্যতার এইরূপ সাঙ্ঘাতিক দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া কেনা বলিবেন যে, কেবলমাত্র জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্যদর্শন লোকবল ধনবল যন্ত্রবল জগতের সারবল নহে। শরীরের বল মনের বল যাহা করিতে পারে এবার বেশ দেখা গেল, সভ্যতা যে কত সামান্য দরের সামগ্রী, ইহা দ্বারা যে মানুষের সুখ শান্তি হয় না তাহা দেখাইয়া জগদীশ্বর অন্য এক উচ্চতর স্থানে আমাদিগকে যাইতে বলিতেছেন। যেমন বালুকাভূমি আশ্রয় করিয়া মানুষ কিছুদিন বাস করিতে পারে, কিন্তু প্রবল বন্যা আসিয়া সমস্ত গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়; সেইরূপ মানুষ আপনার জ্ঞান ও শক্তির উপরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিল, হঠাৎ প্রবল অহঙ্কারের বন্যা উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ আনয়ন করিল; এরূপ অবস্থায় নিম্ন বালুকাময় ভূমি ত্যাগ করিয়া যেমন অধিবাসিগণ পার্ব্বত্য দৃঢ়ভূমিতে যাইয়া বাস করে, এখন মনুষ্যজাতিকে পাশবশক্তি ও অহঙ্কারমূলক জ্ঞান ত্যাগ করিয়া সত্যের দৃঢ় সনাতন ভূমিতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত যেমন সভ্যতাকে মান্য দান করা হইয়াছে, এখন সততাকে সেইরূপ মান্য দিতে হইবে। অহঙ্কারমূলক জ্ঞান সত্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সততা লাভ হয় না; কারণ সত্যকে আয়ত্ত করিলে তাহা সর্ব্বময় নিত্য সত্য হইতে একরূপ পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহাতে সত্য লাভ করিয়া সত্যের আশ্রয় লাভ হয় না। মঙ্গলময় ঈশ্বর বলিতেছেন, মনুষ্যজাতি এখন হইতে আর ঈশ্বর-বিহীন, প্রেম-পুণ্য-বিহীন রাজ্যে আর গৃহনির্ম্মাণ করিবে না। এখন হইতে সকল সদ্‌ভাবের মান্য হইবে। এতদিন মানুষ ভগবানের শক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যস্থাপন করিতেছিল, এখন হইতে তাঁহার নিত্য প্রেমরাজ্যে তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় পূর্ণ করিতে নূতন সততার রাজ্য স্থাপিত হইবে, যাহাতে অহঙ্কারের প্রাধান্য থাকিবে না, কেবল প্রেমের, পুণ্যের, দিব্যজ্ঞানের ও স্বর্গীয় শক্তির জয় হইবে। সভ্যগণ এখন হইতে সৎ হইবেন।

প্রত্যর্পণ।

সে বৎসর পাটের কাজে লোকসান দিয়া হরেন্দ্রনাথ বসু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার স্ত্রী সুরমা তাঁহাকে কত বুঝাইলেন—"তুমি পুরুষমানুষ, অমন দমে পড়লে চল্‌বে কেন? এবারে লোকসান হয়েছে, আস্‌ছেবারে আরও একটু বুঝে সুঝে কাজ কর, সব কাজেইত লাভ লোকসান আছে, অত ভাব্‌লে চল্‌বে কেন—মাঝ হ'তে শরীরটা মাটি হয়ে যাবে। এত আর মানুষের জীবন নয় যে গেলে আর হবে না।"

স্ত্রীর কথা ফলিল—তাহার পরের বৎসরে সমস্ত লোকসান উসুল হইয়া পাটের কাজে যথেষ্ট লাভ হইল। হরেন্দ্রনাথ সবেমাত্র ৭।৮ বৎসর এই ব্যবসায়ে

লিপ্ত হইয়াছেন—আরম্ভ হইতেই বেশ কাজ করিতেছেন, শুধু একবার মাত্র লোকসান দিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্র বড় মধুর—এই দুইটা তাঁহার সফলতার প্রধান কারণ।

হরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার আঠারো বৎসর বয়স, সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে. পত্নী সুরমা তাঁহাপেক্ষা ছয় বৎসরের ছোট। আর একটী ছোট ভাই, তার বয়স ১০ বৎসর। সংসারে আর কেহ নাই, পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই জননী সংসারের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর হরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে তাঁহার লেখাপড়া করা আর চলিবে না—কেননা অনাহারের হাত হইতে ভাই ও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে হইবে ত?

অতি কষ্টে অনেকের খোসামোদ করার পর কোনও সওদাগরী আফিসে তাঁহার একটা কাজ হইল। স্ত্রী ও ভাই অবশ্য দেশে রহিলেন। হরিহরপুর তাঁহার দেশ, হরিহরপুর গণ্ডগ্রাম; অনেক ভদ্রলোকের বাস। তিনি নিজে কলিকাতায় কোনও এক মেসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন—তিনি শনিবার দিন দেশে যান ও সোমবার দিন সকালে ফিরিয়া আসেন। আট বৎসর চাকরী করার পর কাজে ইস্তফা দিয়া তিনি পাটের দালালি আরম্ভ করেন।

দেখিতে দেখিতে পিতৃবিয়োগের ১৬ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে তাঁহার সংসারে লক্ষ্মীশ্রী দেখা দিতেছে। তাঁহার ছোট ভাই যতীন্দ্রনাথ এখন কমিসেরিয়টে চাকরী করে, তিনিই যোগাড় করিয়া এ চাকরী জুটাইয়াছেন। নিজের বুদ্ধিবলে এবং খোসামোদের জোরে সে বেশ উন্নতি করিতেছে। মিরাট তাহার কর্ম্মক্ষেত্র, সে সেখানে সপরিবারে বাস করে। তাহার স্ত্রী শৈলবালা দেখিতে মন্দ নহে, তবে তাহাকে রূপসী বলা যায় না। সবেমাত্র বিবাহের পর বৎসরাধিক কাল হইল, সে স্বামীর ঘর করিতেছে। সেখানেও আবার তাহার থাকা হইল না, সুদূর পশ্চিমে এই চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কিশোরীর পক্ষে যাওয়া সত্যই কষ্টকর। স্বামীত সমস্ত দিন আফিসের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিবেন, আর সে বেচারা কি করিবে? নিঃসঙ্গে একাকী সুদূর প্রবাসে সে কেমন করিয়া দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইবে? যখনই সে এ কথাটা ভাবে তখনই সে যেন কেমন মুসড়িয়া পড়ে। তাহাদের এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই। হরেন্দ্রনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম ধীরেন্দ্র নাথ বয়স ৮ বৎসর, কন্যা রমা, তাহার চেয়ে ৪ বৎসরের ছোট।

সুখ সকলের ভাগ্যে সহে না—সুরমার ভাগ্যেও এত সুখ সহিল না। ৩৬ বৎসর বয়সে বৈশাখ মাসে হরেন্দ্রের খুব কঠিন পীড়া হয়, মাসাধিক কাল রোগযন্ত্রণা ভুগিয়া সকল জ্বালার হাত হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন। সুরমার কপাল ভাঙ্গিল, তিনি বিধবা হইলেন। দাদার পীড়ার সংবাদ যতীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, সুতরাং সপরিবারে মিরাট হইতে তিনিও চলিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল। শোকের প্রথম বেগ কতকটা কমিয়া আসিল। যতীন্দ্রনাথ পরের চাকর, তাঁহাকেও আবার শীঘ্র কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে—যাত্রার পূর্ব্বে বিষয়ের একটা বিলিবাবস্থা করিতে হইবেত? তিনি না দেখিলে এই অনাথ পরিবারকে এখন আর কেই বা দেখে?

ইহার মধ্যে একদিন কথাপ্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"বৌদি, দাদাত যথেষ্ট উপার্জ্জন করেছেন, কিন্তু দেখ্‌ছি যে তিনিত কিছুই রেখে যেতে পারেননি, তিনি মোটেই বুঝে চলেননি, দুহাতে খরচ করে গেছেন, দেনাও ত যথেষ্ট রয়েছে, সব হিসেব মিটিয়ে বড় বেশী কিছু থাকবে তা মনে হয় না।" বিস্মিত সুরমা কহিলেন—"ঠাকুরপো, কি বল্‌ছ।" যতীন্দ্রনাথ বলিলেন 'হঁা বৌদি, ঠিকই বল্‌ছি, বড় মুস্কিল দেখ্‌ছি।' সুরমা আর কোনও উত্তর দিলেন না। সব ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন—বুঝিলেন যে স্ত্রীর পরামর্শে আজ তাঁহার উপযুক্ত দেবর বিষয় সম্পত্তির গুরুভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে হাল্কা করিয়া লইয়া নিজের ঘাড়ের বোঝাটাকে গুরুতর করিয়া তুলিতে সচেষ্ট। নিরাশ্রয়া, অসহায়া বিধবার উপর এতদূর অবিচার—দেবরের এই নির্ম্মম ব্যবহার তাঁহার মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ দেবরের আচরণ তাঁহাকে অধিকতর পীড়ন করিতে লাগিল। পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণীর প্রতি একি নিষ্ঠুর ছলনা! তিনি নিজের জন্য কোন দিনই ভাবেন না, তবে তাঁর দুধের ছেলে মেয়ে দুটোর কি হইবে? আজ প্রায় ২০ বৎসর হইল তিনি এই পরিবারে আসিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথত তখন বালক ছিল। এই বিশ বৎসরের সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদের সমস্ত অংশ তিনিত সকলের সঙ্গে সমান ভাবে বহন করিয়া আসিয়াছেন—জীবনে যে জিনিষটা কোন দিনই ভাবেন নাই, আজ সেই জিনিষটা প্রবল হইয়া মাথাখাড়া করিয়া এরূপভাবে তাঁহার গতিরোধ করিতে চাহিতেছে। দাদার ছায়ায় যে বাড়িয়াছে, দাদার অন্নে যে পুষ্ট, এবং এমন কি আজ সুদূর বিরাটে সে যে স্বচ্ছলভাবে সংসার চালাইতেছে সেটাও দাদার চেষ্টার ফলে—যিনি সেবার দ্বারা, স্নেহের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা প্রাণপণ করিয়া এই পিতৃহীন ছোট ভাইটিকে পিতৃনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিয়াছেন আজ কিনা তাঁহার অবর্ত্তমানে বাস্তবিকই সে এমনি অকৃতজ্ঞ হইবে, যে তাঁহার শোকাতুরা বিধবা ও অসহায় শিশুদ্বয়কে তাহাদের যথার্থ অধিকার হইতে এইরূপভাবে বঞ্চিত করিবে!

সুরমা বেশ জানিতেন যে তিনি যদি একটু বাঁকিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে যতীন্দ্রনাথ চট্ করিয়া কোন মতেই ফাঁকি দিতে পারিবেন না, তবু যখন সে ফাঁকি দিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য—আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য তবে কি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? না, তাহা তিনি পারিবেন না। তিনি মনে মনে জানিতেন যে ভগবানের রাজত্বে কেহ কাহাকেও

ফাঁকি দিতে পারে না, যাহার যে টুকু প্রাপ্য সংসার তাহাকে সেটুকু দিবেই দিবে। যেটাকে আজ ক্ষতি মনে হইতেছে, যেটার অভাব আজ পীড়ন করে মাত্র, সেই অভাব এবং ক্ষতির মধ্য দিয়া এমন একটা অজ্ঞাত শক্তি নিজেকে উন্মুখ করিয়া তুলে, এমন একটা চেষ্টা নিজেকে জাগ্রত রাখিতে চাহে, এমন একটা অদৃষ্ট-সম্ভাবনা নিহিত থাকে, যেটাকে ঠিক হিসাবের মাপ কাটি দিয়া কোনদিনই ওজন করা যায় না। সুরমা আরও ভাবিলেন আমি কষ্ট পাই দুঃখ নাই. কিন্তু এই নিরপরাধ শিশু দুটীত কোন অপরাধ করে নাই, তবে তাহারা দুঃখ পাইবে কেন? অভাব অথবা দারিদ্র্যের কবল হইতে তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে মামলা করা ভিন্ন উপায় নাই, দুঃখ কিম্বা কষ্ট যতই ভীষণ হউক না কেন, যতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তবু নালিশ করিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। সমস্ত পৃথিবীর ভার যিনি বহন করিতেছেন, তিনি কি তাঁহার কোনও উপায় করিবেন না? সুরমা মানবের অনুগ্রহ কিম্বা বিচারের হাত হইতে সমস্ত খানিকে মুক্ত করিয়া, অসহায় অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিলেন। পার্থিব ক্ষতি তাঁহাকে বিপুল লাভের পথ দেখাইয়া দিল। কিন্তু সাবধান যতীন্দ্রনাথ, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম এখনও সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই, আজ সামান্য অর্থলোভে নিজের মনুষ্যত্বকে এমনি ভাবে ভাসাইতে চাহ? সত্য বটে ধর্ম্ম অনেক সহ্য করে, কিন্তু তাহারও ত একটা সীমারেখা আছে। এম্নি দেখিলে অনেক সময় মনে হয় সংসার শয়তানের, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, যে দেখার মত দেখিতে জানে, সে জানে সংসার ঈশ্বরের; তাই আবার বলি যতীন্দ্রনাথ সাবধান।

সত্যই যখন স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া নাবালক পুত্র কন্যাকে লইয়া সুরমাকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল, তখন তাঁর বুক ফাটিয়া গেল—কিছুতেই চোখের জল বাধা মানিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বিধবার অসহ্য যন্ত্রণা এই গৃহেইত রজনীর নিদ্রার মধ্যে শান্তিলাভ করে। অবিচ্ছেদ্য সুখ দুঃখের স্মৃতি উহার সঙ্গেই না জড়িত? এ যে তাঁর স্বামীর গৃহ, পুণ্যভূমি—তীর্থক্ষেত্র। হায়, হতভাগিনী, আজ তোমার দেবরের চক্রান্তে স্মৃতিঘেরা সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে!

দেবর ও তাঁহার পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সুরমা পুত্র কন্যা সহ স্বামীর গৃহ হইতে বিদায় লইলেন। হাত তুলিয়া তাঁহার দেবর যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যত্র একটী ছোট বাটী ক্রয় হইল বটে, কিন্তু ইহাতেই যে তাঁহার হাত এক রকম খালি হইয়া গেল। নিরুপায়ের উপায় ভগবান। জীবনে তিনি কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই, ভগবান কি তবে মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?

স্বচ্ছল অবস্থা হইতে হঠাৎ অস্বচ্ছল অবস্থায়—পড়িয়া সুরমা একটু বিব্রত হইলেন। অবুঝ ছেলে মেয়ে দুইটিত কিছুই বুঝে না যে তাহাদের কি সর্ব্বনাশ

হইয়াছে--বিশেষতঃ মেয়ে প্রায়ই বায়না ধরে এবং বলে "চল না মা আমাদের বাড়ী যাই।" সে ত বুঝে না যে তাহাদের পৈত্রিক ভিটায় প্রবেশ করিবার অধিকার হইতে আজ তাহারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত!

যতীন্দ্রনাথ মিরাটে চলিয়া গিয়াছেন। প্রথম গিয়া সুরমাকে দুই একবার চিঠি দিয়াছিলেন—ক্রমে চিঠি লেখা বন্ধ হইল।

দিন যায়, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না। তুমি সুখে হাসিতেছ না দুঃখে কাঁদিতেছ, সময় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। দুঃখে সুরমার দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিবেশীরা সকলেই সুরমাকে ভালবাসে, নানা ভাবে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুরমা সকলের মঙ্গলের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁহার উপর সকলের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও আছে।

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। আনন্দময়ীর আগমনে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রবাসে যিনি একা পড়িয়া আছেন, তাঁহার মনে এখন কত আশা, কত উৎসাহ! আবার বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া যাইবেন, চিরপরিচিত প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। পূজাই না বাঙ্গলার সম্মিলনীর মহোৎসব। তাই জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া বাঙ্গালী বৎসরে একবার আনন্দে মাতিয়া উঠে।

হরিহরপুরের জমীদার বাড়ীতে পূজাতে বরাবরই খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। জমীদার হরিমোহন চৌধুরী বেশ সদাশয় ব্যক্তি, সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করে। তাঁহার বয়স বেশী নহে—ত্রিশের অধিক হইবে না।

জমীদার বাড়ীতে লোকের খুব ভিড় হইয়াছে—দলে দলে লোক প্রতিমা দেখিতে আসিতেছে। রমা ও ধীরেন পাড়ার লোকের সঙ্গে আসিয়া প্রতিমা দেখিয়া গিয়াছে। আনন্দের দিনে সকলেই নিজের সাধ্যমত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নূতন পোষাক পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন। নানা রংয়ের কাপড় চোপড় পরা ছেলে মেয়ের দলকে নানা রংয়ের ফুলের মতন দেখাইতেছে। বাড়ী ফিরিয়া গিয়া রমা তাহার জননীকে বলিল—"মা, আমায় নূতন কাপড় পরিয়ে দাও।" এই কথা শুনিয়া তাহার দাদা বলিয়া উঠিল—"আমাদের বাবা নেই যে, মা কোথায় কাপড় পাবেন?" বালিকা বলিয়া উঠিল "হাঁ মা, বাবা না থাকলে নূতন কাপড় পরে না?" সুরমার আহত মাতৃহৃদয়ে কথাগুলা তীরের মতন বিঁধিল। অত্যন্ত স্নেহের এই অবোধ ছেলে মেয়ে দুটীকে এবারত তিনি অতি সামান্য নূতন বস্ত্রও দিতে পারেন নাই। কত কথাই না তাঁর মনে পড়িল—চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল! তিনি ভাবিলেন গত বৎসর এই দিনে কে মনে করিয়াছিল যে তাঁর কপাল ভাঙ্গিবে, কে ভাবিয়াছিল যে এরূপ নিরাশ্রয় ভাবে তাঁহাকে ভাসিতে হইবে, কে জানিত যে তাঁহার সুখের নীড় এরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে? একটী বজ্রা-

যাতে সমস্ত চূর্ণ হইয়া গেল। একজনের সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে, কাঁদিবার জন্য পড়িয়া রহিলেন শুধু—তিনি! এই পূজার সময়েইত তিনি ছেলে মেয়েকে বরাবর মনের মতন সাজাইয়া আসিয়াছেন, আর আজ কি না সামান্য একখণ্ড বস্ত্রও দিতে পারেন নাই। আনন্দময়ীর আগমনেত ঘরে ঘরে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে, হায়, হতভাগিনী, তোমার ভাঙ্গা ঘরে ভরাট অন্ধকার কি আজও জমাট বাঁধিয়া থাকিবে! মাতৃহৃদয়ের নিষ্ফল বেদনা তবে তুমিও কি বুঝ না দেবী? তবে কি মা সত্যই তুই পাষাণী—বিশ্বজননী, জননীর হৃদয়ে আঘাত দিতে তোর কি বাজে না?

আজ সপ্তমী পূজা—আজ হইতে জমীদার বাড়ীতে তিন দিন ধরিয়া যাত্রা গান হইবে। রাত্রি ৮টার পর গাওনা সুরু হইবে। ধীরেন ও রমা উভয়েই যাত্রার কথা শুনিয়াছে। তাহারা মায়ের নিকট আব্দার ধরিয়াছে যে যাত্রা শুনিতে যাইবে। নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অবুঝ ছেলে মেয়েকে শান্ত করিবার জন্য মাতা বুঝিলেন যে, না যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

সূর্য্যদেব পাটে গিয়াছেন। দিবসের শেষ আলোরেখাটুকু দিগন্তের গায়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মাথার উপরে মুক্ত নীলাকাশ হাসিতেছে। নীরবে একে একে তারকা ফুটিয়া উঠিতেছে। সুরমা ছেলে মেয়ে দুটীর হাত ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। জমীদার বাড়ীর উচ্চ মঞ্চের উপর নহবৎ বসিয়াছে। নহবৎ করুণ সুরে পূরবী রাগিণীতে আলাপ করিতেছে। সিংহদ্বার ছাড়াইয়া ছেলে মেয়েকে লইয়া সুরমা একেবারে পূজার দালানের দিকে গেলেন। সে স্থানটায় তখন খুব ভিড়—কেন না সন্ধ্যা আরতি আরম্ভ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। জনতা ঠেলিয়া তিনি ভিতরে গেলেন না, দূর হইতেই দেবীকে ভক্তিভরে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। একটু পরেই ধূপ ধূণা জ্বলিয়া উঠিল, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, দেবীর আরতি আরম্ভ হইল। আরতি শেষ হইবার পরে যাত্রার আসরের দিকে তিনি চলিলেন। প্রকাণ্ড সুসজ্জিত আসর, উজ্জ্বল দীপালোকে শোভিত, বিস্তর জনসমাগম হইয়াছে। ভদ্র মহিলাদের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে জমীদার বাড়ীর বন্দোবস্ত বেশ ভালই হইয়াছে।

রাত্রি নয়টা বাজে—যাত্রা এখনও সুরু হয় নাই। তবে সুরু হইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। ধীরেন ও রমাকে লইয়া সুরমা মেয়েদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন। জমীদার-গৃহিণী সুহাসিনী সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি সুন্দরী, বয়স আন্দাজ পঁচিশ। লাল টক্‌টকে বারাণসী সাড়ীখানা পরাতে আজ তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উপর এমন একটা নিবিড় মহিমাময় শ্রী বেষ্টন করিয়াছে যে সহসা তাঁহাকেই দেবী বলিয়া ভ্রম হইয়া যায়!

সুহাসিনী খুবই ব্যস্ত—যাহাতে কোন রকমে কাহারও প্রতি ত্রুটী প্রদর্শিত না

হয়, সেই দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। সুরমার দিকে হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। দূর হইতেই তিনি সুরমার ও তাঁহার পুত্র কন্যার মলিন বেশ লক্ষ্য করিলেন। কি জানি কেন তাঁর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। সুহাসিনী যে সুরমার পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা জানেন, সুরমাকে যে তিনি দিদি বলেন। সুরমার বৈধব্যের পর তিনি তাঁহাকে এই প্রথম দেখিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সুরমার কাছে গিয়া ডাকিলেন—"দিদি।" সুরমা ফিরিয়া দেখিলেন—সুহাসিনী। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি রমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরেনের হাত ধরিয়া বলিলেন—"দিদি, আমার সঙ্গে এস।"

সুহাসিনী সটান সুরমা ও তাহার ছেলে মেয়েকে নিজের কক্ষে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ হইল—কিন্তু অবস্থার কত পরিবর্ত্তন! সুরমার যে আজ কাঙ্গালিনীর বেশ! উভয়েই আজ নির্ব্বাক্, শুধু কাঁদিতেছেন। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুহাসিনী প্রথমে কথা কহিলেন, "দিদি, আজ আমি বড় ব্যস্ত দেখ্‌তেই পাচ্ছত। আজ আর বিশেষ কথাবার্ত্তা হবে না। কিন্তু মনে রেখ তোমায় হাতে পেয়ে আমি আর একটা দিন ছাড়চিনে।" এই বলার পরে আলমারী হইতে নতুন কাপড় বাহির করিয়া রমা ও ধীরেনকে পরাইলেন—তারপরে সকলে মিলিয়া যাত্রা শুনিবার জন্য নীচে নামিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার কয়টা দিন কাটিয়া গেল। আজ একাদশী। কয়েকদিনের বিপুল কর্ম্মোৎসাহের পরে আজ জমীদার ভবনে অবসাদের ছায়া পড়িয়াছে; বিরাটপুরী নিস্তব্ধ।

দুপুরবেলা সুহাসিনীর কামরায় সুহাসিনী ও সুরমা কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। পালঙ্কের উপরে ধীরেন ও রমা উভয়ে ঘুমাইতেছে। সুহাসিনী বলিলেন—"হ্যাঁ, দিদি, আমাদের কি খবর দিতে নাই? বিষয় সম্পত্তি যখন বিলিব্যবস্থা হ'ল, আমাদের কর্ত্তাকে যদি একবার খবর দিতে, তাহলে তোমার দেওর তোমাদের এতদূর ঠকাতে পার্‌ত না।"

সুরমা কহিলেন "না বোন, এতে আর বল্‌বার কি আছে। সে আমাকে নিজে হাতে তুলে যেটুক দিয়েছে সেই বেশ। পাছে সে জান্‌তে পারে যে সে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে সেটা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এবং পাছে সে জন্য সে লজ্জা পায়, সেজন্য আমিত মোটেই তাকে বুঝ্‌তে দিই নি যে আমি তার বিষয়ে জান্‌তে পেরেছি। তবে ছেলেটা মেয়েটার জন্য ভাবনা হয়, তা' আর কি বলব, বোন, সকলের জন্য যিনি ভাব্‌ছেন, ওদের ভারও তাঁর হাতে। আর কি জান, সবাই যে সুখের মধ্য দিয়ে মানুষ হবে এওত নয়—দুঃখের ভিতর দিয়ে মানুষ হওয়া যদি ওদের পক্ষে ব্যবস্থা হয়, সে ব্যবস্থা কি তুমি আমি চেষ্টা করে উল্টে দিতে পারি? সংসারে যার যেটুকু পাওনা, সংসার তাকে সেটুকু নিক্তির ওজনে বুঝিয়ে দেবে। অন্যায় যা' তা

চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকতে পারে না, একদিন না একদিন তাকে ঘাড়মুড় গুঁজড়ে পড়তে হবে। আমিই আমার দেওরকে বাধা দিতে পারতুম, কিন্তু ইচ্ছে করেই দিই নি। সে আমাকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকে কি কেউ কখনও ফাঁকি দিতে পেরেছে?" শেষের কথাগুলা সুরমা একটু উত্তেজনার বশে জোর দিয়াই বলিয়াছিলেন। সুহাসিনী মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন এবং মূঢ়ের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকপরে তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত-ভাবে তাকাইয়া কহিলেন—"দিদি, সংসারে তুমিই দেবী।"

দুই বন্ধুতে ইহার পরে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষে সুহাসিনী বলিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে দিদি বলিত, আমাকে ছোট বোনের কাজ করতে দাও।" সুরমা কহিলেন—"কি, বল।' সুহাসিনী ধরিয়া বসিলেন যে এই দুধের বাচ্ছারা যাতে কোনও কষ্ট না পায়, তিনি যদি তার ব্যবস্থা করিতে চাহেন, তাহাতে সুরমা বাধা দিবেন না। সুরমা উত্তরে কহিলেন, "বাস্তবিক তুমি য'দ তাতে সুখী হও, আমি নিশ্চয়ই কোন বাধা দিব না।' ইহার পরে আর বেশী কথাবার্ত্তা হইল না, দুই বন্ধু শ্রান্তিভারে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন।

সুরমা আরও দুই দিন থাকিয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। এখন হইতে মাঝে মাঝে তিনি সুহাসিনীর ওখানে যান এবং সুহাসিনীও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল, সুরমা তাঁহার দেবরের বড় একটা খোঁজ খবর পান নাই। এমন অবস্থায় হঠাৎ একদিন একখানা টেলিগ্রাফ আসিল যে যতীন্দ্রনাথ পীড়িত অবস্থায় দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। বহুদিন পরে এরূপ খবর পাইয়া তিনি একটু দমিলেন—কেননা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে ব্যাপারটা রীতিমত গুরুতর দাঁড়াইয়াছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সব গোছাইয়া রাখিলেন এবং যেদিন সকালে তাঁহার দেবর আসিবেন, সেদিন ভোরের বেলায় সেখানে গিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন—বিপদের দিনে তিনি না দেখিলে আর অন্যের কে দেখিবে? ব্যয়রামী দেবর আসিতেছেন, সুতরাং ষ্টেশনে লোকজনসহ পাল্কী পাঠাইবারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

রুগ্ন দেবর যখন গৃহে উঠিলেন, তাহাকে দেখিয়া সুরমা প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। উঃ—কি অবস্থা হইয়াছে, একেবারে যে সে মানুষ চেনা যায় না! ধরাধরি করিয়া লোকজনে তাঁহাকে ঘরে উঠাইল—তাঁহার হাঁটিবার শক্তি নাই, পা পড়িয়া গিয়াছে। দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে তিনি পঙ্গু।

দেবর-পত্নীর সে দর্পভরা তেজ কোথায়! আহা, সে বেচারা যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়াই সে সুরমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—"দিদি, আমার কি হবে। সতীলক্ষ্মীর অপমান করেছিলুম, তাই আজ আমার কপাল ভাঙ্গতে বসেছে। তুমি

রক্ষা না করলে এ বিপদে আমায় আর কে রক্ষা করবে বল। তুমি ঠাকুর দেবতাকে ডাক, দিদি, তাঁরা নিশ্চয় তোমার কথা শুনবেন।”

যতীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে সুরমা ছেলে মেয়ে লইয়া আবার স্বামীর ভিটায় উঠিয়া আসিলেন।

কিছুতেই যতীন্দ্রনাথের পীড়ার উপশম হইল না। দিন দিন তাঁহার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। তিনি বেশ বুঝিলেন যে এই পীড়াতেই তাঁহার শেষ হইবে কেননা এবারে যে তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের রোগশয্যার নিকটে সুরমা বসিয়া আছেন। তখন সে ঘরে আর কেহ ছিল না যতীন্দ্রনাথ ডাকিলেন “বৌদি,” সুরমা সে ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কেন না গলার আওয়াজ যে বড় কাতরতাপূর্ণ। ব্যথিত অন্তরে তিনি উত্তর দিলেন—“কেন ঠাকুরপো।” যতীন্দ্রনাথ কহিলেন—“বুঝতে পারছত, বৌদি, যে এবারে আমার ডাক পড়েছে, আমায় যেতে হবে।” আকুল কণ্ঠে সুরমা কহিলেন—“ছি, ঠাকুরপো, ওকি অলক্ষণে কথা। ও ছাই পাঁশ কথা মুখে আনতে নেই।” তাঁহার কথা শুনিয়া যতীন্দ্রনাথের অধর-প্রান্তে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল। সে হাসি দেখিয়া সুরমা শিহরিয়া উঠিলেন। অবশেষে যতীন্দ্রনাথ কহিলেন—“সে যা হ'ক গে যাক, আমি তোমাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই।” সুরমা বলিলেন—“কি বলবে বল।” যতীন্দ্রনাথ বলিলেন—“আমি বলছিলাম, বউদি, দাদার খেয়ে পরে আমি মানুষ, কিন্তু আমি কি নেমকহারামের কাজই না করেছি—আমার মতন নেমক-হারামেইত দুনিয়ার পাপের ভার বাড়াচ্ছে। আমি তোমাদের কি সর্ব্বনাশ না করেছি, কিন্তু আশ্চর্য্য বউদি, তুমি একদিনের জন্যও অভিসম্পাত দাও নাই, আমার সমস্ত অপরাধ বরাবরই হাসিমুখে ক্ষমা করে এসেছ, চিরদিনই আমাকে আশীর্ব্বাদ করছ, কিন্তু দেবীর অপমান দেবতা সহ্য করলেন না—দেবতার অভিসম্পাতে পড়লুম। এত পাপ ধর্ম্ম সহ্য কর্ব্বে কেন, তাই ইহজীবনে ব্যায়রামের মধ্য দিয়া ভারি রকমের দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। ইহকালে আমার সর্ব্বস্ব গেছে, আমার পরকাল অন্ধকার। যা' হবার তা' হয়ে গেছে কিন্তু যাবার আগে আমাকে কতকটা ধারশোধ দিয়ে যেতে হবে, পাপের খানিকটা প্রায়-শ্চিত্ত করে যেতে হবে। বৌদি, তুমি জমীদার বাবুকে একবার আমাদের বাড়ীতে আনাতে পার? আমার একটা বিশেষ কাজের দরকার আছে, সে কাজটা যদি সেরে যেতে না পারি, যদি সেটা বাকি থেকে যায়, বড় অশান্তি নিয়েই তাহলে আমাকে সংসার থেকে চলে যেতে হবে। বৌদি, বড় জ্বালায় প্রাণ মন আমার সব জ্বলে গেছে। আমার উপায় কি হবে?” শেষের কথাগুলা যতীন্দ্রনাথ বড় হতাশ ভাবেই বলিলেন। সুরমা কাঁদিতেছিলেন, নিজেকে কতকটা সামলাইয়া বলিলেন “ঠাকুরপো, জীবনে কার না ভুল, ত্রুটী, অপরাধ আছে? এই অসুখের সময় অমন করে ভাবলে যে শরীর মাটি হ'য়ে যাবে।

ঈশ্বর বিচারক, তাই তিনি দণ্ডদাতা, যিনি দণ্ড দিতে পারেন, তিনি ত আবার ক্ষমা করতেও পারেন। মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারে, যখন সে নিজেকে শোধ্‌রাতে চায়, যখন সে নিজেকে ছেড়ে দেবতার করুণার উপর নির্ভর করতে শেখে, তখন তিনিইত তার হাত ধরে এসে দাঁড়ান, পথহারা তাঁহারই আলোকেত চলিবার পথ দেখিতে পায়। কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, এ বুঝবার শক্তি তিনিত সবাইকে দিয়েছেন, সহজ পথটাকে বুদ্ধির দোষে আমরাইত বাঁকা করে তুলি—ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে চল্‌তে গিয়েই না আমরা পদে পদে ঠকি, অনেক ঠেকে এবং অনেক ঠকেও আমাদের ত চেতনা সব সময় হয় না, নিজের জ্ঞান আর বুদ্ধির ওপর জীবনটাকে যে ঠিক খাড়া রাখা যায় না, সেটা বোঝবার চেষ্টা কয়জনে করে, সেইজন্যেই না শয়তান আমাদের ঘাড়ে ধরে ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ঠাকুরপো, তুমি যে নিজের ভুল বুঝ্‌তে পেরেছ এবং তোমার নিজের অপরাধের জন্য তোমার মনে যে গ্লানি উপস্থিত হয়েছে, জেন, এর মধ্যেও ঈশ্বরের করুণা কাজ কর্‌ছে। অনন্ত যাঁর করুণা, চিরদিন শাস্তি তাঁর বিধান হতে পারে না। ঠাকুরপো, অমন করে মিছে মন খারাপ কর না। জীবন থাক্‌তে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়। দেবতার দয়ায় ভুলেও কোন দিন অবিশ্বাস কর না। আশীর্ব্বাদ করি, ঠাকুরপো, তুমি যেন মনের নষ্ট শান্তি ফিরে পাও।" এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন। যতীন্দ্রনাথের আহারের সময় হইয়াছে, খাবার প্রস্তত হইয়াছে কিনা দেখিতে গেলেন।

জমীদার হরিমোহন চৌধুরী ইহার মধ্যে যতীন্দ্রনাথকে একদিন দেখিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন ধরিয়া দুই একদিন অন্তর কেন যে তিনি ঘন ঘন আসিতেছেন, তাহার কারণ কেহই জানে না।

ইহার কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথ এক তাড়া কাগজ সুরমার হাতে দিয়া বলিলেন—"বৌদি এই কাগজের তাড়াগুলা তোমার কাছে রেখে দিও।" সুরমা পড়িয়া বুঝিলেন যে সেই সমস্ত কাগজ পত্রে যতীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলে মেয়ের নামে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছে। স্বোপার্জ্জিত নগত টাকার অধিকাংশ রমাকে দিয়াছে—কেন না তাহার বিবাহের সময়ে খরচ আছেত! সুরমা সমস্তখানি পাঠ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছোট বৌকে কিছু না দেওয়াটা কিন্তু ভারি অন্যায় হয়েছে।" "কিছুই অন্যায় হয়নি, বৌদি, ওর সমস্ত অভাব ও দূর করতে পারবে, এমন সম্পত্তি যখন পেয়েছে তখন পৃথক্ ভাবে কিছু দিয়ে যাবারও দরকার দেখিনি। অনেক পুণ্যের বলে, বৌদি, ও তোমায় পেয়েছে—তুমিইত ওর অমূল্য সম্পত্তি রয়ে গেলে। অনেক ভেবে চিন্তে আমি যা ক'রে দিয়ে গেলাম, তাকে আর উল্টোতে চেয়ো না। ধীরেন আমাদের বেঁচে থাক্, সেইত তার কাকিমার সর্ব্বস্ব।" ইহার উপরে আর কোনও

কথা বলা চলে না—কাজেই সুরমা নীরব হইলেন।

কিছুদিন পরে সুরমাদের গৃহে শেষ রাত্রে ক্রন্দনের রোল উঠিল, প্রতিবেশীরা সকলেই বুঝিল যে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ মনের নষ্ট শান্তি অনেক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

পণ্ডিত বালক।

(একটি বৌদ্ধগল্প)

অতীতে মিথিলানগরে বিদেহ নামক রাজার সেনক, পুক্কুস, কবীন্দ্র ও দেবেন্দ্র নামে ধর্ম্মানুশাসক চারিজন পণ্ডিত ছিলেন। একদা রাজা রাত্রির শেষ ভাগে এই প্রকার স্বপ্ন দেখিলেন যে, রাজপ্রাসাদের অঙ্গনের চারি কোণ হইতে চারিটী অগ্নিশিখা মহা-প্রাকারপ্রমাণ হইয়া জ্বলিতেছে; তাহা-দিগের মধ্যে খদ্যোতপ্রমাণ একটী অগ্নিশিখা উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ চারিটী অগ্নিশিখাকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকপ্রমাণ উচ্চ হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, এমন কি ভূমিতে পতিত সর্ষপবীজও লক্ষিত হইতে লাগিল; দেবগণসহ সমস্ত লোক মালা গন্ধাদি দ্বারা তাহার পূজা করিতে লাগিল; মহাজনেরা ঐ অগ্নির ভিতর বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহারও লোমকূপপর্য্যন্তও উষ্ণ হইল না। রাজা এই স্বপ্ন দেখিয়া ভীতত্রস্ত হইয়া উঠিয়া, "কি ঘটনা ঘটিবে' চিন্তা করিতে করিতে বসিয়া বসিয়াই রাত্রি প্রভাত করিলেন।

যাহা হউক, প্রাতঃকালে ঐ চারিজন পণ্ডিত আসিয়া, "দেব, আপনি সুখে শয়ন করিয়াছিলেন ত?" বলিয়া রাজার সুখ-শয়নের কথা জিজ্ঞাসা করিল। "সুখ আর কোথায়, এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি" বলিয়া রাজা তাহাদিগকে স্বপ্ন-কথা বলি-লেন। অনন্তর সেনকপণ্ডিত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, ভয় পাইবেন না, ইহা মঙ্গল স্বপ্ন. আপনার মঙ্গল হইবে।" কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের এই চারি জন পণ্ডিতকে পরাভূত এবং নিষ্প্রভ করিয়া অন্য একটী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিবেন; আমরা চারিজন ঐ চারিটী অগ্নিশিখার ন্যায়, এবং মধ্যে উৎপন্ন অগ্নিশিখার ন্যায় দেবমনুষ্যলোকমধ্যে অসমচতুর এবং অতুলনীয় একজন পঞ্চম পণ্ডিত জন্মলাভ করিবেন।" ঐ পণ্ডিত এসময়ে কোথায় জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আজ হয় তাঁহার গর্ভগ্রহণ কিম্বা জন্মগ্রহণ হইয়াছে," এই বলিয়া নিজ শক্তি-বলে যেন দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতেছেন এই-ভাবে বর্ণনা করিলেন। সেই অবধি রাজা এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন।

মিথিলানগরীর চারি দ্বারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে স্থিত চারিটী গ্রাম। ইহার মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থিত গ্রামে শ্রীবর্দ্ধক নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন; তাঁহার ভার্য্যার নাম সুমনা দেবী। অনন্তর রাজা যে সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ঐ সময়ে

বোধিসত্ত্ব * মহাদেবলোক ত্যাগ করিয়া সুমনাদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। অন্য এক সহস্র দেবপুত্রও মহাদেবলোক ত্যাগ করিয়া ঐ গ্রামেই শ্রেষ্ঠকুল সকলে আবির্ভূত হইলেন। দশমাসান্তে সুমনাদেবী সুবর্ণবর্ণের এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র মনুষ্যলোক অবধারণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণভাব জানিয়া, "এই ভবিষ্যৎ বুদ্ধকে দেবমনুষ্যলোকে প্রকাশিত করা উচিত" চিন্তা করিয়া, বোধিসত্ত্বের জন্মক্ষণেই অদৃশ্যমান হইয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে একটী ঔষধ রাখিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্ব মুষ্টি করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। প্রসবকালে তাঁহার মাতার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। মাতা তাঁহার হস্তে ঔষধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার হাতে কি?" "ইহা ঔষধ" বলিয়া তিনি মাতার হস্তে দিব্য ঔষধ স্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, "মা, এই ঔষধ লইয়া যে কোনও রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে দাও।" মাতা হৃষ্টপ্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠীকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সাত বর্ষের শিরঃপীড়া ছিল। তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া, "এই পুত্র জন্মকালে ঔষধ লইয়া আসিয়াছে, জন্মমাত্র মাতার সহিত কথা বলিয়াছে, এরূপ পুণ্যবান্‌প্রদত্ত ঔষধ নিশ্চয়ই মহাফলপ্রদ হইবে," চিন্তা করিয়া, ঐ ঔষধ প্রস্তরে ঘসিয়া লইয়া অল্প ললাটপ্রান্তে মাখিলেন, অমনি সাতবর্ষের শিরঃপীড়া পদ্মপত্র হইতে জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহার মস্তক হইতে চলিয়া গেল। "এই ঔষধ মহাগুণসম্পন্ন" চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। বোধিসত্ত্বের ঔষধ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবার সংবাদ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল; যাহাদের কোনও পীড়া ছিল সকলে শ্রেষ্ঠীর গৃহে আসিয়া ঔষধ প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং প্রস্তরে ঘসিয়া অল্প জলে মিলাইয়া সকলকে ঔষধ দেওয়া হইতে লাগিল। দিব্য ঔষধ শরীরে মাখিবামাত্র সমস্ত রোগের প্রতীকার হইতে লাগিল। সকলে আনন্দিত হইয়া, "শ্রীবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠীর গৃহে ঔষধের গুণ অতি অদ্ভুত" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্বের নামগ্রহণ দিবসে মহাশ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আমার পুত্রের পূর্ব্বপুরুষের নাম দিয়া কোন প্রয়োজন নাই, ঔষধের নাম রাখা হউক।" এই বলিয়া তাহার নাম ঔষধকুমার রাখিলেন। তাঁহার ইহাও মনে হইল যে তাঁহার পুত্র মহাপুণ্যবান্, সে কখনও একেলা জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার সহিত অন্য বালকও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সন্ধান লইয়া এক সহস্র শিশুর ঐ এক সময়ে জন্মগ্রহণ জানিয়া সকলকে আভরণ ইত্যাদি দিয়া ধাত্রী প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে সকলে তাঁহার পুত্রের সহচর হইবে। বোধিসত্ত্বের সহিত সকলের মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিলেন, এবং প্রতিদিন ঐ বালকগণকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য আনা হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে

* ভবিষ্যৎ বুদ্ধ।

করিতে বর্দ্ধিত হইয়া সপ্তবর্ষকালে সুবর্ণ-প্রতিমার ন্যায় সুদর্শন হইলেন।

অনন্তর গ্রামমধ্যে যেখানে বোধিসত্ত্ব সকলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, সেখানে হস্তী ইত্যাদি আসিয়া ক্রীড়ামণ্ডল নষ্ট করিয়া দিত, ঝড় রৌদ্রের সময়ে বালকগণের কষ্ট হইত। একদিন তাহাদের খেলার সময়ে অকালমেঘ উঠিল, দেখিয়া নাগবলসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব দৌড়িয়া এক শালবৃক্ষে প্রবেশ করিলেন; অন্য বালকগণ পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পরস্পরের পায়ে লাগিয়া পড়িয়া গিয়া জানুদেশ ইত্যাদি ভগ্ন করিয়া ফেলিল। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিলেন, "এই স্থানে ক্রীড়াশালা নির্ম্মাণ করা উচিত, এপ্রকারে ক্রীড়া করা আর চলে না।" এই ভাবিয়া ঐ বালকদিগকে বলিলেন, "এই স্থানে ঝড়, রৌদ্র এবং বর্ষায় সকল সময়ে দাঁড়াইতে, বসিতে এবং শয়ন করিতে পারা যায়, এস আমরা সকলে এইরূপ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করি। এজন্য সকলে এক এক মুদ্রা আহরণ কর।" ঐ এক সহস্র বালক সকলে তাহাই করিল। বোধিসত্ত্ব সূত্রধারশ্রেষ্ঠকে ডাকাইয়া "এই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ কর" বলিয়া সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিলেন। সে তথাস্তু বলিয়া সহস্র মুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক ভূমি সমতল করিয়া কাষ্ঠখণ্ড সকল প্রোথিত করিয়া সূত্র প্রসারণ করিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের মন উঠিল না। কিপ্রকারে সূত্রপ্রসারণ করিতে হয় শিক্ষা দিয়া তিনি বলিলেন, "এভাবে না করিয়া উত্তমরূপে সূত্রপ্রসারণ কর।" সে বলিল, "প্রভু, আমি নিজের বিদ্যানুরূপ সূত্রপ্রসারণ করিয়াছি, এ ভিন্ন অন্য প্রকার আমি জানি না।" "তুমি এটুকু না জানিয়া আমাদের ধন লইয়া কি প্রকারে গৃহনির্ম্মাণ করিবে? সূত্র আন, আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সূত্র আনাইয়া স্বয়ং সূত্রপ্রসারণ করিলেন, যেন বিশ্বকর্ম্মা নিজে করিলেন। তখন সূত্রধারকে বলিলেন, "এ প্রকারে করিতে পার?" "প্রভু, না, পারি না।" "আচ্ছা, আমার পরামর্শমত করিতে পারিবে ত?" "হাঁ, তাহা পারিব।" বোধিসত্ত্ব ঐ গৃহের একস্থানে আগন্তুকদিগের থাকিবার স্থান, একদিকে অনাথদিগের থাকিবার স্থান, অন্য এক দিকে অনাথা স্ত্রীলোকদিগের জন্য সূতিকাগৃহ, একদিকে আগন্তুক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের আবাসস্থান, এক প্রান্তে আগন্তুক বালকদিগের দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান, ইত্যাদি সকল প্রকোষ্ঠ বহির্মুখীন করিয়া গৃহ নিরূপণ করিলেন। উহারই মধ্যে আবার ক্রীড়ামণ্ডল, বিচারগৃহ, ধর্ম্মসভা ইত্যাদি করিলেন। ক্রীড়াশালা নির্ম্মিত হইবার কতক দিন পরে তিনি চিত্রকরগণকে ডাকাইয়া স্বয়ং বিচার করিয়া রমণীয় চিত্রকর্ম্ম করাইলেন। গৃহ সুধর্ম্মদেবসভাশোভাসম্পন্ন হইল। অনন্তর, "এতটুকুতে ইহা শোভা পাইতেছে না, পুষ্করিণী করা প্রয়োজন", মনে করিয়া পুষ্করিণী খনন করাইয়া ইষ্টকপ্রস্তুতকারককে আনাইয়া স্বয়ং বিচার করিয়া মূল্য দিয়া সহস্রবঙ্কিম সহস্রতীর্থসম্পন্ন পুষ্করিণী করাইলেন; পুষ্করিণী পঞ্চবিধপদ্মসমাচ্ছন্না

নন্দনবনপুষ্করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহার তীরে পুষ্পফলদায়ী নানা-প্রকার বৃক্ষ রোপণ করাইয়া নন্দনবনসদৃশ উদ্যান করাইলেন। আবার ঐ ক্রীড়াশালা সম্পর্কে ধার্ম্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণ এবং আগন্তুক ও পথিকদিগের জন্য সদাব্রত স্থাপন করিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল, বহুলোক সমাগম হইতে লাগিল, এবং তিনি ঐ স্থানে আসন গ্রহণ করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ও বিচার কার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করিলে যেমন সুসময় আসে, তখনও সেইরূপ হইল।

এই সময়ে বিদেহরাজ চিন্তা করিলেন, "পণ্ডিতগণ আমাকে বলিয়াছিলেন যে সাত বৎসর পরে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্চম পণ্ডিত উদিত হইবেন; তাহা হইলে তিনি এখন কোথায়?" এই মনে করিয়া তাঁহার বাসস্থান জানিবার জন্য রাজা চারি দ্বার দিয়া চারিজন অমাত্য প্রেরণ করিলেন। অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত অমাত্যগণ বোধিসত্ত্বের কোনও সন্ধান পাইল না, কিন্তু পূর্ব্বদ্বারমুখে নিষ্ক্রান্ত অমাত্য ক্রীড়াশালা ইত্যাদি দেখিয়া চিন্তা করিল, "এই গৃহ নিশ্চয়ই কোনও পণ্ডিত করিয়াছেন, কিম্বা কাহারও দ্বারা করাইয়াছেন।" এই মনে করিয়া সে সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই গৃহ কোন্ সূত্রধার-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে?" সকলে বলিল, "ইহা কোনও শিল্পীর নিজ জ্ঞানে হয় নাই, শ্রীবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠীর পুত্র মহৌষধ পণ্ডিতের জ্ঞানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে।" জিজ্ঞাসা করিয়া আবার জানিল যে ঐ পণ্ডিতের মাত্র সাত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।" তখন সে রাজার স্বপ্নদর্শনের দিন হইতে গণিয়া দেখিল যে তাহার সহিত ঠিক মিল হইতেছে, এবং এই বালকই সেই পণ্ডিত ধার্য্য করিয়া রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিল, "মহারাজ, পূর্ব্বদিকস্থিত গ্রামে শ্রীবর্দ্ধক শ্রেষ্ঠিপুত্র মহৌষধ পণ্ডিত নামে সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালক এই প্রকার একটী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছে, পুষ্করিণী এবং উদ্যানও করাইয়াছে। এই পণ্ডিতকে লইয়া আসিব কি না?" এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইল। রাজা ইহা শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সেনককে ডাকাইয়া তাহাকে সমস্ত জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সেনক, তাহাকে আনাইব কি?" সেনক নূতন পণ্ডিতের প্রতিপত্তি হিংসা করিয়া বলিল, "মহারাজ, ক্রীড়াশালাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারিলেই কিছু পণ্ডিত হয় না; যে কেহ ইহা করিতে পারে, ইহা অতি সামান্য কথা।" রাজা তাহার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, এবং সেই অমাত্যকে ঐ স্থানে থাকিয়া পণ্ডিতের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়া দূত প্রতিপ্রেরণ করিলেন। ইহা শুনিয়া অমাত্য ঐ স্থানে থাকিয়া পণ্ডিতের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব ক্রীড়ামণ্ডলে যাইবার সময়ে একটী শ্যেনপক্ষী পাষাণফলক হইতে মাংসখণ্ড গ্রহণ করিয়া আকাশপথে পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ মাংসখণ্ড ছাড়াইবার ইচ্ছায় ঐ

শ্যেনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, পক্ষীও ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। বালকগুলি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে পাষাণাদিতে লাগিয়া পড়িয়া গিয়া ক্লেশ পাইতে লাগিল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখ. আমি মাংসখণ্ড ছাড়াইতেছি ;" এই বলিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি না করিয়াই বায়ুবেগে যাইয়া শ্যেনপক্ষীর ছায়া আক্রমণ করিয়া হাতে তালি দিয়া এক মহা চিৎকার করিলেন ; মনে হইল যেন ঐ শব্দের তেজ পক্ষীর নাভিদেশ বিদ্ধ করিল, সে ভীত হইয়া মাংসখণ্ড ত্যাগ করিল। বোধিসত্ত্ব পক্ষীকর্তৃক মাংসখণ্ড পরিত্যক্ত জানিয়া, তাহার ছায়া লক্ষ্য করিয়া ভূমিতে পড়িতে না দিয়া আকাশেই তাহা গ্রহণ করিলেন। এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া মহাজনমণ্ডলী চিৎকার করিয়া ও করতালি দিয়া মহাশব্দ করিতে লাগিল ; এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বিদেহরাজের অমাত্য রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল, "এই বালক পণ্ডিত এই উপায়ে মাংসখণ্ড পক্ষীকর্তৃক ত্যাগ করাইয়াছে, আপনি জ্ঞাত হউন।" রাজা ইহা শুনিয়া সেনককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সেনক, ইঁহাকে আনাইব কি ?" সে চিন্তা করিল, "ইহার এই স্থানে আগমনকাল হইতে আমরা সকলে নিষ্প্রভ হইব, আমাদের অস্তিত্বও রাজা জানিতে পারিবেন না ; ইহাকে আনিতে দেওয়া হইবে না।" এই চিন্তা করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া সে বলিল, "না মহারাজ, ইহাতেই পণ্ডিত হয় না, ইহা তো অতি সামান্য কথা।" রাজা পুনরায় বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিবার আজ্ঞা দিয়া অমাত্যের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

ঐ গ্রামবাসী একটী লোক বৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকার্য্য করিবার ইচ্ছায় গ্রামান্তর হইতে গরু কিনিয়া আনিয়া গৃহে রাখিয়া পরদিন গোচারণের জন্য তৃণাচ্ছাদিত স্থানে লইয়া, গরুর পৃষ্ঠে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হওয়াতে অবতরণপূর্ব্বক বসিয়া থাকিতে থাকিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। ঐ মুহূর্ত্তে একটী চোর গরু লইয়া পলায়ন করিল। ঐ গ্রামবাসী জাগরিত হইয়া গরু না দেখিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে চোরকে পলাইতে দেখিয়া বেগে যাইয়া বলিল, "আমার গরু কোথায় লইয়া যাইতেছিস্ ?" সে বলিল, "আমার গরু, আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতেছি।" ইহাতে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং বিবাদ শুনিয়া বহুলোক সমাগত হইল। ক্রীড়াশালাদ্বারের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে কোলাহল হওয়াতে বোধিসত্ত্ব তাহাদের দুইজনকে ডাকাইয়া আনিয়া ও তাহাদের ব্যাপার দেখিয়াই কে চোর এবং কে প্রকৃত অধিকারী তাহা জানিতে পারিলেন। জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেন বিবাদ করিতেছ ?" যাহার গরু সে বলিল, "আমি এই গরুগুলি অমুক গ্রামে অমুক লোকের নিকট হইতে কিনিয়া আনিয়া গৃহে রাখিয়া তৃণভূমিতে লইয়া গিয়াছিলাম, সেখানে আমাকে নিদ্রিত দেখিয়া এই লোক গরু লইয়া পলায়ন করিয়াছে ; আমিও ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া ইহাকে দেখিয়া পশ্চাদ্ধা-

বন করিয়া ধরিয়াছি। অমুক গ্রামবাসীরা আমি যে এই গরুগুলি ক্রয় করিয়াছি তাহা জানে।" চোর বলিল, "এই গরুগুলি আমার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছে, এ মিথ্যা কথা বলিতেছে।" অনন্তর পণ্ডিত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি ধর্ম্মদ্বারা এই প্রশ্নের বিচার করিব, আমার বিচার স্বীকার করিবেতো?' তাহারা স্বীকার করিলে পর জনমণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রথমে চোরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গরুগুলিকে কি খাওয়াইয়াছ এবং কি পান করাইয়াছ?" সে বলিল, "ভাতের মাড় পান করাইয়া তিলের পিষ্টক এবং মানধান্য খাওয়াইয়াছি।" তখন গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হইল; সে বলিল, "আমার ন্যায় দরিদ্রের ভাতের মাড় ইত্যাদি কোথা হইতে আসিবে, আমি ইহাদের কেবল তৃণ খাওয়াইয়াছি।" বোধিসত্ব তাহাদের উত্তর সকলকে জানাইয়া প্রিয়ঙ্গুপত্র আহরণ করাইয়া উদূখলে পেষণ করাইয়া, জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া গরুগুলিকে পান করাইলেন; তাহারা কেবল তৃণও বমন করিল। তখন পণ্ডিত সকলকে তাহা দেখাইয়া চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন ঠিক করিয়া বল্ তুই চোর কি না।" সে স্বীকার করিল যে সে চোর। "এখন হইতে আর এরূপ করিস্ না" বলিয়া বোধিসত্ব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু বোধিসত্বের অনুচরগণ তাহাকে দূরে লইয়া গিয়া প্রহার করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। অনন্তর পণ্ডিত তাহাকে ডাকাইয়া উপদেশ দিয়া, পৃথিবীতেই তাহার অন্যায় কার্য্যের জন্য এত দুঃখভোগ, পরকালে নরকাদিতে মহা দুঃখভোগের কথা বলিয়া, "এখন হইতে এ কর্ম্ম পরিত্যাগ কর" এই বলিয়া পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। বিদেহরাজের অমাত্য এই সমস্ত বিবরণ রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। রাজা পুনরায় সেনককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "মহারাজ, এ কূট প্রশ্ন যে কেহ মীমাংসা করিতে পারে, আরও কিছুদিন যাউক।" শুনিয়া রাজা অমাত্যকে পুনরায় পূর্ব্বরূপ আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন।

ক্রমশঃ।

বিশ্বরূপ।

(যদি) তোমার প্রেমের কণা দিলে আমার প্রাণে, (যাই) হৃদয় আমার দিলে ভরে তোমার প্রেমে; পরাণ আমার তোমার নামে পড়ল প্রভু বাঁধা, কাটল আমার ধাঁধাঁ, তাকাই তাই আমি তোমার সিংহাসনের পানে।

(ওই) বিশ্বসভার মাঝে তোমার বিরাট বেদীপাতা, বেদীর তলে নত সবার মাথা, জগৎ তোমার মুখরিত তোমার গানে গানে; হৃদয় আমার পড়ল ধরা তোমার প্রেমের টানে, তাকাই যাই আমি তোমার সিংহাসনের পানে॥

শ্রীসু—

জন হ্যালিফ্যাক্স।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

নবম অধ্যায়।

"বা ফিনিয়স, খুব বাহাদুর তো, তুমি—

একবারও না থেমে বাগানের চারিধারে ঘুরে এলে! কে বলবে যে তুমি রোগ শয্যায় এক মাস পড়িয়াছিলে? যাই হোক, এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।”

সত্যি আমি দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু জন কাছে থাকিলে কোন অসুখই আমাকে নিরাশার কূপে ডুবাইতে সমর্থ হইত না। তাহার প্রফুল্ল উৎসাহপূর্ণ মুখ দেখিলেই আমি যেন স্বাস্থ্য ও বল ফিরিয়া পাইতাম।

সেই কুটীর জন্ত বিদ্রোহের পর—জনের এক মাসের সেবা ও যত্নের ভিতর থাকিয়া যখন আমি সারিয়া উঠিলাম, তখন মনে হইল যে জন কাছে থাকিলে বোধ হয় আর কখনও আমার অসুখ করিবে না। একদিন হাঁসিতে হাঁসিতে তাহাকে আমার মত বলিয়াছিলাম।

“আচ্ছা, যাহাতে তোমার অসুখ না করে তার বন্দোবস্ত না হয় করা যাবে। এখন বহির্জগতে কি ঘটনা হইতেছে তাহা মনোযোগ দিয়া শোন। নূতন বৎসর, নূতন কাজ নিশ্চয়ই আরম্ভ হইয়াছে। ১৮০০ সাল লিখতে প্রথম একটু অদ্ভুত লাগে না?”

“জন, তোমার হাতের লেখা কি সুন্দর!”

“সত্যি? সে যদি হয় তো আর এক জনার গুণেই হইয়াছে। আমাকে সেই যখন প্রথম লিখিতে শিখাইলে তখনকার কথা কি মনে পড়ে?”

“সেই ভদ্রলোক ছুটীর কি হলো কে জানে?”

“তুমি কিছুই জান না? একজন খুব বড়লোক হইয়াছে, তার বিয়ে হ’য়ে গিয়েছে।”

“আর মিষ্টার মার্চের?”

“তাঁর বিষয় কিছুই জানি না। এস কাগজ পড়ি।”

জন খুব সুন্দর করিয়া পড়িতে লাগিল, এবং আমারও শুনিতে খুব ভাল লাগিল।

“লণ্ডন খুব সুন্দর যায়গা না? আমার খুব দেখিতে ইচ্ছা করে। তোমার বাবা বলিতেছিলেন যে কাজের জন্ত আমাকে সেখানে কিম্বা তার কাছাকাছি যাইতে হইবে, বেশ মজা হবে না? তুমি যদি চল তাহা হইলে আরও ভাল হয়।”

“আমার বাড়ী ছেড়ে গোলমালের ভিতর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।”

“কিন্তু তোমার হাওয়া বদলানও দরকার। এই যে এনডারলীতে একটী খুব সুন্দর কুটীরের বিজ্ঞাপন দেখছি।”

“এনডারলী কোথায়?”

“এনডারলী গ্রাম, এনডারলী সমতল ভূমির নীচে অবস্থিত। উচু যায়গায়, যেখানে কোন গোলমাল নাই, যেখান হইতে সমস্ত দেখা যায়, যেখানে সর্ব্বদা সুন্দর বাতাস বহিয়া থাকে সেই যায়গায় কি থাকিতে ইচ্ছা করে না? আমার সহরের অপেক্ষা গ্রামে থাকিতে বেশী ভাল লাগে।”

“সত্যি নাকি? তবে তুমি কি ‘মেষপালকের’ জীবন অতিবাহিত করিতে চাও? পড়তো জন ঐ বইটা।”

জন পড়িতে আরম্ভ করিল। সে

খুব সুন্দর করিয়া পড়িতে পারিত, কিন্তু এমন ভাবে পড়িতে তাহাকে কখনও আমি দেখি নাই। যখন থামিল মনে হইল যেন বাজনা থামিল, কিম্বা সে যেন নিজের প্রাণের কথা টানিয়া বলিতেছিল।

"ডেবিড, তুমি কি ভাবিতেছ বল তো?"

"ও কিছু না, তবে সুখের কথা যদি বল, তাহা হইলে মেষপালকের জীবনই আমার কাছে সুখী জীবনের আদর্শ।"

"তবে তোমারও একদিন স্ত্রী পুত্র হইবে আশা কর।"

"ভগবানের ইচ্ছা হইলে হইবে, আশা করি।"

"তুমি কাহাকে বিবাহ করিতে চাও সে কথা কি কখনও ভাবিয়াছ? এমন কাহাকেও কি দেখিয়াছ?"

"না. আমি কখনও ভাবি নাই।"

আমাদের এনডারলী যাওয়া ঠিক হইল। আমি এবং জন মাস খানেকের জন্য শ্রীমতী টডের বাড়ী গিয়া থাকিব। বাবা যাইতে পারিবেন না।

আমরা এনডারলীর দিকে ভাড়া গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলাম। জনকে আজ বেশ দেখাইতেছিল, সে সুন্দর দেখিতে না হইলেও তাহার মুখে এমন একটা সৌন্দর্য্য ছিল যাহা সচরাচর দেখা যায় না। সে আজ বেশ ভদ্র সাজিয়াছিল। আমি তাহাকে খুব দেখিতেছিলাম।

"ফিনিয়স, আমাকে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে? আমাকে কখন এ রকম করে সাজতে দেখনি না? আজ তোমার সঙ্গে এনডারলী যাচ্ছি, তাই ভদ্রলোক সাজতে হয়েছে।"

"যে জন্মের ভদ্র তাহাকে কি আবার ভদ্র সাজিতে হয়?"

গল্প করিতে করিতে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা এনডারলীর গোলাপ কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। গোলাপের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছিল। শ্রীমতী টড দরজার কাছে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স আমার ছেলেরা আপনাকে ভোলে নাই।"

জন ছেলেদের লইয়া খেলিতে লাগিল। শ্রীমতী টড আমাদের গাড়োয়ানকে খুব আস্তে আস্তে সব জিনিষ তুলিয়া দিতে বলিলেন, কেন না তাঁহার বাড়ীতে একজন রুগী ভাড়াটে রহিয়াছেন।

"আমরা তো তাহা জানিতাম না, তাহা হইলে এখন গাড়ী আনিতাম না, কোন ঘরে তিনি আছেন?" শ্রীমতী টড দেখাইয়া দিলেন।

আমরা ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, দেখিলাম একটী রমণীর হস্ত সেই কথিত ঘরের খিড়কী নামাইয়া দিল।

আমি বলিলাম "এই গরমে ঘরের ভিতর বন্ধ থাকা কি কষ্ট।"

"সত্যি। আচ্ছা ফিনিয়স, তোমার এনডারলী কিরূপ লাগিতেছে?"

"বেশ সুন্দর যায়গা, আর বেশ সব রকম ব্যবস্থা আছে, ঠিক যেন বাড়ীর মত।"

"হুঁ। আমাদের দিনগুলি বেশ কাটিবে।"

জন অন্ধকার হইলে আমার কাছে বিদায় লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। দূর হইতে তাহার গানের সুর আমার কাণে আসিতে লাগিল। আমি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(ক্রমশঃ)

লেডি হার্ডিং।

গত ১১ই জুলাই বিলাতের কোন শুশ্রূষাগৃহে (Nursing Home) বড় লাট পত্নী লেডি হার্ডিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা কতদূর দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিবার নহে। আমরা প্রকৃতই যেন আত্মীয়বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে লেডি হার্ডিং ভারতবাসীর কতখানি হৃদয় যে অধিকার করিয়াছিলেন তাহা এই দুর্ঘটনাজনিত অসংখ্য সভাসমিতিতে এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ নানাপ্রকার আয়োজনে প্রতীয়মান হইতেছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর বোম্বাইয়ের "টাইমস অব ইণ্ডিয়া" লিখিয়াছে—"Lady Harding was essentially a womanly woman"—এ কথাটি যে কতদূর সত্য তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী—বিশেষত ভারতীয় নারীরা—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আরও বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, নারীমঙ্গল যে সকল কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুই শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, লেডি হার্ডিং জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিংএর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত পারস্য, সেণ্ট-পিটার্সবর্গ প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন।

ভারতে আসিয়া তিনি কেবল মাত্র সভাসমিতিতে যোগদান, বিদেশে ভ্রমণ, কিম্বা পারিতোষিক বিতরণ করিয়াই সময়ক্ষেপ করেন নাই। লর্ড হার্ডিং যেমন সর্ব্বদা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিও সেইরূপ নারী ও শিশুদিগকে সুস্থ ও সবল করিবার নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত এবং এই সৎকার্য্যগুলির জন্যই তিনি ভারতবাসীর হৃদয়ের এত খানি স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(১) অশিক্ষিত "দাই" ও "নার্স" দিগকে সেবাকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপন।

(২) যে সকল নারীর সাধারণ হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে তাহাদের জন্য গৃহে গৃহে চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত।

(৩) বিভিন্ন প্রদেশে নারী চিকিৎসালয় স্থাপন।

(৪) লেডি হার্ডিংএর প্রধান কীর্ত্তি, দিল্লীতে সমগ্র ভারতের জন্য "নারী-চিকিৎসালয়"—স্থাপন। এই চিকিৎসালয়ের ভিত্তি তিনি নিজেই স্থাপন করিয়া যান এবং এই জন্য ১৪ লক্ষ টাকাও সংগ্রহ করেন।

(৫) দিল্লিতে প্রবেশ কালে যেদিন

লর্ড হার্ডিং মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান সে দিন স্মরণীয় করিবার জন্য লেডি হার্ডিং লর্ড হার্ডিংএর জন্মদিনে "শিশুরদিন" ("children's day") উৎসব অনুষ্ঠিত করেন। এই দিনে বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে স্কুলের ছেলেরা একত্র হইয়া আনন্দ ও উৎসবে নিযুক্ত থাকে।

উপরে সংক্ষেপে লেডি হার্ডিংএর সৎ-কার্য্যগুলির তালিকা দেওয়া গেল। এই সকল সৎকার্য্যগুলি যে ভারতের পক্ষে কত উপকারী তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দিল্লিতে প্রবেশকালে যখন লর্ড হার্ডিং হঠাৎ আহত হন, তখন তিনি তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়াও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিচলিত না হইয়া স্বামীর সেবা ও শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার এই সাহসে মুগ্ধ হইয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় নারীগণ তাঁহাকে একটি 'casket' প্রদান করেন।

গত ২১এ মার্চ্চ লর্ড হার্ডিং তাঁহার পত্নীকে বোম্বায়ে বিদায় দিয়া আসেন। এত শীঘ্রই যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইবে কেহই জানিত না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসরও পার হয় নাই।

তাঁহার নাম ও সৎকার্য্যগুলি স্মরণীয় করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন হইতেছে, কলিকাতায় তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপন হইবে এইরূপ ঠিক হইয়াছে। আমাদের মতে তাঁহার প্রস্তাবিত দিল্লির "নারীচিকিৎসালয়"টি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা হইবে। ইহার জন্য ১৪ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বশুদ্ধ ২০ লক্ষ টাকা আবশ্যক। এই কয়েক লক্ষ টাকা কি সমগ্র ভারত হইতে সংগৃহীত হইবে না?

(ভারতী)

ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু।

আজ কাল সংবাদপত্র খুলিলে প্রায়ই দেখা যায় যে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানসমাজে প্রচার করিয়া ইউরোপীয় সুধীবৃন্দকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেছেন। এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষ ভাবে নহে, গুরু ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল—ইহা যে কত বড় আশার কথা তাহা প্রত্যেক ভারতবাসী উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া, তাঁহার এই আবিষ্কার গুলি কিরূপ ভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছে তাহাই বলিব। বিলাতের "রয়াল সোসাইটির" নাম বোধ হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন; এই বিজ্ঞান সভা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানালোচনার প্রধান স্থান। এই বিজ্ঞান-সভার সম্মুখে বক্তৃতা করা কেবল মাত্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দিগের ভাগ্যে ঘটে। এই রয়েল সোসাইটিতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক

তত্ত্বগুলি প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আচার্য্য বসু মহাশয় বিলাত গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তিনি একবার এই সভায় বক্তৃতা করেন।

তাঁহার বক্তৃতা দিনের Friday Evening discourse সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir James Dewer. উদ্ভিদের যে আমাদের মত প্রাণ আছে, সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে এই সভার সম্মুখে তিনি সেদিন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। কোন গাছ লাজুক ও অলাজুক, কোন গাছ অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া দেয়, আর যখন মৃত্যু আসিয়া গাছকে পরাভূত করে তখন কি করিয়া হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়—এই সকল সাড়ার প্রণালী তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা সকলকে দেখাইয়াছেন। সকালবেলা উদ্ভিদেরা যে আমাদের মত অসাড় এবং দ্বিপ্রহরের গরমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ঝড় কিম্বা দৈব দুর্য্যোগের সময় মৌনভাব অবলম্বন করে—স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা দূর হয়—ক্লোরোফরমে ডুবাইয়া রাখিলে গাছের সংজ্ঞা লোপ পায়—গাছের এই সব যে স্বতঃস্পন্দন তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এই যন্ত্রের নাম তরুলিপি যন্ত্র। এই যন্ত্রের সুক্ষ্মতা ও আশ্চর্য্যরূপ প্রস্তুত পণালী দেখিয়া ইউরোপের অনেক বৈজ্ঞানিক প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই যে ইহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত।

তাঁহার লণ্ডনের আবাস "Maida vale" বৈজ্ঞানিকদিগের তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনৈতিক আর্থার ব্যালফুর তাঁহার গৃহে আসিয়া এই তরুলিপি যন্ত্রে উদ্ভিদের স্বতঃস্পন্দন প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতের বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Starling এবং Oliver স্বীকার করিয়াছেন যে আচার্য্য বসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি অনেক বৈজ্ঞানিক ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া উদ্ভিদ জগতের অনেক উপকার সাধিত করিবে। "Metaphysics of nature" পুস্তকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে এমন নূতন আবিষ্কার আর হয় নাই।

আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই; তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি পৃথিবীর সুধীবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ২৭শে জুন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়ানাতে গমন করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি Imperial Universityর সম্মুখে নিজের আবিষ্কারগুলি প্রমাণদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টার অধ্যাপক Rolisch আচার্য্য বসুকে ধন্যবাদ দিবার সময় বলিয়াছেন যে এই আবিষ্কারগুলির জন্য সমগ্র ইউরোপ ভারতবর্ষের নিকটে ঋণী। ভিয়েনার কয়েকজন বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ আচার্য্য বসুর এই নূতন তত্ত্বগুলি শিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

এতদিন পরে আচার্য্য বসু জড় ও জীবের মধ্যে ঐক্য সাধন করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষি বাক্য "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এতদিনে ইয়োরোপে প্রচারিত হইল। তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তায় বঙ্গজননী ধন্য হইলেন! তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনা সফলতা লাভ করুক ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। (ভারতী)

প্রাচীন জর্ম্মণজাতি।

(উদ্ধৃত)

উপক্রমণিকা।

ইংরাজ, আমেরিকান এবং জর্ম্মণ, এই তিনটী অতি প্রবল, উন্নত ও বর্দ্ধিষ্ণু জাতি প্রাচীন জর্ম্মণদিগের বংশধর। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা সভ্যতা, ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষতঃ আমাদিগের প্রভু ইংরেজদিগের, পূর্ব্বপুরুষগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন যে আমাদিগের বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, রাজবংশের চরিত্রালোচনায়, পারত্রিক না হইলেও, ঐহিক মঙ্গলের সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংরেজ ও তাঁহার জ্ঞাতিদিগের অভূতপূর্ব্ব ধনবল এবং জ্ঞানসম্পদ আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। যে সকল গুণ ও সামাজিক ব্যবস্থার ফলে তাঁহারা সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন, প্রাচীন জর্ম্মণদিগের মধ্যে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইংরেজ চরিত্রের দুইটী গুণ বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান, এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা। এই দুইটী গুণই জর্ম্মণদিগের মধ্যে পরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনকালে কোনও জাতির মধ্যেই স্ত্রীলোকের এত সম্মান ছিল না। ইহুদী, গ্রীক এবং রোমানদিগের মধ্যে নারীগণের অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। রমণীদিগেরও যে স্বাধীন অস্তিত্ব আছে, তাঁহাদিগের যে মন বলিয়া একটা জিনিষ আছে, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আছে, অত্যুন্নত গ্রীকগণও তাহা বুঝিতে পারে নাই। গ্রীস এবং রোমে স্ত্রীলোকের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ছিল না বলিলেই হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ স্ত্রী-জাতিকে কৃপা ও সহৃদয়তার চক্ষে দেখি-তেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কোনও কালে কোনও সামাজিক বা রাজনৈতিক অধি-কার প্রদান করেন নাই। তাঁহারা রক্ষণীয়া, পালনীয়া, মাননীয়া, কিন্তু স্বাধী-নতার যোগ্যা নহেন। (ক) এক জর্ম্মণ-

(ক) ইহা মনুসংহিতার কথা—
পিতা রক্ষতি কৌমারে,ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে,
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।
৯ম অধ্যায়।

মনুর সময়ে, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধিনী ধারণা নীচ ছিল, এবং তাঁহাদের বিষয়ে সামাজিক বিধিও অতিশয় কঠোর ছিল।

জাতির মধ্যে স্ত্রীলোককে পুরুষের অপেক্ষাও প্রভাবশালী দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপর ইংরেজদিগের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার অর্থ স্বাধীনতা-প্রিয়তা। একান্নবর্ত্তীপরিবারে অভ্যস্ত আমরা ইংরেজ-চরিত্রের এই গুণটীকে অনেক সময়ে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, এই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তাই ইংরেজকে এত বড় করিয়াছে। এই গুণটী জর্ম্মণদিগের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

নিম্নে জর্ম্মণদিগের যে বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে ইংরেজ-জীবনের অনেক আচার ব্যবহারের মূলসূত্র পাওয়া যাইবে। এক্ষণে একটু ঐতিহাসিক মুখবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে জর্ম্মণজাতির প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহাদিগের টিউটনী ও কিম্ব্রী নামক দুই শাখা জর্ম্মণী হইতে বাহির হইয়া রোমে ভয়ঙ্কর ত্রাসের সঞ্চার করে। ১০২ ও ১০১ খৃঃ পূঃ অব্দে মেরায়স্ নামক প্রসিদ্ধ রোমক সেনাপতি ইহাদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, অরিওভিষ্টাস নামক জর্ম্মণরাজের সহিত, রোমের অদ্বিতীয় পুরুষ জুলীয়স সীজরের যুদ্ধ হয়। এই সময়ে জর্ম্মণদিগের নাম শুনিতেই রোমীয় ভদ্র যুবকদিগের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হইত। সীজর স্বয়ং বলিতেছেন;—"গুপ্তচর ও বণিকগণ আসিয়া প্রচার করিল, জর্ম্মণগণের দৈত্যের ন্যায় বিশাল দেহ, তাহাদের সাহস অত্যদ্ভুত, সমরনিপুণতা অসাধারণ; এমন কি তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিতেও ভয় হয়। শুনিয়া সেনানায়কগণ অতিশয় আতঙ্কিত হইল। অনেকে আসিয়া বিশেষ প্রয়োজনচ্ছলে গৃহে যাইবার জন্য ছুটি চাহিল। যাহারা লজ্জায় যাইতে পারিল না, তাহারাও অন্তরের ভয় কিছুতেই গোপন করিতে পারিল না। এক এক সময়ে অশ্রুসংবরণ করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। নির্জ্জনে, বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইলেই তাহারা আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, এবং সম্মুখে বিপদ উপস্থিত দেখিয়া দুঃখ করিত। সকলেই চরম-লিপি প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই নবীন সৈনিক পুরুষদিগের বিষম ভয় দেখিয়া অভিজ্ঞ বহুদর্শী সৈন্যগণও ভীত হইয়া পড়িল।" (১)

পাঠক দেখিতেছেন, বর্গীর নাম শুনিলেই আমাদের দেশের শিশুগণ যেরূপ ভয় পাইত, জর্ম্মণদিগের নাম শুনিবামাত্র রোমানেরা প্রথমে সেইরূপ ত্রাসিত হইত।

ঐ অধ্যায় ১৫, ১৬, ১৭, ৮১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে বলা উচিত, বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত।

Dutt's Ancient India, Vol. I, p, IOI.

(১) Cæsar, De Bello Gallico I. 39

তাহা হইলেও এই যুদ্ধে সীজর পূর্ণ জয় লাভ করেন।

এই স্থলে একটী আনুষঙ্গিক কথা বলা যাইতেছে। মোগল সাম্রাজ্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে সম্বন্ধ, রোমক সাম্রাজ্যের সহিত জর্ম্মণদিগের সম্বন্ধ অনেকটা তাহার অনুরূপ। সকলেই জানেন মোগল সম্রাটগণ মারাঠাদিগকে জয় করিবার জন্য অনেক অর্থ ও সেনা ধ্বংস করেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হন; কিন্তু অবশেষে এই মারাঠারাই মোগলসাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া তদুপরি আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করে। রোমক সম্রাটগণও জর্ম্মণী জয় করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেন। অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাম্রাজ্য পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire) (২) নামে বিদ্যমান ছিল। এই নেপোলিয়নের দৌরাত্ম্যে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

জুলীয়স্ সীজরের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম রোমক সম্রাট অগষ্টস সীজর, জর্ম্মণদিগকে বশীভূত করিবার জন্য অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করেন। টাইবেরিয়াস ড্রুসাস, জারমানিকাস্, কিয়ৎ-পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ড্রুসাসের সাময়িক কৃতকার্য্যতায় রোমানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিল। (৩) ইহার পর, ৬ খ্রীষ্টাব্দে, ভেরাস্ জর্ম্মণী জয় করিতে প্রেরিত হন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য জর্ম্মণদিগের হস্তে নিহত হয়. তিনি মনোবেদনায় আত্মহত্যা করেন।

রোমকগণ, সমগ্র জর্ম্মণী জয় করিতে অসমর্থ হইলেও নানারূপে জর্ম্মণীতে প্রভূত প্রভুত্ব লাভ করে; এবং ধীরে ধীরে রোমক সভ্যতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জর্ম্মণদিগের জীবনকে বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। আর একটি কথা বলিয়া এই উপক্রমণিকার উপসংহার করিতেছি। ট্যাসিটস্ ভিন্ন অপর কোনও প্রাচীন লেখক জর্ম্মণজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। (৪) এই সুবিখ্যাত রোমক-ইতিহাস-লেখক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ঘটনার কারণ নির্ণয়ে, এবং মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ইঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইঁহার "জার্ম্মণীয়া" নামক পুস্তক অবলম্বন করিয়া প্রাচীন জর্ম্মণজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল। এই বিবরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জর্ম্মণগণ অপেক্ষাকৃত

(২) The Holy Roman Empire অনেকটা German Silverএর মত। ভলটেয়ার বলেন, "It was neither holy nor Roman"—(quoted by Dyer, History of Modern Europe).

(৩) Vide Horace, Odes IV, 4.

(৪) জুলীয়স্ সীজর স্বীয় যুদ্ধ কাহিনীতে জর্ম্মণদিগের বিষয়ে স্থানে স্থানে মূল্যবান তত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, আবশ্যক মত তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

বর্ব্বর-জীবন যাপন করিত। ... ...
... ...।

জর্ম্মণী (GERMANIA)

১। পশ্চিমে রাইন নদী, দক্ষিণে ডানিয়ুব, পূর্ব্বে কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতশ্রেণী এবং উত্তরে জর্ম্মণ-মহাসাগর ও বাল্টিক সাগর, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগের নাম জর্ম্মণী (৫)।

২। বোধ হয় জর্ম্মণগণ এই দেশের আদিম অধিবাসী, এবং ইহারা অন্যান্য জাতির সহিত অতি অল্প মিশ্রিত হইয়াছে। কারণ, অর্ণবপোত সহায়ে সীমাহীন মহা-সমুদ্র (৬) অতিক্রম না করিলে এদেশে যাইবার উপায় নাই। আর উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল, অপরিজ্ঞাত সমুদ্রে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, কে-ই বা এসিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা বা ইটালী পরিত্যাগ করিয়া জর্ম্মণীতে যাইতে চাহিবে? আদি নিবাস-ভূমি (Patria) না হইলে, কে-ই বা বনাকীর্ণ, কুদর্শন, কুজ্ঝটিকাবৃত দেশে, নিরানন্দ আকাশতলে দুখের জীবন যাপন করিতে যাইবে!

জর্ম্মণগণের পুরাগত সঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারা সকলে মেদিনী হইতে উদ্ভূত তুইস্তো (Tuisto) দেব ও তৎপুত্র মনুর (Mannus) (৭) সন্তান এবং তাঁহারা ইহাদের ব্যবস্থা-প্রণেতা। মনুর তিন পুত্র হইতে বিভিন্ন জর্ম্মণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। "জর্ম্মণ" (৮) নামটী আধুনিক; ইহা প্রথমে একটী শাখার নাম ছিল, ক্রমে সমস্ত জাতি এই নাম গ্রহণ করিয়াছে।

৩। শুনা যায়, হারকিউলিস্ এদেশে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। জর্ম্মণগণ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এই বীরাগ্রগণ্য মহা-পুরুষের বিষয়ক সঙ্গীত গান করে। ইহাদিগের মধ্যে আর একটী প্রথা আছে। সমরে যাইবার সময় সৈন্যগণ সাহস উদ্দী-পনের জন্য সমস্বরে সঙ্গীত করে, এবং ধ্বনির ক্রমানুসারে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে। ইহারা মনে করে, উদ্দীপনাপূর্ণ মহারব উত্থিত হইলে জয় নিশ্চিত। এজন্য, বিকট উচ্চধ্বনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মুখে ঢাল লাগাইয়া মহা কলরব সহকারে রণক্ষেত্রে ধাবিত হয়। (৯) এ গুলিকে সঙ্গীত না বলিয়া বীরত্ব উদ্দীপক কোলাহল বলিলেই ঠিক হয়।

---

(৫) রোমানগণ, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন এবং বাল্টিকসাগরের দ্বীপপুঞ্জকেও জর্ম্মণীর মধ্যে ধরিত।

(৬) উত্তর সাগর (The north Sea)

(৭) পাঠক দেখিতেছেন, ইহার মধ্যে আমাদের মনুর স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

(৮) পণ্ডিতগণের মতে 'জর্ম্মণ' অর্থ নিনাদকারী (One who shouts) Church & Brodribb's Germania.

(৯) গ্রীকগণও সমরে প্রবৃত্ত হইবার সময় রণদেবতার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হইত। গ্রীক-ভাষায় এই সঙ্গীতের নাম পীয়ান (Pæan) —Xenophon, Anabasis, I,

কেহ কেহ বলেন, প্রসিদ্ধ গ্রীককবীর ইয়ুলিসিস তাঁহার দীর্ঘকাল ব্যাপী ভ্রমণ সময়ে একবার জর্ম্মণীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

৪। বস্তুতঃ জর্ম্মণগণ একটি বিশুদ্ধ মৌলিক জাতি। অপর জাতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে মিলিত হয় নাই। এ জন্যই এই বহু বিস্তৃত জাতির মধ্যে সকলেরই অবয়ব ও গঠন প্রণালী একরূপ। ইহাদের চক্ষু নীলবর্ণ, দৃষ্টি কঠোর ও ভয়োৎপাদক, কেশ লোহিতাভ, দেহ বিশাল, সবল, যুদ্ধপটু; কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু নহে। ইহারা উত্তাপ ও পিপাসা মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু শীত ও ক্ষুধা সহিতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত।

৫। জর্ম্মণীর অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ, অথবা জলমগ্ন, সুতরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আর্দ্র। এদেশের ভূমি যথেষ্ট উর্ব্বরা, কিন্তু ফলবান তরুর সংখ্যা অল্প। গো, অশ্ব প্রচুর; তবে অশ্বগুলি অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়; গাভীগুলিও সুদৃশ্য শৃঙ্গবিশিষ্ট নহে। কিন্তু এইগুলিই জর্ম্মণগণের ধন। কারণ বলিতে পারি না, দেবতাগণ সদয় অথবা নির্দ্দয় হইয়া এই দেশকে রৌপ্য ও সুবর্ণে বঞ্চিত করিয়াছেন। এমত বলিতেছি না যে, এই দুই ধাতু এদেশে মোটেই উৎপন্ন হয় না; হইলেও, জর্ম্মণগণ উহাদের সঞ্চয় অথবা ব্যবহারে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করে না। তবে কখন কখনও রৌপ্যপাত্র এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। (মনে রাখিতে হইবে, ইহা রোমানদিগের সহিত বাণিজ্যের ফল।)

৬। জর্ম্মণদিগের অস্ত্র শস্ত্র হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে, জর্ম্মণীতে লৌহও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। অল্পলোকেই তরবারি ব্যবহার করে; অধিকাংশের অস্ত্র শেল (lancea)। অনেকে তীক্ষ্ণাগ্র লৌহমুখ বর্শা ব্যবহার করে, এবং ইহার সাহায্যে দূর হইতে অথবা নিকটে যেরূপ ইচ্ছা, যুদ্ধ করিতে পারে। অশ্বারোহিগণ ঢাল ও শেলেই সন্তুষ্ট। পদাতিকগণ অনাবৃত দেহে, অথবা সামান্য পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া যুদ্ধে গমন করে ও বহুদূর হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করে। যুদ্ধসজ্জার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই; কেবল ঢালগুলি অভিমত রঙ্গে রঞ্জিত হয়। অত্যল্পসংখ্য যোদ্ধা বর্ম্ম পরিধান করে; কচিৎ দুই এক জনের শিরস্ত্রাণ আছে। অশ্বগুলি সুগঠন, বেগবান কিংবা সুশিক্ষিত নহে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পদাতিকগণই জর্ম্মণদিগের প্রধান বল। ইহারা এত দ্রুত গমনপটু যে অশ্বারোহিগণের সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসে যুদ্ধ করে (১০)। সমস্ত যুবকদিগের

---

(১০) জুলীয়স সীজর বলেন:—"জর্ম্মণদিগের যুদ্ধপ্রণালী এইরূপ। ইহাদিগের যে ৬ সহস্র অশ্বারোহী আছে, তাহাদিগের সঙ্গী ও সহায় স্বরূপ আবার অতি দ্রুতপদ ও সাহসী ৬ সহস্র পদাতিক রহিয়াছে। এই সেনাদলের প্রত্যেকে এক এক জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক সমস্ত সৈন্যদিগের মধ্য হইতে বিশেষ ভাবে

মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর সৈন্য সংগৃহীত হয়। পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্যে কিয়ৎকালের জন্য পশ্চাৎপদ হওয়া জর্ম্মণদিগের মতে ভীরুতার লক্ষণ নয়; বরং ইহাতে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল প্রকাশ পায়। ইহারা জয় অনিশ্চিত হইলে, স্বপক্ষীয় হতব্যক্তিগণের দেহ লইয়া প্রস্থান করে। ঢাল ফেলিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়নের মত নিন্দনীয় কর্ম্ম আর নাই। এরূপ কলঙ্কিতজনের, পূজাস্থলে অথবা স্বজনসভায় উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। অনেকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় দুষ্কৃতির পরিসমাপ্তি করে।

৭। ইহারা বংশমর্য্যাদা অনুসারে রাজা মনোনয়ন করে, এবং যিনি বীরত্বে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করে। রাজা যথেচ্ছাচারী নহেন, কারণ তাঁহার ক্ষমতা অসীম নয়। সেনাপতি পদগৌরবের দ্বারা শাসন করিতে পারেন না। সমরে নিপুণ, বিপদে অগ্রগণ্য, সম্মুখযুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী—এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে তাঁহার শাসনদণ্ড অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হয়। সেনাপতি কাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না; শৃঙ্খলাবদ্ধ বা প্রহার করিবার ক্ষমতাও তাঁহার নাই। কেবল পুরোহিতগণের এই সকল দণ্ড দিবার অধিকার আছে। তাহার কারণ এই যে, জর্ম্মণগণ মনে করে, দেবতাগণ যুদ্ধে উপস্থিত থাকেন, সুতরাং ধর্ম্মাচার্য্যগণ দণ্ড দিলে তাহাতে বাস্তবিক সেনাপতির না হইয়া, দেবতাদিগের আদেশ পালন করা হইল। ইহারা নানারূপ দেবমূর্ত্তি (অর্থাৎ ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতির প্রতিরূপ) লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে; শান্তির সময়ে এই সকল মূর্ত্তি বনে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাদিগের মধ্যে সাহস উদ্দীপনের এই এক সঙ্কেত দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা জ্ঞাতি কুটুম্ব নিয়া এক এক দল গঠন করে, বিভিন্ন বংশের লোক এক দলে যুদ্ধ করে না; আর যুদ্ধের সময় স্ত্রী পুত্রদিগকে এত নিকটে স্থাপন করে যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের কলনাদ ও ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। রমণীগণের উৎসাহসূচক ধ্বনি ইহাদিগের বীরত্বের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ও অতুলনীয় যশোগাথা। ইহারা আহত হইয়া মাতা ও ভার্য্যাসমীপে গমন করে। তাঁহারাও আহত স্থানের গণনায় বা পরীক্ষায় ভীত না হইয়া, আহার্য্য দানে ও ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া

নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহারা অশ্বারোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করে, কোনও দুরূহ কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎসম্পাদনের জন্য ধাবিত হয়. কেহ গুরুতররূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলে, তাহাকে আবেষ্টন করিয়া শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে। ইহারা পদদ্বয়ের ব্যবহারে এরূপ দক্ষ যে, দূরতর স্থানে ত্বরায় উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইলে, ঘোটকের স্কন্ধস্থ কেশ অবলম্বন করিয়া অশ্বারোহীদিগের সহিত সমবেগে ধাবমান হয়।”

—De Bello Gallico I. 48.

রণোন্মত্ত প্রিয়জনকে সংগ্রামে প্রেরণ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

য়ুরোপের ভয়ানক যুদ্ধ আজকাল আমাদের দেশের সকল নরনারীর মন ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এরূপ ব্যস্ততাই আমাদের নিকট এক প্রকার নূতন অবস্থা; কিন্তু এই যুদ্ধে য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশের নরনারীর কি ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমরা ভাবিয়া কূল পাই না। যে সকল স্থানে যুদ্ধ হইতেছে সে সকল গ্রাম ও নগরে যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে—মানুষের গৃহ বিত্ত অন্ন বস্ত্র আত্মীয় বন্ধু সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে মুহূর্ত্তের সংবাদে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে, অথবা গুলি লাগিয়া প্রাণ পলায়ন করিতেছে—ইহাতে যে সাধারণ গৃহস্থগণের বিশেষ স্ত্রীলোক বালক ও বৃদ্ধগণের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সকলেই জানেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধে কখন কি ঘটনা হইতেছে তাহা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় নয়। তাঁহারা বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন, আমরা সকলেই সেই পর্য্যন্ত সংবাদ পাই। তবে মনে হয় প্রধান প্রধান সংবাদ ক্রমে আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে। অনেকে মনে সন্দেহ করেন যে ভুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়। আমাদের বিশ্বাস যে রাজমন্ত্রিগণ আপন পক্ষের কোন সাময়িক পরাজয়ের সংবাদ তখন তখন সকলকে বলিলে লোকের মধ্যে একটা ভীতি উপস্থিত হইবে মনে করিয়া যখন তখন বড় সংবাদ প্রকাশ করেন না, কিন্তু যে সকল সংবাদ প্রকাশ করেন তাহা মূলত সত্য।

গত মাসের "মহিলা"তে যুদ্ধের সংবাদ কিছু প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার পরে যে সকল অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আমাদিগের পাঠকপাঠিকাগণকে জানাইতে চেষ্টা করিব। জর্ম্মণীর পূর্ব্বভাগ প্রুশিয়া প্রদেশের পূর্ব্বে রুশিয়া রাজ্য। রুশিয়া প্রুশিয়াতে যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে দক্ষিণ দিকে যাইয়া অষ্ট্রিয়া রাজ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। এদিকে সার্ভিয়াও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সাহায্যের জন্য জর্ম্মণীর সৈন্য গিয়াছিল, কিন্তু কিছু করিতে পারে নাই। রুশিয়া দু একটা যুদ্ধে হারিয়াও যুদ্ধ করিতে করিতে অষ্ট্রিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। হয়ত অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগর অভিমুখে গমন করিতেছে। রুশিয়া যেরূপ ভাবে প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়াতে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে মনে হয় জর্ম্মণীর সৈন্য পশ্চিম সীমার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে ফিরাইয়া না আনিলে অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণী দেশ রক্ষা করিতে পারিবে না।

জর্ম্মণী প্রথম উদ্যমে লীজ্‌ অধিকার করিয়া ব্রুশেলস্‌ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বেলজিয়ামের সাহসী অধিবাসিগণের উৎসাহ ও বীরত্বের কিছু খর্ব্বতা দেখা যায় না। তাহারা নূতন উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। জর্ম্মণী পুনরায় সৈন্য পাঠাইতেছেন, কিন্তু বেলজিয়ানগণের সঙ্গে তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছে না। আজকাল যুদ্ধের যে সংবাদ প্রকাশ হইতেছে তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর সীমাতেই এখন যুদ্ধ বিশেষভাবে চলিতেছে। লোরেনভস্‌জেস্‌ অঞ্চলে এইস্‌ন নদীর নিকটে যে যুদ্ধ এখন চলিতেছে তাহাতেই উভয় পক্ষের সৈন্যদল বিশেষভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৫।৬ দিন ক্রমাগত যুদ্ধ হইয়াও কোন পক্ষ জয়লাভ করিতে পারে নাই। তবে মনে হয় ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিলিত সৈন্যশ্রেণী কোন কোন স্থানে একটু অগ্রসর হইতে পারিয়াছে এবং জর্ম্মণীর সৈন্যদল একটু পশ্চাৎপদ হইতেছে; কিন্তু ইহাতে এই যুদ্ধের শেষ ফল কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছে না। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধের ফল এই মহা অভিযানের ফল একরূপ নির্দ্দেশ করিবে।

য়ুরোপে যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহাতে নানা দেশে মহা দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাদের এদেশেও নানাপ্রকারে অভাব ও কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম আরবসাগরে জর্ম্মানীর যুদ্ধজাহাজ আসিয়া মহাজনীজাহাজ আক্রমণ ও লুট করিয়া জাহাজখানা ডুবাইয়া দিয়াছে। আজ কয়দিন হইল সংবাদ আসিয়াছে যে, বঙ্গসাগরেও জর্ম্মনীর যুদ্ধজাহাজ আসিয়া সেইরূপ আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছে। জর্ম্মনীর যুদ্ধজাহাজ "এম্‌ডেন" বঙ্গসাগরে পুরীর নিকটে পাঁচখানি মালবোঝাই জাহাজ ধরিয়া তাহা হইতে যাহা যাহা লুঠ করিবার যোগ্য তাহা লুঠ করিয়াছে। কয়লা, পানীয় জল, তৈল প্রভৃতি তুলিয়া লইয়াছে ও জাহাজগুলি বোমা ও কামানের গুলি দ্বারা ডুবাইয়া দিয়াছে। যাঁহারা জাহাজের মূল্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা বলেন যে, এই পাঁচখানি জাহাজে দেড় কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। "এম্‌ডেন" জাহাজ পাঁচ খানি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে, কিন্তু কোন মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই। জাহাজের কাপ্তান ও নাবিক সকলকে অন্য জাহাজে চড়াইয়া কলিকাতাতে পৌছিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে যুদ্ধের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার মধ্যে এই সকল ভদ্রব্যবহার অত্যন্ত সুখের বিষয়। এত বড় উচ্চ জাতি এত বিজ্ঞানে উন্নত, দর্শন বিজ্ঞানে অদ্বিতীয়, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু মধ্যে সহৃদয়তার কার্য্য করিয়া আপনাদিগের আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে। পুনরায় সংবাদ আসিয়াছে, "এম্‌ডেন" রণতরী আর এক খানি ইংরাজ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

আমরা শুনিতে পাই ইংরাজ রণতরী "এম্‌ডেনের" অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে হয়তো বঙ্গসাগরে একটি নৌযুদ্ধ হইবে। এখন বিলাত হইতে রণতরী আসিয়া ভারতের সমুদ্রতীর রক্ষা না করিলে ভারতের প্রজাপুঞ্জের মহা ভীতিসঞ্চার হইবে।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।"

২০শ ভাগ]　　আশ্বিন ১৩২১।　　[৩য় সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সবিনয় নিবেদন,

ভগবানের বিধানে নারীজীবনের আদর্শ ও সমাজে নারীর স্থান নবতর ভাবে দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মহিলাগণের সেবার জন্য আমাদের "মহিলা" প্রকাশিত হয়। এ কার্য্যে সকল সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও নারীকুলহিতৈষী মহাশয় ও মহিলাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা ভিক্ষা করি। যাঁহাদিগের নিকট "মহিলা" প্রেরিত হয়, তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহার মূল্য যথাসময়ে পাঠাইলে একান্ত অনুগৃহীত হইব। যাঁহারা এ কৃপা প্রদর্শন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাখানি ফেরত দিবেন ; আমাদিগকে যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

বিনীত নিবেদক

শ্রী ব্রজগোপাল নিয়োগী।

সম্পাদক

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২০শ ভাগ] আশ্বিন ১৩২১। [৩য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পরম দেবতা, তোমার ইচ্ছা আমাদিগের জীবন এবং তোমার ইচ্ছা পালন করা আমাদিগের জীবনের কার্য্য, এই সত্য তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানিতে দিয়াছ। এখন তোমার নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, আমরা যেন তোমার ইচ্ছা বা আমাদের সম্পর্কে তোমার আদেশ বুঝিতে পারি এবং তাহা পালন করিতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি যেমন সকল নরনারীকে প্রতিক্ষণ জীবন দান করিতেছ, তেমনই জীবনের কিরূপ ব্যবহার হইবে তাহাও আদেশ করিতেছ; কিন্তু আমরা নানারূপ চিন্তা ও কল্পনা লইয়া ব্যস্ত হইয়া থাকি, তোমার আদেশ শুনিতে পাই না, তাহাতেই এত ভয় ভাবনা ও দুঃখ বিপদে পতিত হই। তুমি কোন দিন আমাদিগকে ত্যাগ কর নাই তাহা যেমন নিশ্চয়, আমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইতে কখনও ক্লান্ত হও নাই, তাহাও ঠিক তেমনই নিশ্চয়। কিন্তু আমরা একরূপ বধির ও অন্ধ হইয়া সংসারে চলিতেছি। তোমার এই বাণীময় সংসারে আমরা বাণী শুনিতে পাইতেছি না এবং ইঙ্গিতপূর্ণ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে তোমার ইঙ্গিত দেখিতে পাইতেছি না। তোমার চরণে তাই প্রার্থনা করি, তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই পুরাতন রোগ উপশম করিয়া দেও। তোমার কন্যাগণকে সকল ভয় ভাবনা, সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভিতরে তোমার বাণী শ্রবণ করিতে শিক্ষা দেও। সকলের অন্তরের অন্তরে যে স্বর্গের সংবাদের তার সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহা মান্য করিয়া চলিলেই নিরাপদে চলা যায় এবং স্বর্গের দেবতার আদেশ অনুসারে না চলিলে যে জীবন বৃথা হয় শুধু তাহা নয়, জীবন দুঃখ দুর্দ্দশার আকর হয়, তাহা আমাদিগের সকলকে বুঝাইয়া

দেও। আশীর্ব্বাদ কর যে এখন হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে যেন আমরা সকলে তোমার আদেশ পালন করিয়া জীবনকে সফল ও সার্থক করিতে পারি।

ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

পূর্ব্বকালে লোকে বিশ্বাস করিত যে উচ্চধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ পিতা মাতা শ্বশুর শ্বশ্রূ স্বামী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী বা ভিক্ষুণী হইতে হয়। তখন যাহারা যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা লাভ করিতে গৃহ সংসার ত্যাগ করিতেন। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বাস অন্যরূপ। আমরা বিশ্বাস করি যে সংসার পরিবার ভগবানের দান ও সংসারের বিবিধ প্রকারের কর্ত্তব্য পালন করা ভগবানের ইচ্ছা। আমরা যদি শুনিতে পাই যে কোন নারী আপনার ক্রোড়স্থ শিশুকে ত্যাগ করিয়া অথবা কোন অবিবাহিতা নারী পিতা মাতাকে শোকানলে নিক্ষেপ করিয়া ধর্ম্মার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া জীবন শেষ করিয়াছে, অমনই বলিব যে সে অধর্ম্ম করিয়াছে—মহাপাপ করিয়াছে। যদি গৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র পরিবারের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা না করিয়া দিবা রাত্র ভগবানের পূজা উপাসনায় নিযুক্ত থাকে, তাহাকেও লোকে প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিবে না। যদি মাতা ক্রোড়স্থ শিশুর লালনপালন অবহেলা করিয়া সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকেও কেহ নির্দ্দোষ বলিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা হইয়াছে তাহা নয়, এখন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মান্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু বিকৃত ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে। পূর্ব্বে ধার্ম্মিক লোকের চরিত্রে যদি কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব থাকিত তাহা লোকে দেখিত না, এমন কি নীতি বিষয়ে কিছু শিথিলতা থাকিলেও তত দোষের হইত না, কিন্তু এখন লোকের দৃষ্টি অন্যরূপ হইয়াছে, এখন অগ্রে লোক কর্ম্ম দেখে, তারপর ধর্ম্ম দেখে। সকল পূজা, জপ, তপ, উপাসনা প্রভৃতির সঙ্গে যদি নীতির শিথিলতা থাকে, তবে তাহার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা কেবল সংসার করে, অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জন করে, আপনার পরিবারের প্রকৃত অভাব দূর করে, তারপর নানারূপ সুখ সুবিধা আরাম বিশ্রামের পূর্ণ ব্যবস্থা করে, তৎপর কল্পনার সাহায্যে অভাব প্রস্তুত করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করে, কিন্তু ধর্ম্মার্থ দান বা দীন দুঃখীর প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া দান করা এ সকল করে না, এরূপ লোকদিগকে কেহ কখনও ভাল ভাবে দেখে না। যে মানুষ কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, অন্যের জন্য কিছু করে না, সে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা একটু হীন জাতীয় লোক। ফলে যদি মানুষ দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে কখনও কিছু দান করে, তবেই যে সে শ্রেষ্ঠ জাতীয় মানুষ হইল

তাহাও বলা যায় না। কারণ মনুষ্য-স্বভাবের ভিতরে পরদুঃখকাতরতা এমন গভীররূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে তাহা সম্পূর্ণ দূর করিয়া দেওয়া মনুষ্য শক্তির একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। যে ব্যক্তি যত স্বার্থপর হউক না কেন, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া কখন কখনও তাহার হৃদয় বিগলিত হইবেই হইবে এবং আপনার বিলাস বা অর্থাসক্তি খর্ব্ব করিয়া তাহাকে দান করিতেই হইবে। এরূপ দানে কোন উচ্চ শক্তির বিকাশ প্রমাণ হয় না।

ধর্ম্মসাধন বিষয়েও তাহাই বলিতে হয়। যে সকল নরনারী আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া নিয়মমত পূজাদি করেন, এবং ধর্ম্মের বিধি অনুসারে নিজ নিজ জীবন ও পরিবার নিয়মিত ও পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের বিষয় বলা যায় যে তাঁহারা সংসারে ধর্ম্মসাধন করেন। অপর যাঁহারা বিশেষ শোকের দিনে অসহায় হইয়া ভগবানের নাম করেন, বা তাঁহার নাম যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকে আদর করেন, অথবা যাঁহারা বিশেষ আনন্দের দিনে অন্যের অনুকরণ করিয়া পূজাদি করেন, তাঁহাদের সেইরূপ ধর্ম্মাচরণকে সংসারে ধর্ম্মসাধন বলা যায় না। কারণ এরূপ ধর্ম্মাচরণ করা স্বভাব ও সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, ইহাতে ধর্ম্মের পরিচয় বিশেষ নাই। এরূপ স্থলে ধর্ম্মাচরণ করা সম্পূর্ণ অসারতা ও অবিশ্বাসের ভিতরেও হইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় দান করিলেই দাতা হয় না ও পূজাদি করিলেই ধার্ম্মিক হয় না। সংসারে ধর্ম্মসাধন একটি অতি উচ্চ জীবনের নিদর্শন। আমরা যে শ্রেণীর ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হয়ত কাহারও বুঝিতে বাকি নাই।

আমরা বলি যে যাঁহার অন্তরে যে ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস আছে তাহা জীবনে ও পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিতে যে যথাবিধি নিয়মিত চেষ্টা তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম। ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিতরে ব্যক্তিগত ভিন্নতা যাহাই থাকুক না কেন কোন ধর্ম্মই অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে বলে না, এবং কোন ধর্ম্মই স্বার্থপর হইয়া জীবনযাপন করিতে বলে না। অপর দিকে সকল ধর্ম্মই মঙ্গলময় গৃহ-দেবতার পূজা করিতে বলে ও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া শুদ্ধ জীবন যাপন করিতে বলে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে বর্ত্তমান যুগে মানুষের জ্ঞান বিশ্বাস আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থার ভিন্নতা ও অপর সকল প্রকার ভিন্নতার মধ্যে এই এক সার পথ দেখাইয়া দিতেছে যে, তোমার উপাস্য দেবতা তোমার নিকট উপস্থিত আছেন, তুমি তাহার পূজা কর, তাঁহাকে সংসারের সকল কার্য্যে পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ কর—তিনি তোমার সংসারের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন—দীন দুঃখীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে—দেশের মঙ্গলের জন্য কতটা আত্মব্যয় করিতে হইবে, আপনাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কত ব্যয় করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য

কতটা সঞ্চয় করিতে হইবে এসকলই সেই গৃহদেবতা বলিয়া দিবেন। যে সংসারে কোন পূজা নাই, দেবতার আগমন নাই, যেখানে মানুষের প্রবৃত্তি বাসনার পূজা, যেখানে নরনারীর শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা মাত্র হয়, তাহা যে শীঘ্রই নানারূপ দুষ্কার্য্য,ঘৃণা বিদ্বেষ প্রভৃতি নানারূপ সাঙ্ঘাতিক ব্যাপারের আলয় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নরনারী যত বিদ্যা বুদ্ধি, ধন জন লইয়া সংসার করিতে প্রবৃত্ত হউক না কেন, যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নির্ভর না থাকে—যদি পরিবারে ধর্ম্মভয়, পূজা, সাধুসেবা, দান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য না থাকে, তবে সে সংসার কখনও সুখের সংসার হইতে পারে না।

সকল কর্ম্মই সংসার লইয়া—যাহার সংসার আছে তাহাকে সকল কর্ম্মই করিতে হইবে। সেই কর্ম্ম করিতে হইলেই তাহার সঙ্গে ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে সকল সহজ মানুষের অন্তরেই সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আর ধর্ম্মের ভান করিয়া জগৎকে প্রতারিত করিবার সম্ভাবনা নাই অথবা আপনার জীবনে বা পরিবারেও সুখ শান্তি পাইবার কোন আশা নাই। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এখন সকলকে একত্র গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিজ্ঞানের যুগে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কর্ম্ম বিজ্ঞানসঙ্গত হইবে।

গৃহের প্রভাব।

গৃহই প্রত্যেকের জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। এইখানে প্রত্যেকেই ভাল কিম্বা মন্দ শিক্ষার প্রথম স্বাদ পান। ছেলেবেলার শিক্ষা জীবনে চিরদিনের জন্য গ্রথিত হইয়া যায়। বাড়ীতেই লোকে প্রথমে মনের ভাব প্রকাশ করিতে শেখে, সেখানেই স্বভাবের গঠন আরম্ভ হয় এবং মানসিক বৃত্তির উন্মেষ হয়।

গৃহের সমষ্টিতে সমাজ। ছেলেবেলায় যে বীজ বপন করা হয় তাহাই সময়ে অঙ্কুরিত ও মিলিত হইয়া জনসাধারণের মত হইয়া প্রকাশ পায়। মাতারা কি শিশুপালন বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করেন না?

একজন কবি দুটী শিশুর জীবন আলোচনা করিয়াছেন; তাহাতে দেখাইয়াছেন যে একটী শিশুর ভাল কিম্বা মন্দ হওয়ার জন্য গৃহ এবং সমাজ কিরূপ দায়ী। দুই গৃহে দুটি শিশু জন্মগ্রহণ করিল। যখন এসেছিল তখন উভয়ের ভিতর কোন পার্থক্য ছিল না, উভয়েই অসহায় অবস্থায় শুভ্র ফুলের মত আসিয়া পড়িল; কিন্তু দুজনকে দুরকম করিয়া অভ্যর্থনা করা হইল। একজন পৃথিবীতে আসা পর্য্যন্ত গালাগাল ও অসৎসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পাইল না, অন্যটী কেবল ভালবাসা ও স্নেহের ভিতর পরিবর্দ্ধিত হইল। যখন প্রথমটী বড় হইল, তখন লোকে বদমাইস্ বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিল ও দ্বিতীয়টীকে ভাল ছেলে বলিয়া মাথায় করিয়া লইল। শেষে কবি প্রশ্ন করিতেছেন, তবু কি সমালোচনা করিবার অধিকার আমাদের আছে, শিশুর ভাল মন্দ হওয়ার জন্য

কি গৃহ ও সমাজকে ভগবানের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে না ?

নূতন শিশু আসিলে আমরা সকলেই আনন্দ করিয়া থাকি, কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে প্রত্যেকে আমরা নিজেদের দায়িত্ব কতটুকু স্মরণ করি ? এক সময় একজন মাতা তাঁর শিশুর চারি বৎসর বয়সকালে জনৈক ধর্ম্মপ্রচারককে তাঁর শিশুর শিক্ষা কবে আরম্ভ করিবেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "যদি আপনি এই চার বৎসর কিছু না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই চারি বৎসর হারাইয়াছেন, যখন হইতে শিশু হাঁসিতে আরম্ভ করে তখন হইতে মার শিক্ষা দিবার সুযোগ আরম্ভ হয়।"

শিক্ষা দেওয়া হোক বা না হোক, শিশু অজানিত ভাবে যাহা দেখে সেই সমস্ত কাজের নকল করে। কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বলিয়াছেন, ছেলেবেলায় শিশুর স্বভাব দেখিলেই বুঝা যায় সে বড় হইলে কি রকম লোক হইবে। কবি মিল্টনও এই একই কথা বলিয়াছেন, সকালে আকাশের গতিক দেখে যেমন বলা যায় দিনটী কি রকম হবে, সেই রকম বাল্যকালের স্বভাবে ভাবী চরিত্রের ভাবী মানুষের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিশু প্রথমে শুধু চাহিয়া থাকে, ক্রমশঃ দেখিতে, চিনিতে, পার্থক্য বুঝিতে এবং দেখা জিনিষ সমস্ত মনে রাখিতে আরম্ভ করে, আর এই সময় যদি ভালরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহার মানসিক শক্তির বিকাশ খুব শীঘ্রই হয়। লর্ড ব্রুহাম বলিয়াছেন যে দেড় ও আড়াই বৎসরের ভিতর শিশু পার্থিব বস্তুসম্বন্ধে নিজ ও অন্যের শক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জ্জন করে সে জ্ঞানের মূল্য বাকী সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে অধিক। এই এক বৎসরের শিক্ষাকে, পরের শিক্ষা যতই ভাল ও উচ্চ হউক না কেন, কখনও মুছিয়া দিতে পারে না।

ছেলেবেলায় মন নরম কাদার মত থাকে। তাহাকে মনের মত করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া গড়া সহজ হয়, বাহির হইতে যে ছাপ দেওয়া হয় সেই ছাপই সহজে বসিয়া যায়। ছেলেবেলায় মন ঠিক আয়নার মত। বাল্যকালে যে প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে পরজীবনে তাহার ছবিই প্রকাশিত হয়।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন নিজে ভাল হইলে সঙ্গ কি করিতে পারে ? কিন্তু ছোট ছেলেদের পক্ষে এ কথা একেবারেই খাটে না। বড় বড় দার্শনিকদিগকেও যদি অসৎসঙ্গে ও নিত্য অসুবিধার ভিতর ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বভাবও কঠোর হইয়া যায়। ছোট ছেলেদের অসৎসঙ্গে ভয়ানক অপকার হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক।

বাড়ী—যেখানে ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠন হয়—ভাল মন্দ হওয়া বাড়ীর লোকদের, বিশেষভাবে গৃহের শাসনকর্ত্রী মেয়েদের উপর নির্ভর করে। যে গৃহে মিলিত ভাবে সুচারুরূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, যে গৃহস্থ ভালবাসায় প্রণোদিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন, সেই গৃহেই সুস্থ সন্তান আশা করা যায়।

তাহারা মাতা পিতার অনুকরণ করিতে করিতে তাঁহাদিগের মত সকলকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে শেখে। ভাল ছেলে মেয়ে তৈরী করিতে হইলে ভাল আদর্শ চাই এবং ছোট্ট ছেলে মেয়ের কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাদিগের মাতা।

অনেকে মনে করেন ভাল শিক্ষকের হাতে ছেলে মেয়ের ভার দিলেই বুঝি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। একজন বড় লেখক বলিয়াছেন যে, একটী উপযুক্ত মা যা করিতে পারেন, একশত জন শিক্ষক মিলিয়াও সেটুকু করিতে পারেন না।

বেশী কথা না বলিয়া কাজে করিয়া ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়। বড় বড় কথার কোন মূল্যই থাকে না. যদি উপদেশদাত্রী নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধে কাজ করেন; তাঁহার বাক্য তখন ছেলে মেয়ের কাছে পাগলের প্রলাপ মনে হয়। মা যদি অনবরতই পড়ার জন্য খিট্‌খিট্ করিতে থাকেন, অথচ নিজে সময় পাইলে ছেলেমেয়ে লইয়া পরনিন্দা ছাড়া আর কিছু না করেন, তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের মায়ের কথার উপর কতটা আস্থা স্থাপন হইতে পারে?

অনেক সময় দেখা গিয়াছে ছোট ছেলে মেয়েরাই গৃহ-বিবাদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কোথায় ছেলে মেয়ে বেড়াইতে গিয়াছে. সেখানে কোন কথা শুনিয়া আসিয়া বাড়ীতে মায়ের কাছে আসিয়া সহজ সরলভাবে সব বলিয়া ফেলিল; মা তাহা লইয়া ছেলে কি মেয়ের সামনেই খুব খানিকটা যা তা বলিলেন। আমরা যাঁরা বড় হয়েছি, মায়ের কি বোনের স্থান অধিকার করেছি, তাঁহাদের অন্যের প্রতি বিচার করবার সময় খুব সাবধান হওয়া উচিত নয় কি?

মনে হয় ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে অন্যের দোষ আলোচনা যত না হয় ততই মঙ্গল। অনেক সময় ছোট শিশুরা নিজ হইতেই এসে অনেক রকম নালিশ করিয়া থাকে; মা যদি তাহাতে উৎসাহ না দিয়া তাহার নিজের দোষ বুঝাইয়া দেন কিম্বা অন্যের দোষটা শুধরাইতে শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে গোল সহজেই মিটিয়া যায়। অপর পক্ষের দোষ থাকিলে তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া যদি বন্ধুভাবে অন্যায়টা বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে খুব ভাল হয় নাকি? যদি শিশু বুঝিতে পারে নালিশ করিলে সে তিরস্কার ছাড়া উৎসাহ পাইবে না, তাহা হইলে সে নিজ হইতেই নালিশ করা ছাড়িয়া দিবে।

অনেক সময় ছোট ছেলে মেয়ের কথা শুনিতে খুব ভাল লাগে বলিয়া তাহাদের দিয়া আমরা অনেক রকম কথা নকল করাইয়া লই, ইহা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। নিজেরা আমোদ ভোগ করিতে গিয়া তাহাদের "এচোঁড়ে পাকা করিয়া তুলি।" ইহাতে বলিবার উদ্দেশ্য এই নহে যে, ছেলেদের সঙ্গে কোন কথা বলা হইবে না, কিন্তু ছেলেদের সহিত ছেলেদের মত হইয়া মিশিলেই ভাল হয়। তাহাদেরও উপকার হয়, নিজেদেরও শক্ত মনটা নরম হইয়া যায়। ছেলেদের সহিত তাহাদের খেলার কথা, পড়ার কথা বলিলে তাহাদের খুব উৎসাহ হয়।

স্কুলে দিবার পর ছেলেমেয়ের ভারটা যেন ভাগাভাগি হইয়া যায়, সে অবস্থায় মার নিজের কর্ত্তব্য ভোলা উচিত নয়। যতদূর সম্ভব মা ও শিক্ষয়িত্রীর মিলিতভাবে কাজ করা উচিত। শিক্ষয়িত্রী যদি এক ভাবে চলিতে বলেন, মা যদি ঠিক তার বিপরীত দিকে চলিতে বলেন, সে অবস্থায় ক্ষুদ্র শিশু বিষম সমস্যায় পড়ে এবং এক জনকে ভক্তি ও অন্যকে অভক্তি করিতে শেখে। এ অবস্থায় মাতা শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে শিশুকে কিছু না বলিয়া যদি শিক্ষয়িত্রীর সহিত আড়ালে কথা বলিয়া গোল মিটাইয়া লয়েন তাহা হইলে হয়তো মঙ্গলও হইতে পারে।

অনেক সময় খুব ভাল মায়েরও খুব খারাপ ছেলে হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু মায়ের প্রভাব কিম্বা কারুর ভাল প্রভাব কি কখনও একবারে বৃথা যায়? অনেক সময় মার মৃত্যুর পর কিম্বা অনেক দিন পরে ছেলে মেয়ের সামনে মার শিক্ষা উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়ায় ও কুপথ হইতে সুপথে টেনে নিয়ে আসে, মার জীবনের ছবি আশীর্ব্বাদের মত হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুর জীবনে বাপের চেয়ে মার প্রভাব অনেক বেশী হয়। বড় হইলেও সকল দুঃখ বিপদের কথা ছেলে মেয়ে মার কাছে বলিয়া মন হাল্‌কা করিতে চায়। যেখানে সে বন্ধুত্ব পাওয়া যায় না, সেখানেই গৃহের প্রভাবও কমিয়া যায়।

এই গৃহই সুন্দর জীবন গঠন করে এবং এই গৃহই অনেক জীবনকে কত অসুখী করিয়া তোলে। মায়েদের ও দাসীদের কুশিক্ষা শিশুজীবনে কত বিষবীজ বপন করে তাহার কি ইয়ত্তা আছে?

আত্মসংযম-বিজ্ঞান।

আমরা বৈজ্ঞানিক যুগের লোক, বর্ত্তমান সময়ে কত সহস্র লোক জ্ঞানের উচ্চসোপান আবিষ্কার করিবার জন্য কত চিন্তা, আলোচনা কতই না অনুসন্ধান করিতেছেন। আমাদিগের পাঠাগার সমূহ বিজ্ঞানের পুস্তকে পরিপূর্ণ। আমাদিগের দেশ, নগর, পল্লীগ্রাম ও গৃহে সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানের অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে এবং আমাদিগের শ্রম লাঘব করিয়া বিজ্ঞান নিত্য কত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছে।

এই সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্বন্ধে আমাদিগের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিলেও, এই উন্নতির যুগে বিজ্ঞানের একটী বিশেষ শাখা অপূর্ণ রহিয়াছে, যে বিজ্ঞান অন্য কোন বিজ্ঞান অপেক্ষা হীন নহে অধিকন্তু যাহার অভাবে অন্য সকলই স্বার্থের পরিচায়ক এবং মানুষের বিশ্বাসের পথে সহায়। উহা আত্মসংযম-বিজ্ঞান।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বাহ্য-প্রকৃতি ও শক্তির তত্ত্বানুসন্ধান করেন এবং উহা আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিকেরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ও শক্তির তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যে কত মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য আজিও তাঁহারা দেবতা

বলিয়া পূজিত। পৃথিবীর ধর্ম্মানুষ্ঠান সমূহ তাঁহাদেরই ধর্ম্মসাধনের সুমহৎ ফল।

প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জ অদ্ভুত হইলেও যাহা মানবাত্মাকে ধারণ করিয়া আছে, যাহা জীবনীশক্তিকে চালিত করিতেছে— সেই নিপুণ শক্তি হইতে বহুল পরিমাণে হীন। সেইজন্য ভাব, বাসনা, ইচ্ছা ও বুদ্ধির প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করিতে হইলে, বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে হইলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় লক্ষ্যের মূল অনুধাবন করিতে হয়, সাধারণ বিজ্ঞানের ন্যায় আধ্যাত্ম বিজ্ঞানেও শিক্ষার সোপান আছে। যে পরিমাণে আত্মসংযম আয়ত্ত করা যায় সেই পরিমাণে মানুষ জ্ঞানে, প্রভাবে ও আত্মপরিচয়ে বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়। যিনি বাহ্যপ্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে বুঝিতে পারেন এবং ক্ষমতাধীনে আনিতে পারেন তিনি প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক, এবং যিনি অন্তর্জগতের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ নিজ ক্ষমতাধীনে আনিতে পারেন তিনি আধ্যাত্ম বৈজ্ঞানিক।

বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে যে সকল নিয়মের অধীন হইতে হয় আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভের জন্যও সেই সকল নিয়মসূত্রের আবশ্যক। মানুষ কখনও কয়েক দিন মাস বা বৎসরের মধ্যে একজন বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না, কিন্তু যখন বহুবৎসর কষ্টস্বীকার, অন্বেষণ ও আলোচনার পর এই বিষয়ে ক্ষমতা ও জ্ঞান জন্মে তখনই সে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। সেইরূপ আত্মসংযম লাভ করিতে হইলে যে সকল শান্তিপ্রসারিণী বুদ্ধি ও সদ্‌গুণ আয়ত্ত করা আবশ্যক তাহাও বহুবৎসরের ধৈর্য্য ও যত্নসাপেক্ষ, অধিকন্তু এই পরিশ্রম নীরব ও অদৃশ্য বলিয়া আরও কষ্টসাপেক্ষ, কেননা ইহাকে অপরে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতে পারে না; সুতরাং যিনি এই বিজ্ঞানে কৃতিত্ব লাভ করেন, তাঁহাকে এ পথে একাকী চলিতে হয় এবং বাহ্য পুরস্কার সম্বন্ধে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিককে নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয়ের অনুশীলন করিতে হয়ঃ—

১ম, পর্য্যবেক্ষণ—প্রকৃতির কার্য্যতত্ত্ব নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করা।

২য়, পরীক্ষা—প্রকৃতির কার্য্যতত্ত্বের সহিত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্বন্ধ অনুসন্ধান।

৩য়, শ্রেণীবিভাগ—পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা সংগৃহীত তত্ত্বের সত্যনির্দ্ধারণ করিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত নিয়মসূত্র ও মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য শ্রেণীবিভক্ত করা।

৪র্থ, সিদ্ধান্ত—প্রকাশিত তত্ত্বের ফলাফল হইতে কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় কার্য্যপ্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া জড়জগতের প্রচ্ছন্ন নিয়মগুলির আবিষ্কার।

৫ম, জ্ঞান—প্রকৃতিতত্ত্বের কতকগুলি প্রণালী প্রমাণিত ও নির্দ্ধারিত দেখিয়া বলা যায় যে যিনি প্রকৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহাতেই যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয় না, মানুষ নিজ হৃদয়ে মধ্যে আবদ্ধ

রাখিবার জন্য জ্ঞান শিক্ষা করে না, ব্যবহার ও কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই প্রকারে বৈজ্ঞানিক আপনার জ্ঞানের সুফল দ্বারা জগতের উপকার সাধন করেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফল এই উপায়ে নিঃস্বার্থভাবে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করে।

উপরোক্ত পাঁচটী প্রণালী নিয়মিতরূপে অনুসরণ করিলে বুঝা যায় যে, ইহার কোন একটী বিষয় ছাড়িয়া কেহ বৈজ্ঞানিক হইতে পারেন না, পর্য্যালোচনা ব্যতীত প্রকৃতির জটিল রহস্য কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ জ্ঞান-অন্বেষণার্থীর নিকট ইহা পুঞ্জীকৃত বিষয় বলিয়া মনে হয়, একের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ হয় এবং জটিল মনে হয়, কিন্তু ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে এই পাঁচটী বিষয়ের আলোচনা করিলে তিনি বুঝিবেন যে প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃতি, মূল ও শৃঙ্খলা কেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একে অপরের সহিত এক অখণ্ড নিয়মে জড়িত রহিয়াছে এবং তখনই সকল অজ্ঞানতা ও জটিলতা দূর হইয়া যাইবে।

এই প্রণালী অনুসারে আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিককেও কার্য্য করিতে হয়। তাঁহাকেও আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম লাভের জন্য ত্যাগ ও নিষ্ঠার সহিত পাঁচটী বিষয়ের অনুশীলন করিতে হয়। এ সম্বন্ধে প্রণালী পৃথক্ হইলেও উপায় একই, অর্থাৎ হৃদয়কে বাহ্য বস্তুতে স্থাপিত না করিয়া অন্তরাত্মার উপরই স্থাপিত করিতে হয় এবং অপর হৃদয়ে অনুসন্ধান না করিয়া আত্মহৃদয়েই অনুসন্ধান করিতে হয়।

প্রথমতঃ এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অন্বেষণকারীকে, নিজ অস্তিত্ব-পরিচায়ক, সকল কার্য্যের মূল এবং জীবনের নিয়ামক বহুবিধ বিশ্বাস, ধারণা, বাসনা, কামনা, ইচ্ছা রুচি ও বুদ্ধির সম্মুখীন হইতে হয়। এই অদৃশ্য অথচ ক্ষমতাশালী শক্তিসমূহকে অত্যন্ত জটিল বলিয়া ঠেকে, এবং কতকগুলি ভাবকে নিতান্ত পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়. নিজ হৃদয় ও জীবনের সহিত অন্যান্য হৃদয় ও জীবনের কোন সম্পর্ক অনুভূত হয় না, তিনি এমন নিরাশা ও চিন্তায় জড়িত হইয়া পড়েন যে তাহা হইতে আর মুক্তিলাভেরও উপায় থাকে না। এইরূপে নিজ অজ্ঞতার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন, কেন না প্রাকৃতিক কি আধ্যাত্মিক কোন বিষয়েই জ্ঞানলাভ করিতে গিয়া কেহ যদি মনে করেন যে ঐ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তাহা হইলে কোন জ্ঞানই শিক্ষা করা হয় না। নিজ অজ্ঞতা সম্যক্ বুঝিতে না পারিলে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রবল হয় না। এইরূপে আত্মসংযম-শিক্ষার্থী নিম্নলিখিত পাঁচটী বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন।

১ম, অন্তর্দর্শন—মানস চক্ষুকে মানসিক ভাবসমূহের উপর স্থাপিত করিয়া মনের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ও চঞ্চল ভাব চিন্তাকে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

দেখা, সকল প্রকার অনিত্য বাসনা ও স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া আত্মচরিত্র বুঝিবার প্রয়াসই আত্ম-সংযমের আরম্ভ। এ পর্য্যন্ত যিনি অন্ধ-ভাবে চরিত্রের প্রভাবে চালিত হইতে-ছিলেন, সামান্য জীবের ন্যায় অবস্থার দাস ছিলেন, এখন আত্মসংযমের বলে তিনি মানসিক সকল প্রকার আবেগ দমন করিতে শিখিবেন।

২য়, আত্মপরীক্ষা—মানসিক অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার পর প্রত্যেক ভাবকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া মনের সুতীক্ষ্ণ কার্য্যকলাপ গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে মন্দভাব ও শুভভাব প্রণোদিত প্রবৃত্তিসমূহকে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারা যাইবে। এইরূপে পরীক্ষা ও প্রমাণের দ্বারা শিক্ষার্থী নিজে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইবেন।

৩য়, আত্মবোধ—আত্মবোধের দ্বারা এই স্বর্গীয় বিষয়ের শিক্ষার্থী মর্ম্মের গূঢ়তম প্রবৃত্তিগুলিকে পরিষ্কাররূপে নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইবেন। আত্মপরীক্ষা দ্বারা হৃদয়ের কোনও অংশ অপরীক্ষিত নাই, হৃদয়ের প্রত্যেক সাধু ও অসাধু ভাব তিনি চিনিয়া লইয়াছেন। আত্মবোধের দ্বারা অপরে যে চক্ষে আমাদের দেখে সেই চক্ষে আমরা নিজেদের দেখিতে পাই, কিন্তু আত্মসংযম-শিক্ষার্থী আরও গভীরতম দৃষ্টিতে আত্মরূপ দেখিতে পান—তিনি নিজে যাহা তাহাই স্পষ্টরূপে দেখিতে পান। এইরূপে অন্তরাত্মার সম্মুখীন হইয়া আত্মদোষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া বা শ্রুতিমধুর বাক্যে আত্মবিস্মৃত না হইয়া নিজ ক্ষমতা যথাযথ ভাবে উপ-লব্ধি করিতে পারেন এবং আত্মপ্রশংসার কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লয়েন; তাঁহার নিকট আর কিছুই জটিল বলিয়া মনে হয় না, কেন না চিন্তা-ক্ষেত্রে যে নিয়ম কার্য্য করে সেই অখণ্ড নিয়মের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন এবং সেই অখণ্ড নিয়মে নিজ অন্তরাত্মাকে বাঁধিতে চাহেন। এইরূপে কৃষকের শস্যবপন-প্রণালী অনু-যায়ী আত্মসংযম-শিক্ষার্থীকে পুণ্যময় কার্য্যের বীজ বপন করিবার জন্য নিজ হৃদয়ভূমিকে পরিষ্কার ও পবিত্র করিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে সেই হৃদয় হইতে সুশাসিত ও পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারেন।

৪র্থ, পবিত্রতা—যে চিন্তাপ্রণালী হৃদয়-মধ্যে নানাপ্রকার অভাব দুঃখ, সুখ, কষ্ট, আরাম, শান্তি, অশান্তি ইত্যাদি কল্পনা করিতেছে, আত্মসংযম-শিক্ষার্থী এখন দেখিতে পাইলেন যে, জড়জগতের মাধ্যা-কর্ষণ শক্তির ন্যায় ঐ প্রণালীর সহিত আরও একটী উচ্চতম নিয়ম সূত্র জড়িত আছে, যাহা অন্তর্জগতে শ্রেষ্ঠ এবং যাহার অধীনে সকল চিন্তা ও কার্য্য ন্যায়পথে রক্ষিত ও নির্ব্বাহিত হইতেছে; উহা পবিত্রতা। এখন তিনি পবিত্রতার অধীন হইলেন, তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য এখন অন্ধভাবে পরিচালিত না হইয়া সেই সর্ব্বগত নিয়মের আদেশে সংযতভাবে পরিচালিত, তিনি এখন আর নিজ ইচ্ছা

বা রুচি-সঙ্গত কার্য্য করেন না, কিন্তু যাহা ন্যায় ও কর্ত্তব্য তাহাই করেন।; তিনি এখন আর নিজ বাসনা বা অবস্থার দাস নহেন পরন্তু অবস্থা ও বাসনাকে জয় করিয়াছেন এবং সেই সকল অবস্থার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লয়েন। এইরূপে তাঁহার চরিত্র সংযমের অধীন হইলে তাহার চিন্তা ও কার্য্য ন্যায়পথ অতিক্রম করে না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না; এই পথে বহু কষ্ট, পরাজয় ও পরিবেদনা সহ্য করিয়া সকল পাপ, দুঃখ, সন্তাপ, জড়তা ও সংশয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি নিত্য সুখ ও শান্তিময় জীবন লাভ করেন।

৫ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান—চিন্তা ও কার্য্য সত্যপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আত্মসংযম-শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিলেন যে, এক স্বর্গীয় নিয়ম আছে যাহা অন্তর্জগৎ সংগঠন করিতেছে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় ভাবে মানবজীবনের ঘটনাসমূহকে এক অখণ্ড নিয়মে বাঁধিতেছে। এইরূপে শিক্ষার্থী নিজেকে আত্মসংযমের ভিতর আনিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করিলেন। তিনি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন যাহাতে বলা যায় যে তিনি কিছু বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছেন। আত্মসংযম-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়া তিনি অজ্ঞতার মধ্যে জ্ঞান ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, তিনি সেই পরমবিদ্যা পরমজ্ঞান লাভ করিলেন, যাহা দ্বারা নিজেকে তথা বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করিতে পারিলেন, যাহা দ্বারা নিজ জীবন তথা বিশ্বমানবের জীবন বুঝিতে পারিলেন; কারণ সমস্ত মনুষ্যহৃদয় একই সত্তা ও একই নিয়মে গঠিত এবং যে কোন মনুষ্যের দ্বারা সাধিত হউক, চিন্তা ও কার্য্যের ফলাফল ও গতি একই। কিন্তু এই শান্তিপ্রদায়িনী পরাবিদ্যা কেবল নিজে সম্ভোগ করিবার জন্য লাভ করা হয় নাই. যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইল এবং প্রকৃতির সফলতার পরিণতি বিফল হইল। যিনি নিজে সুখী হইবার জন্য এই জ্ঞানলাভ করিলেন মনে করেন তাঁহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। কেন না অর্জ্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহারই শিক্ষার সফলতার পরিচায়ক। • "We receive to give" এই মহামন্ত্র সাধনের দ্বারাই জীবনে মনুষ্যত্বের উচ্চতম বিকাশ সাধিত হয়।

যাহারা নিজ চরিত্র বিশুদ্ধ ও সংযত করিবার চেষ্টা করে নাই, তাহারা ভালমন্দ ও উচিত অনুচিত বিচার করিতে সক্ষম হয় না, কষ্টকর বিষয়ের চেষ্টা না করিয়া সুখকর বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হয়; তাহারা নিজেরাই দুঃখ সৃজন করে এবং বহু কষ্ট, পরীক্ষা ও বিবেকের শাসনে অবশেষে সত্যপথ ধরিতে সক্ষম হয়; কিন্তু আত্মসংযম-শিক্ষার্থী পূর্ব্বোক্ত ক্রমবিকাশের পাঁচটী উপায় অনুশীলন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি নীতিপথে থাকিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নিজ ইচ্ছা ও রুচির অনুসরণ না করিয়া উচিত অনুচিত বিচার করিয়া সত্য পথে চলিতে শিখিয়াছেন, সুখ ও দুঃখের চিন্তা না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন

করেন; বিবেকানুমোদিত জীবন যাপন করিয়া তাঁহাকে আর অনুতাপ করিতে হয় না। তিনি নিজ ইচ্ছাকে সেই পরম ইচ্ছার সহিত মিলিত করিয়া পাপ, দুঃখ, সন্তাপকে অতিক্রম করতঃ জীবনে সকল অমঙ্গলের অবসান এবং সেই পরমমঙ্গলকে বরণ করিয়াছেন। *

শ্রী আঃ।

জন হ্যালিফ্যাক্স।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দশম অধ্যায়।

"ফিনিয়স, শ্রীমতী টড একজন আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক।"

"কেন ডেবিড ?"

"ওঁর একঘর ছেলেমেয়ে, কিন্তু তবুও বাড়ীতে একটুও গোলমাল নাই, আর নিজেও কি রকম শান্ত। আশ্চর্য্য ধৈর্য্য! যাঁদের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে কারবার তাঁরা যে কি করে ধৈর্য্য রাখেন তাই আমার আশ্চর্য্য লাগে।"

"জন এ তোমার ভদ্রতা হচ্ছে না। এখনি, আধঘণ্টা আগে আমি তোমাকে শ্রীমতী টডের বড় ছেলেকে নিয়ে খেলতে ও হেঁসে গড়াগড়ি দিতে দেখলাম।"

"তাই নাকি ? ও ছেলেটী যাতে জানলার নীচে গিয়া গোলমাল না করে সেইজন্য ভুলিয়ে রাখছিলাম। হাঁ শ্রীমতী টডের আর একটী বিশেষ গুণ আছে, তিনি বেশী কথা বলেন না।"

"কি বল্‌তে চাও ?"

"এই দুদিন হয়ে গেল তিনি তাঁর বাড়ীর অন্য অতিথিদের কথা আমার কাছে কিছুই বলেন নাই।"

"তোমার জানতে ইচ্ছা করছিল নাকি ?"

জন হাসিয়া অস্বীকার করিল; কিন্তু তাহার যে অন্য লোকদিগের খবর জানিতে খুব ভাল লাগিত, তাহা আমি জানিতাম।

"কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বিষয় জানিবার এমন কি থাকিতে পারে ?"

"ফিনিয়স থামো; তোমার এক বদ অভ্যাস যে তুমি হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হও। এখানে যখন কোন কাজ কর্ম্ম নাই তখন প্রতিবাসীদিগের খোঁজ খবর নিলে কিছু মন্দ কাজ করা হবে না। মনে কর যদি ঐ মহিলাটী বৃদ্ধা না হন।"

"কে ? ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী ?"

"আবার স্ত্রী! স্ত্রী কি, কে তা কে জানে; আমরা তাঁহাকে মহিলাই বলিব। আজ ভোর বেলা, যখন আমি ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম তখন দেখছিলাম এক চুপড়ী ডিম নিয়ে তিনি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছিলেন।"

"খুব পাকা গৃহিণী তো।"

"তুমি যাই বল তিনি যে ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী নন, তা চলনেই বোঝা যাচ্ছিলো। স্বামীর অসুখ হলে স্ত্রী ঐ ভাবে স্ফূর্ত্তির সহিত শীঘ্র শীঘ্র কখনই চলতে পারে না।"

জনের স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার সম্বন্ধে

---

* অনুবাদিত।

এই মত শুনিয়া আমার ভয়ানক হাঁসি পাইল। তা ছাড়া শ্রীমতী টড তাঁহার রোগীকে "বৃদ্ধ ভদ্রলোক" বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, মহিলাটীতো একেবারেই বৃদ্ধা নন।"

"কিন্তু বৃদ্ধেরাও তো অনেক সময় যুবতীদের বিবাহ করিয়া থাকেন।"

"হাঁ, কিন্তু তাহা ভয়ানক দুঃখের বিষয়; আর স্থলবিশেষে ইহাতে অন্যায় হয়। না, আমার তো বিশ্বাস যে মহিলাটী বৃদ্ধাও নহেন, কুমারী।"

"তুমি কি করে জানলে? তুমি কি তাঁর মুখ দেখেছিলে?"

"না, আমি ভদ্রমহিলার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকাকে অভদ্রতা মনে করি। যতক্ষণ না তিনি ভিতরে গেলেন, আমি উপরে দাঁড়াইয়াছিলাম।"

"তবে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকটীর জন্য ভাজা ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। কি দয়ালু!"

"ফিনিয়স, তুমি ঠাট্টা কর আর যাই কর, আমার সত্যি মনে হয় মহিলাটী খুব দয়ালু। বাড়ীতে আসিতে আসিতে তিনি দুবার দাঁড়াইয়াছিলেন, একবার একজন বৃদ্ধার সহিত কথা বলিবার জন্য, এবং আর একবার একটী গাধাকে মারিতে দেখিয়া শাসন করিবার জন্য।"

"তাহা হইলে সে কখনই যুবতী নহে। সুন্দরী যুবতীরা কখনও রাগ করেন না।"

"তাই কি? আমার মনে হয় কোন লোকদের সম্বন্ধে একেবারে অত উচ্চভাব লইলে তাদেরও প্রতারণা করা হয়, নিজেদেরও প্রতারিত হইতে হয়। একেবারে নিখুঁত হওয়া তো অসম্ভব। সকলেরই ভালমন্দ আছে ধরে নিতেই হবে। যাক্ আমরা সব কি বলছি; আমার এখন কারখানায় যেতে হবে, ঘোড়ার সাজ পরাতে হবে। কি সুন্দর দিন।"

জন হাসিতে হাসিতে উঠিল। সে সকালের সূর্য্যের মত সদাই প্রফুল্লিত। তাহার মনের ভিতর কোন রকম কাল রেখা পড়ে নাই, তাহার মন যেন সর্ব্বদাই বাতাসের মত হাল্কা।

আমার ইজি চেয়ার ধরিয়া, সে জানলার কাছে টানিয়া দিল।

"ফিনিয়স, তুমি কি আর কোন বই চাও? তুমি খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আসবে। বসে বসে কেবল ভাববে না।"

জন আমার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইবার যোগাড়ে ছিল; ঠিক সেই সময় ছেলেদের কান্নার শব্দ আসিল।

"এ যে জ্যাক—আমি তখনি জানতাম্ একটা কিছু করে বস্‌বে; 'ও কিছু হয় নি উঠে পড়।' কিন্তু দূর হইতেই জন দেখিতে পাইল যে ছেলেটীর বেশ লাগিয়াছে। সে এক ছুটে গিয়ে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। 'শ্রীমতী টড' আপনি ভয় পাবেন না, এ বেশী কিছু নয়। জ্যাক, আর ছি! এত জোরে কি কাঁদতে আছে? তোমার মা যে ভয় পেয়ে যাবেন, দেখিতো তুমি কেমন বাহাদুর ছেলে।"

ভদ্রমহিলা যেই বুঝিতে পারিলেন যে

কোন ভয়ের কারণ নাই, তখন রাগিয়া জ্যাককে খুব বকিতে লাগিলেন, "মহাশয়, ও সর্ব্বদাই এই রকম একটা না একটা কিছু করছে, যেদিন মিষ্টার মার্চ্চ এলেন সেদিন ঘোড়ার সঙ্গে খেলতে গিয়ে নিজের হাত ভেঙ্গে বসে রইলো কিছুতে কি আর বুদ্ধি হয়! আবার যে সেই। আমিতো বলি ওকে না দেখাই ভাল, যা ইচ্ছা তাই করুক।"

জন এতক্ষণে ছেলেটীকে রান্নাঘরে নিয়া গিয়া শ্রীমতী টডের সাহায্যে ক্ষত-স্থানে পটী বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং মাকে শান্ত হইতে ও ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছিল। "আপনি এবার উহাকে ক্ষমা করুন ও আর কখন এ রকম করিবে না।"

"মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স আপনি কি সত্যই তাই মনে করেন?"

"নিশ্চয়ই, দোষ করিলে যদি কেহ ক্ষমা করে তাহা হইলে নিজের খুব অনু-তাপ হয় ও ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল হইয়া উঠে। ভাই জ্যাক, এটা খুব ঠিক নয় কি?"

"মহাশয় আপনি পাদরী সাহেবের মত কথা বলছেন। তিনি রবিবারে একটা বই থেকে পড়েন, তাতে ক্ষমার কথা অনেক লেখা আছে।"

"আচ্ছা জ্যাক এবার তুমি রক্ষা পাইলে। কিন্তু মনে রেখো ভবিষ্যতে কখনও মায়ের অবাধ্য হয়ো না।"

জ্যাক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধন্য-বাদ, আপনি খুব ভাল লোক। মিষ্টার মার্চ্চ সে রকম লোক নহেন, তিনি আমি পড়ে যাওয়াতে খুব খুসী হয়েছিলেন।"

"একেবারে চুপ কর, জ্যাক' বলিতে না বলিতেই দরজা খুলিয়া গেল ও একজন মহিলা ঢুকিয়া বলিলেন—

"শ্রীমতী টড, আমার বাবা বলছেন'—

বাহিরের আগন্তুকদিগকে দেখিয়া, ভদ্রমহিলাটী থামিয়া গেলেন, সুমিষ্ট গলার স্বর শুনিয়া আমি ও জন উভয়ে ফিরিয়া চাহিলাম।

একজন মহিলাকে দেখিয়া আমরা অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, থাকিব কি পলাইব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি নিজেই আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

"আমার বাবা এগারটার সময় সুরুয়া খাবেন, অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন।"

"নিশ্চয়।"

এইটুকু বলিয়াই মহিলাটী দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মেয়েটী দেখিতে সুন্দরী নহেন, কিন্তু আনন্দ, উৎসাহ ও স্বাস্থ্যের যেন প্রতি-মূর্ত্তি। কাপড় খুব সাদাসিদে ধরণের পরিয়াছিলেন।

মেয়েটী চলিয়া যাইবার পর শ্রীমতী টড বলিলেন "ঐ মিস্ মার্চ্চ। সতর বৎসর বয়সের পক্ষে মেয়েটী খুব বুদ্ধিমতী; সমস্ত দিন রুগী. খিটখিটে মেজাজ বাপের কাছে থাকতে হয়, তবুও সদাই প্রফুল্ল।"

যতক্ষণ না জ্যাকের পটী বাঁধা শেষ হইল ততক্ষণ জন দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে আমাকে মনে করাইয়া দিতে হইল যে

আমাদের আর বেশীক্ষণ রান্নাঘরে থাকা উচিত নয়।

"না নিশ্চয়ই না। শ্রীমতী টড আশা করি আমরা থাকায় মিস্ মার্চের কোন অসুবিধা হয় নাই।"

"কিছু ভাববেন না, মিস্ মার্চ খুব ভাল মেয়ে, কতবার রান্নাঘরে এসে আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করেন।"

"যাক্ জন, অবশেষে তোমার কথাই ঠিক হলো, মহিলাটী বৃদ্ধা নন, কিন্তু সুন্দরীও নন।"

"আমি কি বলেছি সুন্দরী? ওঁকে ওরকম ঠাট্টা করো না, আমার ভাল লাগে না।"

আমি জনকে বিরক্ত হইতে দেখিয়া থামিয়া গেলাম। জন খানিকপরে আমাকে খুব সাবধানে থাকিতে বলিয়া বাহির হইয়া গেল যতক্ষণ দেখিতে পাইলাম ততক্ষণ জনকে দেখিতে লাগিলাম, দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে দেখিলাম আমাদের সামনের ঘরের খিড়খিড়ী পড়িয়া গেল, তবে কি মিস মার্চও জনকে দেখিতেছিলেন?

রাত নয়টার সময় ডেবিডের ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাইলাম, আমি দৌড়াইয়া গেলাম। জনকে সেদিন যেন একটু চিন্তাযুক্ত দেখিলাম, মনে হইল যেন কাজে কিছু গোল হইয়াছে।

"ফিনিয়স, কাজের খুব বেশী চাপ পড়িয়াছে, তোমার বাবার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিলে চল্‌বে না। সপ্তাহে পাঁচদিন আমার নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত, তোমার খুব একলা থাকতে হবে।"

"তুমিও বেশী আনন্দ ভোগ করতে পারবে না।"

"তা নাই বা পেলাম বেশী বিশ্রামের লালসা করা আমার উচিত নয়। আমাকে খেটে খেতে হবে, বেশী আমোদের কথা ভাবলে কি চলবে? যাই হোক্ আমরা যে কয়দিন এক সঙ্গে থাকবো খুব মজা করবো। আজ কি তোমার শরীর একটু ভাল মনে হচ্ছে?"

"খুব ভাল। এখন কাল আমরা কি করিয়া দিন কাটাইব?"

"কাল আমি তোমাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব।"

তার পরদিন সকাল সাতটার সময় আমরা বাহির হইলাম। আমরা নিকটের একটী উপত্যকার উপস্থিত হইলাম। সেখানে বসিয়া জন অনতিদূরে যে কাপড়ের কল আছে তাহার বিবরণ বলিতে লাগিল। আমরা উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা বলিলাম।

"জন, দেখ দেখ তোমার বন্ধু মিস্ মার্চ বুঝি ঐখানে দাঁড়াইয়া ফুল তুলিতেছেন।" জন এমন ভাবে "হাঁ তাইতো" বলিল যে তাহার গলার স্বরেই বোঝা গেল, আমার দেখার অনেক আগেই সে নিজেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছে।

"আজ দেখছি তোমার সঙ্গে মিলনের শক্তা আছে।"

"একটুও না। ফিনিয়স, একজন ভদ্রমহিলার সুখে ব্যাঘাত দিতে নাই, চল আমরা এদিক হইতে সরিয়া যাই।"

আমার নড়িবার একটুও ইচ্ছা ছিল না, বরং সেই উৎসাহপূর্ণ মুখ আর একবার

দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল। আমি জনকে বুঝাইলাম যে দুজন কিম্বা দুইশত জন ভদ্রলোকের সামনে পড়িলেও মিস্ মার্চ্চের মতন মেয়ের কোনই অসুবিধা হইবে না, কিন্তু জন শুনিল না, জোর করিয়া আমায় নীচে টানিয়া আনিল।

আমার অপেক্ষা জনের 'ভদ্রতা' জ্ঞান বেশী, কেননা সে সমাজে মিশিয়াছে, কাজেই তাহার কথা আমায় শুনিতে হইল।

কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হয়, যেই আমরা কুটীরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি, অমনি মিস্ মার্চ্চও অন্য পথ দিয়া ঠিক সেই যায়গায় পৌঁছিলেন।

তিনি আমাদের দেখিলেন। জন ঠিক বলিয়াছিল, তিনি কেবলমাত্র একবার আমাদের দিকে চাহিলেন, যেন চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

যেই দরজার কাছে পৌঁছিলাম, শ্রীমতী টড খোকাকে লইয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। খোকা মিস মার্চ্চকে দেখিয়া কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল, মিস্ মার্চ্চ কোলে লইয়া তাহার সঙ্গে খুব খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর দরজা যে বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না, আমরা ঢুকিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শ্রীমতী টড "ভদ্রলোকদের পথ ছাড়িয়া দাঁড়ান" বলিতেই মিস্ মার্চ্চ অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন ও ঘাড় নাড়িয়া অভিবাদন করিলেন, জনও অভিবাদন করিল। "জন, এই প্রতিবাসীর সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত।"

"একটুও না। একজন মহিলা দেখিলে নমস্কার করিব না?"

"ডেভিড, মিস্ মার্চ্চের মুখ আমার এখন বেশ লাগে; তোমারও কি তাই?"

"মুখে একটা উচ্চভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু তাই বলিয়া সুন্দরী বলিতে পারি না।"

"জন আমার মনে হয়, আমরা জীবনে এই প্রথম ভদ্রমহিলার দর্শন পাইলাম।"

"ভদ্রমহিলাই বটে!"

দিনের বেলাও আমি জনের কাছে মিস্ মার্চ্চের কথা উঠাইলাম, কিন্তু জন যেন কিছু শুনিতেই পাইল না। যখন মিসেস্ টড টেবিল হইতে খাবার তুলিয়া রাখিতে আসিলেন, আমি আমাদের প্রতিবাসীদের সম্বন্ধে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, জন বিরক্ত হইয়া পরের বিষয় ঘাঁটাঘাঁটি করিতে বারণ করিল।

জনকে এই সামান্য বিষয় এরকম ভাবে লইতে দেখিয়া আমার ভয়ানক হাসি আসিল, সে লুকাইতে চেষ্টা করিলেও সে যে মিস্ মার্চ্চের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম।

সেদিন জন বসিয়া আমার কাছে সেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট পড়া শেষ করিল; তারপর আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি ভাবিয়া একদৃষ্টে বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল।

জন জানিনা একমনে কি ভাবিতেছিল। তাহার মুখের ও চোখের ভাব

পর্য্যন্ত যেন কত নরম হইয়া গিয়াছিল। আমি চোক বুজিলাম। জন বুঝিতে পারে নাই যে আমি তাহাকে দেখিতেছিলাম, সে ভাবিল আমি খুব ঘুমাইতেছি। আমি হতভাগ্য চোক বুজিয়া ভাবিতেছিলাম, আমার একমাত্র বন্ধু সেও কি আমার থাকিবে না?

একাদশ অধ্যায়।

এনডারলীতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। জনকে সপ্তাহের পাঁচদিন বাহিরে থাকিতে হইত। আমার দিনগুলি এক ভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। ভোরবেলা উঠিয়া পাহাড়ে যাইতাম, সেখানে অনেকক্ষণ বসিয়া কখন পিঁপড়ের আনাগোনা দেখিতাম, কখন বা সবুজ বর্ণ মখমলের মত ঘাসের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম।

লোকজনের সঙ্গে বেশী ভাব কোন কালেই হ'ত না। আমি লোকজনের আসা যাওয়া, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা দূর হইতেই বসিয়া দেখিতাম, প্রায় সমস্ত দিন বাহিরে থাকিতাম বলিয়া আমার প্রতিবাসীদের খবর প্রায় কিছুই জানিতাম না। দু একদিন একজন ভদ্রলোক ও একটী মহিলাকে খুব ধীরে ধীরে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের চলন দেখিয়া মনে হইল মিষ্টার মার্চ্চ ও তাঁহার মেয়ে। দূর হইতে চেহারা বোঝা যাইতেছিল না, ভদ্রলোকটী মেয়েটীর উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন। এ ছাড়া আর কোন দিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। শ্রীমতী টড কখন কখন তাঁহাদের গল্প আমাদের নিকট করিতেন যেন আমি তাহাদের কতই পরিচিত।

রবিবার দিন প্রাতঃকালে ছয় ঘটিকার সময় আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। মিস্ মার্চ্চের সহিত সাক্ষাৎ না হয় সেজন্য জন আমাদের একটা নূতন পথ দিয়া লইয়া চলিল।

"জন তুমি তা'হলে মিস্ মার্চ্চ কোন পথে বেড়াইতে বাহির হন জান। তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল নাকি?"

"ফিনিয়স, তুমি জান সকাল ছাড়া আর কোন সময় আমার বেড়াইতে বাহির হওয়া সুবিধা হয় না।"

"সত্যি! এনডারলীতে থাকার জন্য তোমার ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে। আমার ইচ্ছা করে ফিরে যাই।"

"এরকম কথা একেবারেই মনে আনিও না। এখানে থাকায় তোমার খুব উপকার হইতেছে। যাই হোক্, কোন কারণেই আমাদের বাড়ী যাওয়া উচিত নহে।"

আমি জানিতাম জনের সমস্ত ভাবনা হইতে আমার ভাবনাই অধিক ছিল।

"আচ্ছা তুমি যদি এখানে থাকিলেই সুখী হও তাহা হইলে এখানেই থাকিব।"

"কিন্তু মিস্ মার্চ্চের সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা তাতো কিছু বল্লে না?"

"তিনি আমায় একদিনও দেখেন নাই।"

"কিন্তু তুমি তো তাঁহাকে দেখিয়াছ? উত্তর দাও।"

"হাঁ দু একবার দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও তাঁকে বিরক্ত করি নাই।"

"তিনি কোন পথে যাওয়া আসা করেন তার খোঁজ যখন জান, তখন নিশ্চয়ই তাকে দেখিয়াছ এ সকলেই বুঝিতে পারে।"

"জনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ফিনিয়স আশা করি, তুমি আমার এই সামান্য দেখায় কিছু অন্যায় মনে করো না।"

"ওমা এতটুকু কথাও তোমার সহ্য হয় না, দেখবে না কেন খুব দেখবে, এই তো দেখবার সময়।"

আমরা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বেড়াইলাম। "জন, মিস্ মার্চ্চকে তোমার ভাল লাগা খুব স্বাভাবিক। আর যদি তাঁর তোমায় ভাল লাগে—"

"কি যে বকিতেছ একেবারে অসম্ভব" বলিয়া জন সামনের পাথরের উপর সজোরে পদাঘাত করিল, পাথর গড়াইতে গড়াইতে পুষ্করিণীর ভিতর গিয়া পড়িল।

"জন, সম্ভব অসম্ভবের কথা আমার মাথায় ঢোকে নাই। তুমি যে এইটুকু কথায় এতটা ক্ষেপিয়া উঠিবে তা তো জানিতাম না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।"

"আমি তাঁহাকে চার পাঁচবার মাত্র দেখিয়াছি; কখনও তাঁহার সঙ্গে কথা বলি নাই, আর হয়তো কখনও বলিব না। ইহা অপেক্ষা কি আর নিরাপদ অবস্থা আছে? তা ছাড়া আমার অনেক রকম ভাবনা চিন্তা আছে, ভালবাসায় পড়বার আমার সময় নেই, সেজন্য চিন্তা করো না।"

আমি হাসিয়া কথা বদলাইয়া দিয়া অন্য রকম অনেক গল্প করিলাম, এই রবিবারটা আমরা উভয়ে সমস্ত দিন একত্র কাটাইলাম। এক একবার প্রশ্ন উঠিতেছিল জন আর কতদিন আমার থাকিবে, এই স্বার্থপরের মত চিন্তা উঠিতেই আমি ভগবানের কাছে বল চাহিলাম।

এই সময় শ্রীমতী টড আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "মিষ্টার হ্যালিফাক্স, আপনার সহিত কিছু কথা আছে।"

"বসুন বসুন, আপনার ছেলেরা তো সব ভাল আছে?"

"ধন্যবাদ মহাশয়। আমি মিস্ মার্চ্চের সম্বন্ধে কিছু বলিতে আসিয়াছি।"

আমি দেখিলাম জনের মুখ কি রকম হইয়া গেল। "আশা করি—"

"মিষ্টার মার্চ্চের অসুখ খুব বাড়িয়াছে। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনার ঘোড়াটা দেন তাহা হইলে বড় উপকার হয়, মিষ্টার টড ডাক্তার ডাকিয়া আনেন।"

"নিশ্চয়ই দেব।"

"মিষ্টার টড এখনও বাড়ী ফেরেন নাই।"

"তিনি যখন ইচ্ছা আমার ঘোড়া ব্যবহার করিবেন। আপনার বাড়ীতে অসুখ হওয়া ভাল, বেশ যত্ন পাওয়া যায়।"

"মহাশয় এ তো আমার কর্ত্তব্য। তা ছাড়া মিস্ মার্চ্চ এমন লোক যে তাঁর বিপদে সাহায্য না করে থাকা যায় না,

আপনার সহিত পরিচয় থাকিলে আপনারও ঠিক তাহাই মনে হইত।"

জন আসিয়া বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল; অবশেষে বলিল "ফিনিয়স আমি না হয় যাই।"

"কোথায়?"

"ডাক্তার ডাকিতে। যদি মিষ্টার টড না ফিরে থাকেন, আমি আর এটুকু পরের জন্য করতে পারবো না? আমি তো পথ জানি।"

"রাত্রি যে ভয়ানক অন্ধকার।"

"তার জন্য ভাবনা নেই, অন্ধকারে নিজের ঘোড়াকে নিজে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ হবে। আমি শ্রীমতী টডকে ডাকিয়া বলিব কি?"

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া জন বাহির হইয়া পড়িল।

দূর হইতে রুগীর কাতরধ্বনি কাণে আসিতেছিল। সিঁড়িতে শ্রীমতী টড ও মিস্ মার্চ্চ কথা কহিতেছিলেন। জন পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মিস্ মার্চ্চ চলিয়া গেলেন। জন শ্রীমতী টডকে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

খুব অল্প সময়ের ভিতর ডাক্তার লইয়া জন ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুগীর ঘরে ঢুকিলেন. জন রান্নাঘরে ঢুকিল। "ফিনিয়স. একটা বাজিল তুমি শুইতে যাও, আমি মিষ্টার মার্চ্চের খবর পাইলেই শুইতে যাইব।"

"ঐ বোধ হয় ডাক্তার চলে যাচ্ছেন, আমরা কি আর কোন রকম সাহায্য করিতে পারি না?"

একটু পরেই শ্রীমতী টড ও মিস্ মার্চ্চ নামিয়া আসিলেন। রুগীর কাতরধ্বনি থামিয়া গিয়াছিল। মিস্ মার্চ্চ শ্রীমতী টডের সহিত খুব ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিলেন, "বাবা অনেক ভাল, আপনি এবার শুইতে যান, আর সেই ভদ্রলোকটীকে অনেক—"

তখনি আমাদের দেখিতে পাইয়া থামিয়া গেলেন, নমস্কার করিলেন, এবং জন অগ্রসর হইয়া মিষ্টার মার্চ্চ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিল।

"অনেকটা ভাল আছেন। আপনার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ, আপনার দয়া ভুলতে পারবো না।"

"তা আর বলতে, এই অন্ধকার রাতে কতদূর থেকে ডাক্তার ডেকে আনলেন।"

"তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম আপনি শুধু ঘোড়া দিয়াছিলেন।"

"ও কিছু নয়, আমি রাত্রে বেড়াতে ভালবাসি। আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি কি?"

"না ধন্যবাদ মহাশয়! প্রয়োজন হইলে খবর পাইবেন।" তারপর মিস্ মার্চ্চ হাত বাড়াইয়া দিলেন, জনও সম্ভ্রমের সহিত করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল।

আমরা ঘরে পৌঁছিলে জন একটীও কথা না বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

প্রাচীন জর্ম্মণজাতি।

(উদ্ধৃত)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

৮। কথিত আছে, একবার কোনও যুদ্ধে জর্ম্মণ সেনানী ভগ্নোদ্যম হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উপক্রম করিল। তখন রমণীগণ তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত মিনতি করিতে লাগিলেন; পরাজয়ে দাসত্ব নিশ্চিত ও আসন্ন, এই বলিয়া তাহাদিগের ক্ষীণ প্রাণে অমিত তেজ সঞ্চারিত করিলেন; অবশেষে তাঁহারা যখন বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া, বিপক্ষীয়দিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন জর্ম্মণগণ জননী, পত্নী ও ভগিনীদিগকে মৃত্যুমুখে দৃকপাতশূন্য দেখিয়া, অজেয়বিক্রমে শত্রুসৈন্যের উপর পতিত হইল। * এই গুণেই ইহারা রমণীদিগকে এত সম্মান করে ও তাঁহাদিগের অতি সামান্য অমর্য্যাদাও অসহনীয় মনে করে। স্ত্রীজাতির প্রতি ইহাদিগের শ্রদ্ধা এত অধিক যে, কোনও রাজ্যের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইলে যদি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বালিকাদিগকে প্রতিভূস্বরূপ দিতে হয়, তবে প্রাণান্তেও সেই সন্ধি ভগ্ন করে না। ইহারা বিশ্বাস করে, রমণীদিগের মধ্যে দেবত্ব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, তাঁহারা দৈবদৃষ্টি সম্পন্না। স্বর্গীয় ভেস্পেসিয়ানসের রাজত্ব সময়ে বেলেদা নামক রমণীকে অনেকে দেবীর ন্যায় সম্মান করিত; আমরা ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন অলব্রুণা প্রভৃতি অনেক নারী দেবপূজা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

রমণীগণের মন্ত্রণা বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হয়। ভবিতব্য বিষয়ক প্রশ্ন করিলে, তাহারা যে উত্তর দেন তাহা কখনও অবহেলিত হয় না।

৯। ইহারা নানা দেবদেবীর পূজা করে, ও তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার পশু বলি দিয়া থাকে। কখন কখনও নরবলির কথাও শুনা যায়। কিন্তু ইহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করে না, কিংবা মানুষের প্রতিরূপ কোনও দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত করে না; কারণ ইহারা মনে করে, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরে রক্ষা করিলে দেবতাদিগের মহত্ত্ব খর্ব্ব হয়। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে নানা স্থানে বন ও উদ্যান উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এক একটী বন তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

১০। ভবিষ্যৎ ঘটনা নির্ণয়ের দুই প্রকার প্রণালী প্রচলিত আছে—পশু পক্ষীর রব ও লটারী। * শেষোক্ত

---

* সীজর এবং প্লুটার্ক বারংবার জর্ম্মণ রমণীগণের বীরত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লুটার্ক স্বপ্রণীত মেরায়সের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন একোএসেকৃষ্টের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জর্ম্মণ নারীগণ তরবারি ও কুঠার লইয়া অতুল-শৌর্য্যে শত্রুদিগকে দলিত করিয়া, তাহাদিগকে প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

Quoted by Church and Brodribb.

* Vide Cæsar, De Bello Gallico 1, 50, 53.

প্রণালী অতি সহজ। প্রথমতঃ কোনও ফলবান বৃক্ষের শাখা কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া চিহ্নিত করা হয়; তারপর সেগুলি একখানি সাদা কাপড়ের উপর যথেচ্ছ ছড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাজ্য সম্বন্ধীয় বিষয় হইলে রাজপুরোহিত, ব্যক্তিগত বিষয় হইলে গৃহস্বামী দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া, ঐ টুকরাগুলির এক একটী তিনবার তুলিয়া লন, এবং ঐ চিহ্নগুলি দেখিয়া ফলাফল নিরূপণ করেন। যদি এরূপ হয় যে, যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে গণনা করা হইল, গণিত ফল তাহার অনুকূল নহে, তবে সে দিন আর গণনা করা হয় না। অনুকূল হইলে এই ফল আবার পশুপক্ষী ইত্যাদির রব দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। রোমানদিগের ন্যায় জর্ম্মাণগণের মধ্যেও পক্ষীর রব ও উড্ডয়ন হইতে ফলাফল নির্ণয়ের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোটকের রব হইতে ভবিষ্যৎ গণনা বিশেষরূপে প্রচলিত; এই উদ্দেশ্যে দেবোপবনে ধবলবর্ণ ঘোটকগুলি রাজকীয় ব্যয়ে রক্ষিত হয়, তাহাদিগকে কোনও হীন কার্য্যে কলঙ্কিত হইতে দেওয়া হয় না। এই অশ্বগুলিকে পবিত্র যানে যোজিত করিয়া, পুরোহিত বা রাজা অথবা রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি চালনা করেন, এবং ইহাদিগের হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই প্রথায় রাজা ও পুরোহিত হইতে আপামর সাধারণ সকলের যেরূপ আস্থা আছে, সেইরূপ আর কোনটিতেই নহে; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র; কারণ পুরোহিতগণ দেবতাদিগের দাস মাত্র; কেবল ঘোটকেরাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। যুদ্ধে জয় পরাজয় নিরূপণের আর একটী প্রথা আছে। যে জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত, তাহাদিগের কাহাকেও যেরূপে হউক বন্দী করিয়া আনিয়া স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে দেওয়া হয়। উভয়কেই স্বদেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। বন্দী হত হইলে জয়, অপর ব্যক্তি হত হইলে পরাজয়, এইরূপে ফল নির্ণীত হয়।

১১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে রাজ্যের প্রধানগণ মন্ত্রণা করেন; গুরুতর বিষয়ে সমগ্র জনমণ্ডলী আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রজাসাধারণের আলোচিত বিষয়গুলিও অভিজাতবর্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেন। বিশেষ প্রতিবন্ধক বা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত না হইলে, প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সকলে মিলিত হইয়া থাকে। আলোচনার জন্য এতদপেক্ষা শুভ সময় আর নাই। জর্ম্মণগণ দিন গণনা না করিয়া রাত্রি গণনা করিয়া থাকে। মন্ত্রণার জন্য রাত্রি নির্দ্ধারিত হয়। কারণ ইহাদের মতে আগে রাত্রি তারপর দিন। এই জাতির মধ্যে স্বাধীনতার অপব্যবহার বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলে এক সময়ে নিরূপিত দিনে উপস্থিত হয় না; কখন কখনও দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তিগণের দোষে দুই তিন দিন বৃথা কাটিয়া যায়। ইচ্ছানুরূপ উপস্থিত হইয়া সকলে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উপবেশন করে। পুরোহিতগণের আদেশে সভাস্থল

নিস্তব্ধ হইলে রাজা কিম্বা অভিজাতবর্গ বয়স, কুলমর্য্যাদা, রণপ্রতিষ্ঠা অথবা বাগ্মিতার ক্রমানুসারে বক্তৃতা করেন। বাগর্থপ্রতিপত্তি থাকিলে অবহিত হইয়া সকলে শ্রবণ করে; তদভাবে, শাসনদণ্ড সহায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অভিব্যক্ত বিষয় অপ্রীতিকর হইলে চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল উত্থিত হয়, অভিমত হইলে সকলে মহোৎসাহে বর্শা সঞ্চালন করে। অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া যে সম্মতি প্রদত্ত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানজনক।

১২। এই সকল সভায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ প্রাণদণ্ডার্হ অপরাধীদিগের বিচার হয়। অপরাধানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডের বিধি আছে। বিশ্বাসঘাতক ও পলাতক লোকদিগকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কাপুরুষ, রণে পরাঙ্মুখ ও পৈশাচিক দুষ্কর্ম্মান্বিত অপরাধীর দণ্ড, কর্দ্দমাক্ত জলে ডুবাইয়া হত্যা। দণ্ড প্রদানের সময় লক্ষ্য রাখা হয় যাহাতে সামাজিক অপরাধ প্রকাশ্যে দণ্ডিত হয়, জঘন্য নারকীয় দুষ্ক্রিয়া গুপ্ত থাকে। লঘু অপরাধের দণ্ডও লঘু। এই শ্রেণীর অপরাধের সাজা গরু ও ঘোড়া জরিমানা। জরিমানার এক অংশ রাজার প্রাপ্য, অপর অংশ অভিযোক্তা বা তাহার উত্তরাধিকারীর। এই সভায় বিচারক মনোনীত হয়। এক একজন বিচারক এক এক বিভাগে (canton) বিচার করে; মন্ত্রণা দিয়া ও অন্যান্য রূপে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত এক শত জন গ্রামবাসী নির্ব্বাচিত হয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

স্বাস্থ্য-নীতি।

পরিধান।

বস্ত্রাদি পরিধানের আবশ্যকতা—লজ্জানিবারণ, শীতাতপ ও বায়ু হইতে দেহ রক্ষা এবং শরীরের সৌন্দর্য্য সাধন প্রভৃতির জন্য বস্ত্রাদি পরিধান আবশ্যক। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই বস্ত্রাদির প্রয়োজন অধিক। উপযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা শরীরকে শীতাতপাদি হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে, শরীর দুর্ব্বল হয় এবং নানারূপ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। দরিদ্র লোকেরা বস্ত্রের অভাবে নানা কষ্টভোগ করে। উপযুক্ত পরিধেয় না থাকাতে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি, কাসি ও নিউমোনিয়া প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিসমূহ জন্মিয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রতি বৎসর অত্যধিক শীতের সময় বস্ত্রের অভাবে অনেক দীন দুঃখী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নানারূপ রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য সকলেরই যথোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান করা উচিত।

পরিধেয়ের বিভিন্নতা—দেশ, জাতি, অবস্থা, ঋতু এবং স্ত্রী পুরুষভেদে পরিধেয়ের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। তুলা, পাট, রেশম ও পশম ইত্যাদি নির্ম্মিত বস্ত্র আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি। পশু-

চর্ম্ম ও মৎস্যের ছালে নির্ম্মিত পরিধেয়ও কোন কোন অতিশয় শীতপ্রধান স্থানে ব্যবহৃত হয়। মনুষ্য ঐ সকল দ্রব্য হইতে আপন ইচ্ছা অনুযায়ী নানা পকারের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুতার বস্ত্র এবং শীতপ্রধান দেশে পশমী বস্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়। দেশ ও জাতিভেদে পরিচ্ছদের আকারের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক ভারতবর্ষেই নানা পরিচ্ছদধারী লোক দেখা যায়। সমস্ত পাশ্চাত্যদেশে কোট পাণ্টুলনই সাধারণ পরিচ্ছদ। কেবল ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কখন কখনও ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের দেশে কাপড়ের প্রচলনই অধিক।

সকল দেশের লোকেই কোন না কোন প্রকারের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন। কেবল বাঙ্গালীরা কোন প্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন না। সকল দেশেই স্ত্রী ও পুরুষের পরিচ্ছদ বিভিন্ন। সর্ব্বত্রই ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিচ্ছদাদিরও অল্প বিস্তর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়।

কিরূপ পরিধেয় প্রশস্ত—যাহাতে লজ্জানিবারণ হয়, শীত গ্রীষ্মে কষ্ট পাইতে না হয় এবং স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এরূপ পরিধেয়ই প্রশস্ত। কেবল মাত্র শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত বস্ত্রাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রয়োজনের অধিক বা অল্প বস্ত্রাদির ব্যবহার উভয়ই স্বাস্থ্যহানিকর। অনুপযুক্ত বস্ত্র দেহকে শীতাতপাদি হইতে রক্ষা করিতে পারে না। বস্ত্রাদি ব্যবহারের দোষে দুর্ব্বলতা, সর্দ্দি কাসি ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে ধনবানের পরিচ্ছদের আধিক্যবশতঃ এবং দরিদ্রের পরিচ্ছদের অল্পতা নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। অতিরিক্ত বস্ত্রের ব্যবহারে এদেশে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। শীতপ্রধান দেশবাসিগণের ন্যায় পরিচ্ছদ এদেশবাসীর কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না। অনেকে নিজে সর্ব্বদা ফ্লানেল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া এবং শিশু ও বালকগণকে এই সকল পোষাক পরাইয়া এরূপ কদভ্যাস করিয়া থাকেন যে, অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই তাঁহাদের সকলেরই পীড়া হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মে তুলা, পাট প্রভৃতি নির্ম্মিত বস্ত্রাদি পরিধান করা বিধেয়। এই সকল বস্ত্র তাপ পরিচালক বলিয়া, শরীরের কিয়ৎপরিমাণ উত্তাপ বাহির করিয়া দেয় এবং শরীর শীতল রাখে। শীতে এই সকল বস্ত্র ব্যবহারে শীত নিবারণ হয় না এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া থাকে। শীতে পশমী বস্ত্র ব্যবহার করাই বিধেয়। পশমী বস্ত্র তাপ অপরিচালক। ইহাতে শরীরের উত্তাপ বাহির হইতে পারে না বলিয়া, শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে। রেশমী বস্ত্র, তুলা পাট প্রভৃতির ন্যায় অত তাপ পরিচালক বা পশমী বস্ত্রের ন্যায় অত তাপ অপরিচালক নহে।

গ্রীষ্মকালে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করাই প্রশস্ত। শ্বেত বস্ত্র অধিক তাপ শোষণ

করিতে পারে না, এই কারণে তাহাতে রৌদ্রের উত্তাপে সেরূপ ক্লেশ হয় না। শীতকালে কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করাই প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে অধিক তাপ শোষণ করে, এ কারণে ইহা শীতের পক্ষে উত্তম।

পরিচ্ছদ একবারে শরীরের সঙ্গে আঁটিয়া থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে উত্তম নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে। আঁটা জুতা, গার্টার, কোমরবন্ধ, দস্তানা ও গলাবন্ধ প্রভৃতিতে রক্তসঞ্চালন, অঙ্গসঞ্চালন, এবং শ্বাস ক্রিয়াদির বিশেষ ব্যাঘাত হয়। পাশ্চাত্য মহিলারা কোমর সরু করিবার জন্য যে আঁটা স্কার্ট ব্যবহার করেন তাহাতে যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি স্থানচ্যুত ও বিকৃত হইয়া স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। সভ্য, উন্নত জাতির মধ্যে এরূপ একটী স্বাস্থ্যহানিকর কদভ্যাস রহিয়াছে, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। শিশু বা বালকদিগকে আঁটা পোষাক পরাইলে, তাহাদের বৃদ্ধির ব্যাঘাত এবং শারীরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইবার অধিক সম্ভাবনা। সকলের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অতিরিক্ত ভারি পরিচ্ছদও স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। হাল্‌কা ও আল্‌গা পরিচ্ছদই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ভারতবাসীরা যেরূপ আল্‌গা পোষাক পরিধান করেন, তাহা এদেশের বিশেষ উপযোগী ও স্বাস্থ্যের অনুকূল। এ দেশের স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই কাপড়ের প্রচলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাপড় এরূপ আঁটিয়া পরা উচিত নয়, যাহাতে কোমরে দাগ হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

অতি মিহি বা অতি মোটা কাপড় উভয়ের কোনটীই পরিচ্ছদ হিসাবে উত্তম নহে। অতি মিহি কাপড়ে লজ্জানিবারণ এবং শীতল বাতাস হইতে দেহ রক্ষার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মায়। মহিলারা সেমিজের উপর পাতলা কাপড় পরিধান করিতে পারেন। খুব মোটা কাপড়ও আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অসহ্য বোধ হয়।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্যকালে জামায় গাত্র আবৃত রাখা উচিত। আমাদের দেশের পুরুষেরা প্রায়ই জামা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু মহিলারা এ বিষয়ে অসাবধানতাবশতঃ ঠাণ্ডা লাগাইয়া নানারূপ রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আবশ্যকমত স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উপযুক্ত জামা ব্যবহার করা উচিত।

মস্তক সকল সময়ে আবৃত রাখা উচিত নয়। ইহাতে উপযুক্ত আলোক ও বায়ুর অভাবে কেশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত হয় এবং টাক পড়িবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা আবরণে ঢাকিয়া রাখিলে মস্তক গরম হইয়া উঠে এবং মস্তকে ঘামের দুর্গন্ধ হয়। যাঁহাদের সর্ব্বদা রৌদ্রে কাজকর্ম্ম করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে এবং অত্যধিক শীতে পাগড়ী বা টুপির আবশ্যক হয়। সাধারণতঃ রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে মস্তক রক্ষার জন্য ছাতার ব্যবহারই উত্তম। ছাতার উপর সাদা কাপড় বসাইয়া লইলে অধিক পরিমাণে তাপ নিবারিত হয়।

পথের প্রখর উত্তাপ, কাঁকর, ধুলা, কাদা প্রভৃতি হইতে পদদ্বয় রক্ষা করিবার জন্য পাদুকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাদুকা ব্যবহার করেন। বঙ্গে হিন্দু মহিলারা কোনরূপ পাদুকা ব্যবহার না করিলেও ভারতের অনেক প্রদেশে হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে পাদুকার প্রচলন আছে। কসা পাদুকা ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে পদের অঙ্গুলীসমূহ স্বাভাবিকভাবে থাকিতে না পারিয়া, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাহাতে পদের অঙ্গুলী-সমূহ স্বাভাবিক ভাবে থাকে এবং চলিবার কষ্ট না হয় এইরূপ পাদুকা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং যাহাদের পা ঘামে কিম্বা অধিকক্ষণ জুতা পায়ে থাকে তাহাদের ষ্টকিন ব্যবহার করা উচিত। ভিজা জুতা পায়ে দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেই ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত পরিচ্ছদাদিরও অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে রোগভোগের সম্ভাবনা। শীতকালের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শীত বস্ত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং শীতের পরে সহসা শীত বস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত নয়। ঋতু পরিবর্ত্তনকালে শরীরকে বিশেষরূপে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ শিশু, বালক, রুগ্ন ও বৃদ্ধগণের পরিচ্ছদের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পরিধেয়ের পরিচ্ছন্নতা।

পরিধেয় বস্ত্রাদি সকল সময়ে পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত বস্ত্র ব্যবহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। বহু মূল্যবান্ মলিন বস্ত্র অপেক্ষা পরিষ্কার সামান্য বসনই দেহ ও স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী। বাহিরের ধুলা, কাদা এবং ঘর্ম্মনিঃসৃত গাত্রমল লাগিয়া বস্ত্রাদি সর্ব্বদা অপরিষ্কার হয়। উত্তমরূপে ধৌত না করিয়া সেই মলিন বস্ত্র পুনরায় পরিধান করিলে বস্ত্র সংলগ্ন ক্লেদসমূহ লোমকূপ দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। ইহাতে বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটে। পরিহিত বস্ত্র প্রত্যহ গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ দুইবার এবং শীতকালে অন্ততঃ একবার কাচিয়া ফেলা উচিত। স্নানের সময়ই মলিন বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। স্নানের পর পূর্ব্ব পরিত্যক্ত মলিন বস্ত্রাদি পুনরায় পরিধান করিলে, স্নানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না।

অনেকে অপরিষ্কৃত জামা নীচে রাখিয়া উপরে একটী পরিষ্কার জামা ব্যবহার করেন। ইহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস। ভিতরে একটি জামা বা গেঞ্জি পরিলে উপরের জামা অধিক ময়লা হইতে পারে না। ঘর্ম্মনিঃসৃত গাত্রমল ভিতরের জামাতেই লাগিয়া থাকে। ইহা প্রত্যহ কাচিয়া ফেলা উচিত। উপরের জামা দুই তিন দিন অন্তর কাচিয়া লইলে চলিতে পারে। ইস্তিরি করা জামা জলে কাচিলে ইস্তিরি নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জামার নীচে গেঞ্জি পরিলে উপরের জামা বিশেষ মলিন হয় না এবং প্রত্যহ কেবল নীচের জামা কাচিয়া লইলেই চলে। পরিধেয় বস্ত্রাদি ঘর্ম্মযুক্ত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ

করিয়া, পুনরায় পরিধান করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। অনেকের এরূপ কদভ্যাস যে তাহারা ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ-যুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানে কোনরূপ ঘৃণা বোধ করেন না। কিন্তু অন্যে তাহাদের পরিচ্ছদের দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া উঠে।

শ্বেতবর্ণের বস্ত্র শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া অনেকে রঙ্গিন বস্ত্র ব্যবহার করেন। সহজে বুঝা না যাইলেও উভয় বস্ত্রই সমানভাবে দূষিত হয়। শ্বেতবস্ত্রের ন্যায় রঙ্গিন বস্ত্রও আবশ্যকমত ধৌত করা কর্ত্তব্য। শিশু ও বালকদিগের পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই বস্ত্রাদি বিশেষ মলিন করিয়া ফেলে। শিশুর মল, মূত্র, ধূলা প্রভৃতি সংলগ্ন বস্ত্রাদি প্রত্যহ সাবান দিয়া কাচা উচিত। বালকদিগের বস্ত্রাদিতেও দুই তিন দিন অন্তর সাবান দেওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যালয় ও কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে ফিরিয়া সকলেরই প্রত্যহ বস্ত্রাদি কাচিয়া ফেলা আবশ্যক। পরিহিত পরিচ্ছদাদি অন্ততঃ সপ্তাহ অন্তর রজকালয়ে পাঠান উচিত। সঙ্গতি না থাকিলে সাজি মাটি এবং সোডা দিয়া বাড়ীতে কাচিয়া লইলেও চলিতে পারে। শীত বস্ত্রাদি শীঘ্র শীঘ্র কাচিবার সুবিধা হয় না, তাহা ধূলা ঝাড়িয়া প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

অপরের পরিহিত পরিচ্ছদাদি কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে একের গাত্রমল অপরের গাত্রে সংলগ্ন হয় এবং নানা প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

স্বাস্থ্যসমাচার।

সংযম।

সংযম ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য-রক্ষা করা অসম্ভব। আহার, বিহার, নিদ্রা, ব্যায়াম ও মানসিক শ্রম প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযম আবশ্যক। ইহাদের কোন একটী বিষয়ে অসংযমী হইলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

অসংযত আহার বিশেষ স্বাস্থ্যহানিকর। লোভপরবশ হইয়া অধিক আহার করা উচিত নয়। অধিক আহারে পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাতে মেদবৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির হ্রাস, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি বিশেষ ব্যাধিসমূহ জন্মে। অনেক সময় অতিরিক্ত ভোজনের ফলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

উপযুক্ত ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। কিন্তু সহসা ব্যায়ামের মাত্রার আধিক্য হইলেই স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়ামে দেহক্ষয় অনিবার্য্য। ইহার ফলে শ্বাস, কাস ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি নানা মারাত্মক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে।

নিদ্রা জীবন ধারণের ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইলেও অতি নিদ্রা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতি নিদ্রার জন্য অগ্নিমান্দ্য, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য ও স্মরণশক্তিহীনতা প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

মনের সংযম সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। শরীরের সহিত মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনের সুস্থতা যেমন শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ মন স্বচ্ছন্দ না

থাকিলে শরীর কখনই ভাল থাকে না। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ইহাতে শিরঃপীড়া, বুদ্ধি ও স্মরণশক্তির হ্রাস এবং উন্মাদরোগ প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা। মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্রের ক্ষয় হয়। যাঁহাদের এই ক্ষয়ের মাত্রা অধিক হয়, তাঁহারা প্রায় অল্পায়ুঃ হইয়া থাকেন।

নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিসমূহের উপদ্রব হইতে মনকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহ মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করিতেছে। এই সকল প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করা একবারে অসম্ভব। মানব মনে শিশুকাল হইতেই কাম প্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে এবং যৌবনে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করে। বাল্যকালে উপযুক্ত সংশিক্ষা ও সংসঙ্গ পাইলে এই প্রবৃত্তিকে অনেকটা বশীভূত করা যায়। কামপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়িলে, মনুষ্য কিছুতেই স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে না এবং রোগ ও নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

ক্রোধ স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি করে। এই রিপুকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমশঃ ইহা একটী ব্যাধিস্বরূপ হইয়া উঠে। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক সহজেই ক্রোধ দ্বারা বিচলিত হয়। ইহাতে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্য অনিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ক্রোধে মৃত্যু ঘটিবারও সম্ভাবনা।

ভয়, শোক, নৈরাশ্য প্রভৃতিও স্বাস্থ্যের বিরোধী। সহসা অতিরিক্ত ভয়ে অভিভূত হইলে সংজ্ঞা লোপ পায় এবং কখনও বা প্রাণহানি ঘটে। শিশুদিগকে ভয়প্রদর্শন করা কদাচ উচিত নয়। শোকেও সংযমের আবশ্যক। শোকে ব্যাকুল হইলে বায়ুরোগ জন্মিতে পারে এবং অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। কোন কারণে বিশেষ নিরাশ হওয়া উচিত নয়। হর্ষের পরেই নৈরাশ্য উপস্থিত হইলে, মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তাহাতেও অনেকে উন্মাদগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শরীর ও মনের সকল প্রকারের অসঙ্গত উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া সংযম সহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। সংযমী মানব সর্ব্বদা সুখী, সুস্থ এবং দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

(স্বাস্থ্যসমাচার।)

মহিলা-সমিতি।

ঢাকা।

বঙ্গীয় নববিধানবিশ্বাসিসমিতির সভাপতিরূপে ময়ুরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সুচারুদেবী ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ৩রা অক্টোবর শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ৪॥ ঘটিকার সময় জগন্নাথকলেজ গৃহে তাঁহার সাদর অভ্যর্থনার্থ সহযোগী সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা চট্টোপাধ্যায়ের আহ্বানে মহিলা সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

প্রার্থ্যপ্রণালী।

১। সঙ্গীত।

২। প্রার্থনা।

৩। মহারাণীর আগমনে সমিতির পক্ষ হইতে সহযোগী সম্পাদিকা কর্ত্তৃক আনন্দ প্রকাশ ও সমিতির পরিচয় প্রদান।

৪। কনসার্ট।

৫। সেতার (Solo).

৬। ছোট মেয়েদের দ্বারা সঙ্গীত।

৭। সেতার (Solo).

৮। জলযোগ, এবং সহযোগী সম্পাদিকা কর্ত্তৃক মহারাণীর নিকট সভ্যগণকে পরিচিত করা।

৯। গীত।

আনন্দপ্রকাশ ও সমিতির পরিচয়।

মহারাণি,

অদ্য ঢাকা মহিলা-সমিতির এই বিশেষ অধিবেশনে আপনাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আপনি যে আজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে আমরা বিশেষ গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ঢাকায় বহুকাল যাবৎ দুই সমাজ-সংশ্লিষ্ট দুইটী মহিলাসমিতি ছিল। ১৯১৩ সনের মার্চ্চ মাসে এই দুই সমিতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়া একটী নূতন সমিতি সংগঠিত হয়। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মহিলাগণ ব্যতীত অনেক উদারচেতা হিন্দু মহিলাগণও ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্তা আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিবারে ধর্ম্ম সাধন করা ও নানা বিষয়ে মহিলাদিগের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক উন্নতি সাধন করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এক্ষণে সমিতির মাসে ২টি অধিবেশন হয়। একটী বিধানপল্লীর দেবালয়ে ও অপরটী রামমোহন রায় লাইব্রেরী গৃহে হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ইতিহাস, সাহিত্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুশিক্ষা, রোগীর শুশ্রূষা, ইত্যাদি নানা শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া হয়। দেবালয়ের অধিবেশনে সমিতির সভ্যগণ দ্বারা নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা, আচার্য্যের উপদেশ পাঠ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনাদি হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়ে নানা দেশহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সাহায্যার্থ পাঠান হয়। বর্দ্ধমানের জলপ্লাবনে, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ লাঞ্ছিত ভারতবাসীদের সাহায্যার্থ এইরূপে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিপন্নদিগের সাহায্যার্থও সমিতির অধিকাংশ সভ্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন। বালিকাদিগকে সঙ্গীত ও বাজনা শিক্ষা দিবার জন্য সমিতির অন্তর্গত Music Class ও Singing Class খোলা হইয়াছে এবং উহাতে অনেকগুলি বালিকা নিয়মিত শিক্ষা করিতেছে।

এইরূপে আমরা আমাদের অতি ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষীণ বিশ্বাস লইয়া যে কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম—দয়াময় পিতার অযাচিত করুণায় আমাদের সেই কার্য্য-

ক্ষের দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া আমাদের প্রাণে নূতন আশা ও বিশ্বাসের আলোক লাভ করিতেছি। আমরা জানি এই সকল কাজে আপনার প্রাণের গভীর যোগ আছে। সেই জন্য আজ আমাদের মাননীয়া ভগিনীরূপে আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমাদের বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ হইতেছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জুলাইর শেষভাগে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, অক্টোবরের শেষ আসিল, কিন্তু য়ুরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। জর্ম্মণীর সম্রাট্ নাকি বহুদিন হইতেই যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তিনি তিন মাস যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন নাই; কিন্তু তাঁহার রাজ্যের ও অপর সকল রাজ্যের যে মহাক্ষতি হইতেছে, দেশের বল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের শক্তি যাহাদিগের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে সেই সকল প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ সবল পুরুষদিগের সহস্র সহস্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সমস্ত দেশকে উৎসন্ন প্রায় করিতেছে। জর্ম্মণ জাতি যেরূপ আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে সমস্ত মিলিত দেশের পক্ষে তাহাকে পরাস্ত করা হয়ত কঠিন। কিন্তু দীর্ঘকাল এইরূপ নরশোণিতপাতের পর সকল জাতিই অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন জয় পরাজয় উভয়ই প্রায় সমান হইবে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, এই মহাযুদ্ধে ধনক্ষয়, প্রাচীন কীর্ত্তির বিনাশ, শিল্প বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া এতদিনের সঞ্চিত উচ্চ সভ্যতা লুপ্ত হইয়া যাইবে। পুনরায় বর্ব্বরতা আসিবে — বিশেষ যদি পাশববলের জয়ই প্রমাণিত হয় তাহা হইলে সুনীতি, সততা, বিশ্বপ্রেম, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতির আর স্থান থাকিবে না।

এরূপ আশঙ্কা হওয়া অবশ্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ যুদ্ধের সময়ে যদি মানুষ ইচ্ছা করিয়া হিংস্র জন্তুর স্বভাব গ্রহণ করে, তবে সেই স্বভাবেরই স্থায়ী অধিকার হইবার কথা। তবে আশা এই যে পৃথিবীটা কেবল মানুষের নয়, মানুষের উপরে যিনি, যাঁহার ইচ্ছায় মহা মহা শক্তি উপস্থিত হইতেছে ও বিলুপ্ত হইতেছে সেই অনন্ত শক্তিময় দেবতার পৃথিবী। তিনি কোন বিশেষ মঙ্গল সাধনের জন্য এই মহাপ্রলয় ঘটিতে দিতেছেন এবং যথাসময়ে মানুষের দুষ্টবুদ্ধি ও পাশবশক্তির উপর আপনার প্রেম ও জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করিয়া শান্তি ও প্রেমরাজ্য আনয়ন করিবেন। ফলে জর্ম্মণী যতই কেন রণকৌশল প্রকাশ করুন না, যতই কেন পাশব অত্যাচার দ্বারা পরাজিত জাতিকে ভীত করুন না, তাঁহার যে জনক্ষয় হইতেছে তাহা পূর্ণ করিবার তাঁহার কোন উপায় নাই তাঁহার জয় তাঁহাকে জয়োন্মত্ত করিতেছে এবং এই উন্মত্তভাবে আপনার সৈন্যগণের প্রাণনাশ করিয়া অচিরে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।

অক্টোবরের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সীমান্তভাগে যুদ্ধ চলিতেছে। লোরেন-

ফ্লান্ডেস প্রদেশে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল তাহাতে কোন পক্ষ জয়ী হইতে পারে নাই। আইন নদীর নিকট যুদ্ধও সেইরূপ চলিতেছে। রণপণ্ডিতগণ বলেন ও অঞ্চলের যুদ্ধ ঐরূপই চলিবে। উহাতে জয় পরাজয় নাই। জর্ম্মণগণ ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে প্রায়ই নৈশ আক্রমণ চালাইতেছেন, মিলিত সৈন্যগণ তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিতেছেন না। কিন্তু বেলজিয়মের অবস্থা ভিন্ন—বেলজিয়মের রাজা ব্রুসেল্স হইতে রাজধানী তুলিয়া আণ্টোয়ার্পে লইয়া গিয়াছিলেন—শত্রুর পরাক্রমে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আণ্টোয়ার্পও ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং এই দৃঢ়বদ্ধ প্রাচীন নগর জর্ম্মণীর হস্তে পড়িয়াছে। রাজা রাজদরবার লইয়া অষ্টেণ্ড নামক সমুদ্রতীরস্থ নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এই নগর জর্ম্মাণগণ একবার দখল করিয়াছিল, পরে ইংরাজগণ ইহা কাড়িয়া লয়েন—কিন্তু শুনা যায় এই নগর লইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং বেলজিয়মের রাজা বেলজিয়াম ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা যাইতেছিল যে, দেশে এই মহা বিপদ উপস্থিত হওয়াতে বেলজিয়ামের রাণী ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে রাণী রাজা এল্বার্টের সঙ্গে আছেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না পণ করিয়াছেন। রাজা এলবার্ট আহত হইয়াছিলেন, তথাপি সৈন্যগণের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধের পরিচালনা করিতেছিলেন, এখন কি অবস্থা হইয়াছে জানা যায় নাই।

এদিকে এণ্টোয়ার্প অধিকার করিয়া জর্ম্মণদিগের সাহস আরও বাড়িয়াছে, তাঁহারা ঘেণ্ট নগর অধিকার করিয়াছেন। পারিস নগরের উপরে বোমা ফেলিয়া অনিষ্ট করিতেছেন, এবং সম্ভবতঃ এখন পারিস অধিকার করাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইবে। জর্ম্মণীর পূর্ব্বসীমায় রুসিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা প্রায় সেইরূপই চলিতেছে. এবং জাপান জর্ম্মণীর উপনিবাসগুলি ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছেন। এ দিকে "এমডেন" জর্ম্মণ যুদ্ধ জাহাজ আরও কয়েক খানা বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া ইংলণ্ডের মহা ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য লোকের সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। কিছুদিন রেঙ্গুন হইতে কলিকাতার জাহাজ আসা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল, এখন "এমডেন" জাহাজ এ অঞ্চল ছাড়িয়া সওদাগরি জাহাজ সকল আসা যাওয়া করিতেছে, কিন্তু বঙ্গসাগরে শত্রু জাহাজ আসিয়া অনিষ্ট করিতে না পারে এ পক্ষে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে এরূপ আমরা জানি না।

ইয়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই যুদ্ধের তাড়না ও ভীতি উপস্থিত হইয়াছে। শান্তির সময়ে যে সকল লোক যে সকল কার্য্য করিত এখন তাহা হইতে নিবৃত্ত আছে। শত সহস্র গৃহে পরিবারে মৃত্যুশোক, মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া সকল বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে তাহা নয়, সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া কোটি

কোটি লোকের ভয়ঙ্কর অন্নবস্ত্রাভাব উপস্থিত করিয়াছে। মহামান্য রাজা সম্রাট্ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই দুর্দ্দিন উপস্থিত। বিলাতী একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, ভারতসম্রাট্ রাজা পঞ্চম জর্জ্জ এখন দিন রাত্রির অধিক সময়ই সমর-মন্ত্রিগণসহ বিবিধ বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। বৎসরের এই সময়ে রাজা ও রাণী প্রায় লণ্ডনে বাস করেন না, স্কটলণ্ডের বালমোরাল [illegible] কালযাপন করেন, কিন্তু এ বৎসর বাকিংহাম প্রাসাদে বাস করিতেছেন, এবং দিনে ৩।৪ বার তাঁহার নিকট যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ আসিতেছে; ফলে রাজা স্বয়ং যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতেছেন, এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। তিনি তাহা লইয়া এত ব্যস্ত যে অন্য বিষয় কিছু দেখিতে পারিতেছেন না। এ দিকে মহারাণী মেরীও মহা ব্যস্ত, তিনি স্বামীর ব্যক্তিগত অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র লেখা ও অনেক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা ও রাণী এইরূপ ব্যস্ত থাকাতে সমস্ত রাজপ্রাসাদের অবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের দেশেও অনেক লোক অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের প্রধান রপ্তানীর সামগ্রী পাট ও চা, তাহার রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে, দেশে মহা অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছে, অনেক ব্যবসা বন্ধ হওয়াতে তৎসংক্রান্ত লোকদিগের উপার্জ্জন বন্ধ হইয়াছে। মঙ্গলময় মঙ্গল বিধান করুন—শান্তিদান করুন।

গত চৈত্র মাসের শেষ ভাগে লক্ষ্ণৌ নগরে যে নববিধান সঙ্ঘ হইয়াছিল, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বিশ্বাসী নরনারী আসিয়া এক বিধানের নামে ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে মিলিত হওয়াতে নববিধানের প্রভাব প্রকাশ হইবার একটা সুযোগ হইয়াছিল। যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, এই সম্মিলনে এত [illegible] হইবে, আশাতীত ফল লাভ হইবে [illegible] কল্পনাও করিতে পারা যায় নাই। লক্ষ্ণৌ সঙ্ঘের একটা বিশেষ লাভ হইয়াছে যে, নারীগণের ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ভক্তি স্ফুটতর আকার ধারণ করিয়াছে। সঙ্ঘের সভানেত্রী কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবীর ভিতর দিয়া যে সহৃদয়তা ও ভগ্নীভাব প্রকাশ হয়, যে ভক্তি ও সেবার ভাব প্রকাশ হয়, তাহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে।

মহিলাগণ ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী। বিশ্বাসী পুরুষগণ ধর্ম্মধন লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদিগের দ্বারা হয় না। যতদিন নারীগণ আপনার জীবনে পরিবারে ও প্রতিবেশীমণ্ডলীতে ধর্ম্মস্থাপনের ভার না গ্রহণ করেন, ততদিন ধর্ম্মের শিক্ষা বাহিরে বাহিরে থাকে। লক্ষ্ণৌ সঙ্ঘের পর হইতে ক্রমে দেখা যাইতেছে মহিলাগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া একত্র উপাসনা পাঠ আলোচনা প্রভৃতি করিতেছেন এবং অপর যে সকল মহিলা ধর্ম্মের কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সে সংবাদ দান করিতেছেন।

সম্প্রতি ঢাকাতে নববিধানবিশ্বাসি-সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে এই সজ্ঞভাব আরও বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া সকলের অবিশ্বাসকে দূর করিয়া দিয়াছে ও প্রাণে আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারুদেবী এই সমিতির সভানেত্রীর কার্য্যভার লইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস বিনয় সহজভাব ও পবিত্রতার প্রভাবে এই সমিতির কার্য্য অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি রাজরাণী হইয়াও বিধাতার বিধানে সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন, এখন নববিধানের দেবতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া নূতন সেবার রাজ্য ও সেবার কার্য্য পাইয়া আপনি নবজীবনের আস্বাদন পাইলেন, এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা উপাসনাদিতে যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও আপনার জীবনের নব আশা ও আনন্দের আস্বাদন দান করিয়াছেন। মহিলাগণকে উচ্চ স্থান দান করা এখনকার সকলেরই ইচ্ছা ও চেষ্টা, কিন্তু এরূপ বিনয় ও পবিত্রতার উচ্চ আসনে নারীকে উপবিষ্ট করা এক নূতন ব্যাপার হইয়াছে।

এই সমিতির নব জাগরণের প্রভাবে মহারাণী সুচারুদেবী ও অপর তিনটি মহিলা প্রকাশ্যভাবে "নবপরিচারিকা" ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি ইহাতে কার্য্যত প্রচারিকা ব্রতই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইঁহারা ও অপর অনেক মহিলা এখন ধর্ম্মজীবন বিতরণ করিয়া দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন।

আমরা শুনিলাম যে ঢাকায় একটি শিক্ষিত সম্পন্ন লোকের একমাত্র কন্যা বিবাহিতা হইবার অল্পকাল পরেই বিধবা হন। এই কন্যাকে লইয়া তাঁহারা গভীর শোকান্ধকারে বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে মহারাণী সুচারুদেবী আপনার বৈধব্যদশার ভিতরে বিশ্বাসী সমিতিতে কার্য্য করিতে আসিতেছেন শুনিয়া এই ভদ্রলোক সস্ত্রীক বিধবা কন্যাটিকে লইয়া উপাসনাদিতে উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের লোক নহেন, কিন্তু উপাসনা প্রার্থনাদি শুনিয়া অত্যন্ত আশা ও আনন্দ অনুভব করেন কিন্তু বিধবা কন্যাকে কিছুই বলেন না। ক্রদিন সুচারুদেবীর অন্তরের বিশ্বাস-ভক্তি-গঠিত আশা ও উৎসাহের বাক্য শুনিয়া দুঃখিনী বিধবা মাতাকে বলিয়াছেন যে ইহাতেতো বেশ আনন্দ আছে। শুনিলাম এই শোকার্ত্ত পরিবার মহারাণীর সকল কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া অত্যন্ত শান্তি ও আশা লাভ করিয়াছেন।

শিল্প মেলা।

বিগত লক্ষ্ণৌ সঙ্ঘের অধিবেশনে 'সঙ্ঘভগিনীগণ' একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করেন যে, সমাজের সাহায্যকল্পে একটী (Fancy Sale) শিল্প মেলা স্থাপন করা উচিত, যাহাদ্বারা মহিলাগণ সামর্থ্য অনুসারে স্ব স্ব শিল্পকার্য্য উক্ত শিল্পমেলায় প্রদান করিয়া সামাজিক কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিতে পারেন। আমরা আশা করি সমাজের মহিলা মাত্রেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন, এবং প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের হিতকল্পে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন। আগামী করাচী সঙ্ঘের অধিবেশনে শিল্পমেলায় যাঁহারা শিল্পকার্য্য পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এইক্ষণ হইতে প্রস্তুত হউন।

"কপূরথলা লজ"
মাভারোড,
লাহোর। } শ্রীসত্যবতী রায়
সম্পাদিকা।

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

২০শ ভাগ] কার্ত্তিক ১৩২১। [৪র্থ সংখ্যা।

সূচী।

কলিকাতা।

৬ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সবিনয় নিবেদন,

ভগবানের বিধানে নারীজীবনের আদর্শ ও সমাজে নারীর স্থান স্পষ্টতর ভাবে দিন দিন প্রকাশিত হইতেছে। তাহার ইঙ্গিত অনুসারে মহিলাগণের সেবার জন্য আমাদের "মহিলা" প্রকাশিত হয়। এ কার্য্যে সকল সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও নারীকুলহিতৈষী মহাশয় ও মহিলাগণের সাহায্য ও সহানুভূতি আমরা ভিক্ষা করি। যাঁহাদিগের নিকট "মহিলা" প্রেরিত হয়, তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহার মূল্য যথাসময়ে পাঠাইলে একান্ত অনুগৃহীত হইব। যাঁহারা এ কৃপা প্রদর্শন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাখানি ফেরত দিবেন; আমাদিগকে যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়।

বিনীত নিবেদক

শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী।

সম্পাদক

মহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्य्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

২০শ ভাগ। কার্ত্তিক ১৩২১। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে করুণানিধান, তোমার করুণাতেই নরনারী যুগে যুগে তোমার চরণাশ্রয় করিয়া দুঃখশোকপূর্ণ ভবসাগর পার হইয়াছে। তুমি করুণা করিয়া আপনার পরিচয় না দিলে কে কবে তোমাকে জানিতে পারিয়াছে ও তোমার প্রতি বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন করিয়া শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছে। চিরদিন তোমার কন্যাগণকে তুমি বিশেষ ভাব ভক্তি বিশ্বাস দান করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহারা ধর্ম্মলাভ করিয়া পরিবারে ও দেশে ধর্ম্মস্থাপন করিতে পারিয়াছেন। এখনও যে সকল দেশে ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভাবভক্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল দেশে তোমার কন্যাগণই বিশেষভাবে ধর্ম্মসাধন ও পালন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই পতিত বঙ্গদেশে কত সহস্র সহস্র নারী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, কিন্তু সেখানে ধর্ম্ম নাই। তুমি যে তাঁহাদিগকে জন্মদান করিয়া রক্ষা করিয়া শিক্ষা ও উন্নতি বিধান করিয়া তাঁহাদিগকে সংসারে স্থাপন করিতেছ তাহা তাঁহারা জানেন না এবং তোমার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া যে তোমার চরণ লাভ করা যায় তাহাও তাঁহারা দেখিতেছেন না। কিন্তু তোমাহীন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কত দুশ্চিন্তা, মনোবেদনা, কতই ইন্দ্রিয়ের অত্যাচার, রোগ শোক দুঃখ দুর্দ্দশার হাতে কত যন্ত্রণা পাইতে হয় তাহা স্মরণ করিয়া প্রাণ অধীর হয়। যে পরিবারের ভার তোমার চরণে নাই—যাহারা আপনারা আপনাদের ভার বহন করিতে প্রস্তুত, তাহারা যে কি মহাভ্রমে পড়িয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া প্রাণ আকুল হয়। তাই তোমার চরণে প্রার্থনা করি, দেবতা, তুমি কৃপা করিয়া এই বিধান কর যে, আমাদের দেশের সকল

পরিবার তোমার চরণাশ্রয়ে নিজ নিজ গৃহ স্থাপন করুন এবং তোমার প্রতি একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধাতে নির্ভর করিয়া সংসারে বাস করুন; আর যাঁহারা তোমার কৃপার পরিচয় পাইয়াছেন, যাঁহারা তোমার চরণে আপনাদিগের নিত্যকালের আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহাদিগের প্রাণে ব্যাকুলতা দেও যে, যে সকল নারী তোমার চরণাশ্রয় লাভ করেন নাই তাঁহাদিগের নিকটে তোমার কৃপার পরিচয় দান করিয়া সকলকে তোমার আশ্রয়ে ডাকিয়া লউন। তোমার কৃপায় আমাদের দেশের সকল পরিবারে তোমার রাজ্য স্থাপন হইবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

সেবাব্রত।

সকল শক্তিই ভারবহনের জন্য। যখন কোন যন্ত্র প্রস্তুত করা হয় তখন প্রথমেই স্থির করা হয় ইহার কার্য্যকরী শক্তি কত হইবে। একখানি রেলের ইঞ্জিন প্রস্তুত হইলে তাহার আকর্ষণী শক্তি কত হইবে তাহা পূর্ব্বেই গণনা করা হয়। মানুষ যখন কোন বৃহৎ কার্য্যের ব্যবস্থা করে তখন কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যের উপযুক্ত, কে কোন্ ভার বহন করিতে পারিবে তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া লয়। পরমেশ্বর যে এই এত বড় বিশ্ব সংসার পরিচালনা করিতেছেন, তিনি বিশ্বভার বহনের উপযোগী শক্তি সকল প্রকাশ না করিলে তাহা হইতে পারিত না। তাঁহার ব্যবস্থাতে জনসমাজে বা ইতর জীবজগতে কত ভার বহন, আশ্রয় দান, সেবা শুশ্রূষা স্বাভাবিক ভাবে হইতেছে। আমরা ইতর জন্তুসকলের কথা অধিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু মনুষ্যসমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই যে প্রতি নরনারী আপন আপন স্থানে অবস্থিতি করিয়া কত গুরুভার বহন করিতেছে। দেশের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাজা, রাজমন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার সহকারিগণ সমস্ত দেশের ভাবনা ভাবিতেছেন—অন্য দেশের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতেছেন, দেশের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে যত নিম্নদিকে দৃষ্টি করা যায় দেখা যায় যে এক রাজ্যশাসনরূপ মহাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র যোগ্য লোক মহা মহা ভারবহন করিতেছেন। ইঁহারা সকলে বেতনভোগী—অর্থাৎ রাজ্য তাঁহাদের ভারবহন করেন, তাঁহারা রাজ্যের ভারবহন করেন। অপর শ্রেণীর লোক ব্যবসায়ী, তাঁহারা গুরুভার বহন করিতেছেন—কত জ্ঞান, কত বহুদর্শন, কত কার্য্যকৌশল লাভ করিয়া দেশের সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগাইতেছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভাব দূর করিতে কত চেষ্টা করিতেছেন। সামান্য পণ্যভারবাহী অজ্ঞ দরিদ্র ব্যক্তি হইতে কোটিপতি মহাজন পর্য্যন্ত সমাজের মহাভার আপন আপন স্বভাব ও শক্তি অনুসারে বহন করিতেছেন। দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ঈশ্বরনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ

আপনাদিগের ইষ্টদেবতার অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া দুঃখী পাপীর দুঃখ পাপ দূর করিতে আত্মক্ষয় করিতেছেন। সংসার-রূপ ভারবহনক্ষেত্রে প্রত্যেক পুরুষ অতি কঠিন ভার বহন করিতেছে। নারীকে এই ক্ষেত্রে বাহিরে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না—কিন্তু সর্ব্বোচ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নারী পুরুষের সহায়, মন্ত্রিণী, সহভারবাহিনীরূপে বর্ত্তমান। যেখানে পুরুষ ভারবহন করিতেছে দেখা যায়, সেইখানেই উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নারীও ভারবহনে সঙ্গিনী হইয়া রহিয়াছেন।

যেমন এই সকল ক্ষেত্রে পুরুষ সম্মুখে, নারী পশ্চাতে থাকিয়া ভারবহন করিতেছেন—সমাজের অপর দিকে নারী সম্মুখে থাকিয়া ও পুরুষ পশ্চাতে থাকিয়া ভারবহন করিতেছেন। পুরুষ নারী উভয়ের অসহায় শৈশবের গুরুভারবহন কার্য্যে, বালকবালিকার লালনপালন ও শিক্ষাদান কার্য্যে, পরিবারের আভ্যন্তরিক সকল প্রকার ভারবহন কার্য্যে, বার্দ্ধক্য ও রোগের দুর্ব্বহ ভারবহন কার্য্যে নারী চিরদিন সম্মুখে থাকিয়া সম্পূর্ণ আত্মব্যয় করিয়া সমাজের সেবা করিতেছেন। যদিও এ সকল ক্ষেত্রে নারী সত্যই পুরুষের সম্মুখে অর্থাৎ অতি প্রধান অংশ সম্পাদন করেন, তথাপি স্বাভাবিক আত্মগোপন কার্য্য দ্বারা অগ্রে হইয়াও আপনাকে পশ্চাতেই দেখাইয়া থাকেন। নারী এই আত্মগোপন কার্য্য দ্বারা আপনার সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করেন এবং সকল চিন্তাশীল, সহৃদয়, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও মান্য লাভ করেন।

সমাজের অশেষপ্রকারের সেবার জন্য নরনারী দিবানিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। এই সেবার জন্য কত লোকের সময়ে ও উপযুক্তরূপে আহার হয় না, এই সেবার জন্য নরনারী কত ক্লেশ সহ্য করিতেছে, সেবা করিতে করিতে রুগ্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, সেবা করিতে করিতে অকালে জীবনলীলা শেষ করিতেছে। একভাবে দেখিতে গেলে বিশ্ব মানবপরিবারে মহা সমারোহে সেবাকার্য্য চলিতেছে। বিশ্বমানবমণ্ডলীর প্রতি ব্যক্তি সমস্ত জীবন সেবাতে ব্যয় করিতেছে অথচ এজন্য কেহই প্রায় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে না, কেহই প্রায় আত্মগৌরব করিতেছে না, সকলেই নীরবে মৃত্যু অন্ধকারে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে এবং বংশের পর বংশ এইরূপে সেবাব্রত পালন করিতেছে।

যদিও আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এই সংসার সেবার ক্ষেত্র—এখানকার ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপন আপন শক্তি সেবার কার্য্যে ব্যয় করিতেছে এবং চিরদিন সেবা করিয়া জীবন শেষ করিতেছে—এখানে সকলেই সেবক সেবিকা, সেবাব্রতধারী; কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে ব্যক্তি সেবাব্রতধারী, দাস বা দাসী, তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নরনারীর সেবা করা? তাহা হইলে কি উত্তর পাইব? প্রত্যেকেই বলিবে, না আমি আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করি—

আপনার লাভ, উন্নতি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কার্য্য করি—জগতের বিষয় আমি অত বুঝি না বা গ্রাহ্য করি না—যাহা আমার জন্য বা আমার অত্যন্ত প্রিয়জনের জন্য প্রয়োজন হয় তাহাই আমি করি—আমি অন্যের জন্য জীবনপাত করিতে যাইব কেন? আমি আমার কার্য্য করি, অন্যের কার্য্য করি না। আমি কাহারও দাস বা দাসী নই।

ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বারা যে সমস্ত জগতের উপকার হয়, একথা কয় জন লোকে বুঝিতে পারে। প্রত্যেকেই আপন আপন স্বার্থের অধীন হইয়া সেবা করে—এক বিধাতার নিয়মে তাঁহার স্বার্থের কার্য্য নিঃস্বার্থ কার্য্যে পরিণত হয়। নরনারী আপনার পুত্রকন্যাকে প্রাণ মন দিয়া প্রতিপালন করে—উন্নত করে—তাহারা জগতের সেবক সেবিকা হইয়া জগতের মঙ্গল করে। ব্যবসায়ী আপনার লাভের জন্য বিবিধ প্রকারের পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করে—তাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার হয়—পণ্ডিত জ্ঞানী আপনার জ্ঞানের উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষা দান করেন, বিশ্ব মানবের জ্ঞান তাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ সৃষ্টিতে এই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার যে মোহান্ধ স্বার্থপর নরনারীর দ্বারা জগৎহিতকর নিঃস্বার্থ কার্য্য হইতেছে। স্নেহময়ী মাতা অন্য সকল শিশুকে ভুলিয়া আপনার শিশুর সেবায় দেহ মন প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন। তিনি কেবল আপনার প্রেমের বস্তুকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেছেন, কিন্তু হইতেছে জগতের নিঃস্বার্থ সেবা। এইরূপ অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্বেও জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া মানুষ সংসারে জীবন যাপন করিতেছে—ইহাতে জগতের কার্য্য হইতেছে, বিধাতার অভিপ্রায় একভাবে পূর্ণ হইতেছে, কিন্তু ইহাতে মানুষ সামান্য মানুষই থাকিয়া যাইতেছে। এরূপ কার্য্যে মানুষ দেবতা হইতে পারে না। দুঃখজনক অবস্থা এই উপস্থিত হয় যে, যখন এক ব্যক্তি কোন কারণে এই বিশ্বমানবের সেবার কোন কার্য্য প্রাপ্ত হয় না তখন সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, অথবা আপনার শক্তির অপব্যবহার করিয়া জগতের ও আপনার অনিষ্ট করে। দৃষ্টান্তস্থলে এই-রূপ বলা যাইতে পারে যে, নারীর যখন উপযুক্ত বয়সে পুত্রকন্যাগণ সেবাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তখন তিনি বিশ্বমানব-রাজ্যের এক উচ্চ কার্য্য প্রাপ্ত হইয়া সেই ক্ষেত্রে আপনার শক্তি জ্ঞান প্রেম ব্যয় করিয়া আপনি আপ্তকাম হইলেন ও জগ-তের সেবা করিলেন, কিন্তু যদি সন্তানলাভ না হয়—যদি অন্যের জন্য আপনার শক্তি ব্যয় করিতে বাধ্য না হন, তাহা হইলে সেই নারী উপযুক্ত সেবাকার্য্যের অভাবে জড়তা, আলস্য, পাপ ইত্যাদিতে পতিত হইবেন। অথবা যখন নারী আপনার পুত্রকন্যাগণের লালন পালন শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিলেন—পুত্রকন্যা-গণের সেবার আর প্রয়োজন রহিল না—তখন নারী আপনার অভিজ্ঞতা, শক্তি,

প্রেম প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া সেবা করিবার কোন অবসর পাইলেন না, তাঁহার পক্ষেও আপনার শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে দুর্গতি ঘটিবার সম্ভাবনা। নারী পুরুষ উভয়েরই সাধারণত এই একই কারণে অধিকাংশ সময়ে দুর্গতি ঘটে। অর্থাৎ যাহার যে শক্তি আছে, যাহার দ্বারা যে কার্য্য হইবে সে ব্যক্তি যথাসময়ে সেই কার্য্যটি না পাইলেই আপন শক্তির অপব্যবহার বা অব্যবহারে আপনার ও জগতের অনিষ্ট করে। এজন্য দেখা যায় যে সংসার যখন কোন নর বা নারীকে তাহার শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে দিল না তখন অন্য কোন উপায়ে তাহাকে সেই সার্থকতা লাভ করিতেই হইবে।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার অভাব পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইয়া যে আমরা জগতের সেবা করি তাহাতে সংসারের কার্য্য হয় ও আমাদের অভাব পূরণ হয়, কিন্তু তাহাতে পৃথিবী অপেক্ষা উচ্চ বস্তু পাওয়া যায় না—অপর এক অবস্থা এই ঘটে, সংসারের সাধারণ নিয়মে সকল নরনারী সকল সময় আপনার শক্তির উপযুক্ত কার্য্য পায় না, এজন্য আলস্য বা অন্য হীন অবস্থা উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থাতে একমাত্র উপায় সেবাব্রত গ্রহণ করা। সাধারণ নরনারী আপনাদিগের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভাব পূর্ণ করিতে আপন আপন শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে জগতের উচ্চ নীচ সকল কার্য্য করিতেছে। যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে আপনাদিগের জীবনকে জগতের সেবায় নিযুক্ত করিবেন তাঁহারা সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া বিশ্বমানব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে একদিকে তাঁহারা সংসারের সেবা করিয়া আপনাদিগের শক্তির জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিতেছেন, অপর দিকে জগদীশ্বর যেমন জগতের হিতের জন্য জগতের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহারই অনুকরণে তাঁহার জগতের সেবা করিতেছেন। তাঁহারা মানুষ হইয়াও দেবতার স্বভাব লাভ করিতে থাকেন—পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াও স্বর্গের সুন্দর প্রেমপুণ্যধামে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

যাঁহারা ধর্ম্ম সাধন করেন—যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রেমময় বলিয়া উপাসনা করেন—যাঁহারা বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করেন যে পরমেশ্বর কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, কেবল সকলের মঙ্গল করেন—হিতসাধন করেন—তাঁহারা তাঁহার প্রেমলীলা দর্শন করিয়া ঠিক সেইরূপ জগতের সেবা করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেম করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিতে ব্যস্ত হন। আমরা যখন শুনিতে পাই যে, অমুক নারী বা পুরুষ সংসারের সেবা করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া ভগবানের প্রেমে মত্ত হইয়া নরনারীর সেবা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তখনই দেখিতে পাই প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে আসিতেছে। মঙ্গলময় দেবতাকে লাভ করিতে হইলে এই সেবাব্রত সাধন অতি শ্রেষ্ঠ পথ, ইহাতে প্রতিদিন প্রেমময়ের চরণ লাভ হয়

ও তাঁহার প্রেমের স্বর্গে বাস হয়—অপর দিকে সেবাব্রতে এত রস, এত সুখ তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অন্য সকল নরনারী প্রেমব্রত বা সেবাব্রত গ্রহণ করিতে থাকেন —ইহাতেই পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ হইবার দিন ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হয়।

জন হ্যালিফাক্স।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

তার পরদিন খুব সকাল সকাল জন কাজে বাহির হইয়া গেল। চা খাইবার সময় শ্রীমতী টডকে একবার জিজ্ঞাসা করিল "মিষ্টার মার্চ্চ ভাল আছেন তো?"

আমি সমস্ত দিন একলা কাটাইয়া যখন বিকালে বাড়ী ফিরিলাম, দেখি মিস্ মার্চ্চ তাঁর বাবার সঙ্গে কুটীরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, আমি তো আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাকে আসিতে দেখিয়া, মিস্ মার্চ্চ তাঁহার বাবাকে কি বলিলেন, তাঁর বাবা চেয়ার হতে না উঠিয়া নমস্কার করিলেন। ইনিই তো আমাদের সেই পুরাতন মিষ্টার মার্চ্চ! অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিলাম; তিনি কিন্তু আমাকে একটুও চিনিতে পারিলেন না।

মিস্ মার্চ্চ এগিয়ে এসে আমাকে নমস্কার করিলেন, এবং তাঁহার বাবার কাছে "এই ভদ্রলোক কাল আমাদের খুব উপকার করিয়াছেন' বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি মিস্ মার্চ্চের ভুল বুঝাইতে যাইলাম, কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধটী মস্ত গোলযোগে পড়িলেন। তিনি ক্লান্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া বলিলেন, আমি কতদিন হতে এই রকম অসমর্থ হয়েছি।

"আমার বাবার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দশ বৎসর বাস করিয়া শরীর একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

"বাস বলো না, আমি সেখানকার গবর্ণর ছিলাম।"

"হঁা সেখানকার জল হাওয়া ভয়ানক খারাপ, গত পাঁচ বৎসর ইংলণ্ডে ফিরে এসে অনেক ভাল হয়েছেন, বোধ হয় খুব শীঘ্র ভাল হয়ে উঠবেন।"

"মিষ্টার মার্চ্চ মাথা নাড়িলেন।"

"বাবা, মিষ্টার ফ্লেচারও তো রুগী।" মিস্ মার্চ্চের স্বরে এমন একটা সহানুভূতি ছিল, তিনি বসিবার জন্য চেয়ার দিলেন এবং বেশ সহজভাবে বন্ধুর মত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কথা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। মিস্ মার্চ্চ বলিলেন, তিনি সেখানে কখন যান নাই. তিনি তাঁহার মার সঙ্গে ওয়েল্‌সে ছিলেন।

আমার মিস্ মার্চ্চকে খুব ভাল লাগিয়াছিল। তিনি যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি কোন বই পড়িতে চাই কিনা, আমার বন্ধু না থাকায় হয়তো আমার খুব একলা লাগিতেছে।

খানিক পরেই তিনি অনেকগুলি বই আনিয়া দিলেন, বলিলেন "আমার পড়িবার সময় হয় না, কিন্তু অন্যদের খুব পড়িতে দেখিলে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়। এখন তবে আসি। আপনি ও আপনার বন্ধু আমাদের যে বই পড়িতে ইচ্ছে হয় নিয়ে যেতে পারেন। আমার বাবা বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না বলিয়া যেন ভাবিবেন না যে আমরা মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্সের রাত্রের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ নই।"

"জন অন্যের উপকার করিতে সর্ব্বদাই ভালবাসে।"

"মিষ্টার ফ্লেচার, আমি তা বিশ্বাস করি।"

সন্ধ্যাবেলা জন বাড়ী আসিলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। জন কোন কথাই বলিল না, কিন্তু দেওয়া বইগুলি লইয়া সমস্ত দিন নাড়াচাড়া করিল, পরে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তারপর দিন জন সকালে বেড়াইতে না গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যেন কি রকম বদলাইয়া গিয়াছিল। আমি সন্ধ্যার সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমরা একটা মাঠের দিকে অগ্রসর হইতেছি, দূর হইতে দেখিলাম মিষ্টার মার্চ্চ ও মিস্ মার্চ্চ বাহির হইতেছেন।

"জন, এখন তো আর পালাবার পথ নেই।"

"পালাবার তো কোন প্রয়োজন দেখি না" বলিয়া জন বাপ ও মেয়ের জন্য দরজা খুলিয়া দিল। মিষ্টার মার্চ্চ জনকে দেখিয়া উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স নাকি?"

জন নমস্কার করিল।

"কালকের রাত্রের উপকারের জন্য আমরা আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। মহাশয়েরা উভয়ে যদি আমাদের সঙ্গে চা খান তাহা হইলে আমরা খুব উপকৃত হইব।"

শীঘ্রই আমরা গাছের তলায় গিয়া বসিলাম। মিস্ মার্চ্চ নিজের পাশে আমাকে জায়গা দিলেন, জন একটু দূরে বসিল। মিস্ মার্চ্চ আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন এবং জন মিষ্টার মার্চ্চের সহিত কথা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু জনের প্রত্যেক কথাই যে মিস্ মার্চ্চ শুনিতেছিলেন, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল। খানিক পরে আমি ওয়েল্‌সের কথা আরম্ভ করিলাম, বলিলাম জন একবার সেখানে গিয়াছিল। মিস্ মার্চ্চও অল্প অল্প করিয়া লজ্জা ছাড়িয়া নিজের ধাত্রীর কথা আরম্ভ করিলেন; সে তাঁহাকে ছোটবেলা হইতে খুব যত্নে মানুষ করিয়াছিল।

"আর তাঁহার উপর অত মায়া করে কি হবে, তাঁর তো বিয়ে হয়ে যাবে, তিনি ছেড়ে চলে যাবেন।"

"বাবা, এখনও এ কথা প্রকাশ হয়নি, আপনি সবাইকে কেন বল্‌ছেন। মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি নরটনবরিতে কখন গিয়াছিলেন?"

জনের চেহারা বদলাইয়া গেল।

জনকে উত্তর দিবার সময় না দিয়া মিষ্টার মার্চ্চ বলিয়া উঠিলেন, "আমার ও যায়গা একটুও ভাল লাগে না, আমি স্ববারণ নদীতে ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম।"

"আমার কিন্তু যায়গাটা মন্দ লাগে না, যতদূর মনে পড়ে আমার খুব ভালই লাগিয়াছিল।"

"আপনি গিয়াছিলেন?" জন এই ছুটী কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব কি রকম হইয়া গেল।

"আমি যখন বার বৎসরের ছিলাম তখন একবার গিয়াছিলাম। পাখীরা কেমন ঝোপের ভিতর গান কর্‌ছে শুনুন।"

আমি মিস্ মার্চ্চকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ওপারে কখন গিয়াছেন কিনা। তিনি বলিলেন 'না।'

"আমরা ভিতরে গিয়া শুনিলে বেশ হয় না? এখান হইতে পার্শ্বস্থিত স্রোতের শব্দ শোনা যায় না।" জন সেখানে যাইতে চাহিবে ভাবিয়াই আমি কথা বলিলাম।

মিস্ মার্চ্চ যাইতে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার বাবাকে খুব শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন বলিলেন; "মিষ্টার ফ্লেচার তাহলে আসুন।"

"আমি মিষ্টার মার্চ্চের কাছে থাকি, তাহা হইলে তাঁহার আর একলা লাগিবে না।"

জন যে কেন ওরকম করিল তা আমি একটুও বুঝিতে পারিলাম না। মিস্ মার্চ্চ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত রাস্তা আমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিলেন। ছোট বোনের মত আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সময় সময় খুব একলা লাগে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

"না আমার বেশী লাগে না।"

"আপনার বন্ধু আছেন। মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্সের কি কোন বন্ধু কিম্বা আত্মীয়া আছেন?"

"না, কেউ নেই।"

একটা গাছের ডাল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিলেন "আপনাদের উভয়ের ভিতর খুব বন্ধুত্ব. না?"

"জন আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমার সব।"

"তাই নাকি? তিনি খুব ভাল লোক, না? চেহারা দেখলেই বুঝা যায়। আমার নিজের অন্ততঃ মনে হয় যে, পৃথিবীতে ভাল লোক খুব কমই আছে।"

আমার এবিষয়ে তর্ক করিবার আর সময় ছিল না, কেননা এই সময় তর্কের জিনিষ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জন—"মিষ্টার মার্চ্চ আমাকে পাঠাইলেন, আশা করি আমার আপনাদিগের সহিত যোগ দেওয়ার কোন আপত্তি নাই" বলিয়া খুব গম্ভীর ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

মিস মার্চ্চ হাসিয়া ফেলাতে জনের গম্ভীরত্ব চলিয়া গেল।

"আমি ভেবেছিলাম আমি ঝোপের ভিতর লাফিয়ে পড়ে তোমাদের সকলকে চম্‌কিয়ে দেব। মিস্ মার্চ্চ, আমার বন্ধুটী

আপনাকে কি সব অদ্ভুত কথা বলিতেছিল ?"

"আমি যদি না বলি।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবেন না ?'

জন এমন গম্ভীর ভাবে বলিল যে মিস্ মার্চ্চ উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। "মিষ্টার ফ্লেচার তিনটী বিষয় বলছিলেন—প্রথমতঃ আপনি পিতৃমাতৃহীন, দ্বিতীয়তঃ আপনি তাঁর খুব বন্ধু, তৃতীয়তঃ আপনি খুব ভাল লোক।"

"আপনি কি বলিতেছিলেন ?"

"প্রথম বিষয়টী আমি জানিতাম না ; দ্বিতীয় বিষয় আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তৃতীয়টা আমারও ঠিক ঐ মত ছিল।"

জনকে খুব প্রফুল্লিত মনে হইল। সে মিস্ মার্চ্চের সঙ্গে খুব গল্প করিতে করিতে চলিল। আমি বেচারা পেছনে পড়িলাম, কিন্তু তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলাম এবং মাঝে মাঝে যোগও দিতেছিলাম। জন তাহাকে গাছ পালা নদী দেখাইতে দেখাইতে চলিল। জন ও মিস্ মার্চ্চ দুজনেই অঞ্জলি করিয়া জল খাইল, তার পর মিস্ মার্চ্চ একটী পাতার ঠোঙ্গা তৈরী করিয়া তাহাতে জল ভরিয়া আমার মুখের কাছে ধরিলেন।

"আমি রিবেকা আপনি ইলিয়েজার, নিন জল খান।"

জন খুব আস্তে বলিল "আমারও খুব তৃষ্ণা রয়েছে।" মিস্ মার্চ্চ একটু ইতস্ততঃ করিয়া জল তুলিয়া মুখের কাছে ধরিলেন, জন সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল। দুজনেই একটু গম্ভীর হইয়া গেল, জানি না উভয়ে কি চিন্তা করিতেছিল। আমরা ফিরিলাম. মিষ্টার মার্চ্চ বিদায় লইবার সময় বলিলেন, তিনি আমাদের পাইয়া খুব সুখী হইয়াছেন এবং আশা করেন এই রকম মাঝে মাঝে যোগ দিয়া তাঁহাদের সুখী করিব।

"জন, মিস্ মার্চ্চের নাম জান কি ?"

"বোধ হয় উরস্থলা।"

"তুমি কি করে জানলে ?"

"আমি উঁহার বইতে দেখিয়াছিলাম।"

"বেশ সুন্দর নাম।"

"বেশ সুন্দর।"

আমি জনকে এই অবস্থায় দেখিলে সর্ব্বদা চুপ করিয়া যাইতাম. আজও চুপ করিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পরের সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই জনকে নরটনবারীতে যাইতে হইয়াছিল। তাহাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাইত, প্রতিদিন রাত্রে সে ঝড়বৃষ্টিতেও বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইত। তাহার সঙ্গে আমারও যাইতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু পারিয়া উঠিতাম না। জন শনিবার সকালে খাইতে বসিয়া শ্রীমতী টডকে মিষ্টার মার্চ্চ কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিল।

শ্রীমতী টড মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অবস্থা বড় খারাপ। মিস্ মার্চ্চকে প্রায় সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।"

"হাঁ প্রায় সমস্ত রাত আলো জ্বলিতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি

কি তাঁহাদের জন্য কিছু করিতে পারি না? যদি ডাক্তার ডেকে আনতে হয় তাহা হইলে জানাইবেন।"

"আমি মিস্ মার্চ্চকে জিজ্ঞাসা করিব," বলিয়া শ্রীমতী টড চলিয়া গেলেন।

"জন, আজ তুমি নরটনবারীতে যাবে না?"

"না, আজ আর যাবার বিশেষ দরকার নাই; ফিনিয়স্ ভাই, তোমার কাছে আর লুকাইব না, না যাবার আরও কারণ আছে, আজ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, মিষ্টার মার্চ্চের বাঁচিবার আশা খুব কম, এমন কি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাইতে পারেন, সেজন্য আজ আর আমি বাহিরে যাইব না।"

"ভাই তুমি ওঁদের সম্বন্ধে অত চিন্তিত হইও না, অচেনা লোকদের জন্য অত ভাবিয়া কি হইবে?"

জনের কিন্তু সেদিন খাওয়া হইল না। চিন্তা করিতে করিতে বলিল—"ফিনিয়স্, তোমার কি মনে হয় না যে, মৃত্যু নিকট একথা রুগ্নী ও তাহার আত্মীয়দের কাছে লুকিয়ে রাখায় ভয়ানক অন্যায় করা হয়। রুগীর হয়তো কত কথা বলিবার থাকিতে পারে। বেচারা মিস্ মার্চ্চ প্রস্তুত নাই, হঠাৎ মৃত্যু হইলে তাঁহার হয়তো ভয়ানক আঘাত লাগিতে পারে।"

জন অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। খানিক পরে আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিল।

"ফিনিয়স্, তুমিও আমার মত চিন্তিত বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের কি উচিত নয় তাঁদের এ কথাটা জানতে দি?"

"নিশ্চয়ই, তাঁহারা অন্য ঔষধের চেষ্টা করিতে পারেন।"

"তাহাতে কোন লাভ নাই, তাঁহার জীবনের কোন আশা নাই একথা তাঁহাকে অনেক দিন বলা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নাই এবং মেয়েকেও বলিতে দেন নাই।"

"জন, মিস্ মার্চ্চের জন্য তোমার খুব ভাবনা হচ্ছে না?"

"হাঁ নিশ্চয়ই, মিস্ মার্চ্চ খুব ভাল মেয়ে।"

এই সময় শ্রীমতী টড সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোক ফুলিয়া উঠিয়াছিল। জনকে দেখিয়াই আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। জন তাঁহাকে বসাইয়া এক গ্লাস সরবৎ খাইতে দিল।

"আমি সমস্ত রাত জাগিয়াছি, কিন্তু এখন আর বসিতে পারিলাম না, মিষ্টার মার্চ্চের আয়ুঃ শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

"তাঁহার মেয়ে কি বুঝিতে পারিয়াছেন?"

"না, সে ছেলেমানুষ, কখনও কাহাকেও মরিতে দেখে নাই, সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।"

আমরা সবাই চুপ করিয়াছিলাম, জন বলিল তাঁহাকে বলা উচিত, আর আপনি বলিলেই ভাল হয়।

শ্রীমতী টড ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

"আপনি মেয়েমানুষ কিনা, সেজন্য বলিতেছিলাম। তা আপনি যদি না পারেন অগত্যা আমাকেই বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার দেখা কোথায় পাইব ?"

"তার বন্দোবস্ত আমি করিতেছি" বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে শ্রীমতী টড চলিয়া গেলেন। সেদিন সমস্ত দিনই মুষলধারে জল পড়িতেছিল। বিকালবেলা শ্রীমতী টড আসিয়া বলিলেন "বৃদ্ধ লোকটী এখন ঘুমাইতেছেন ও মিস্ মার্চ্চ এক পেয়ালা চা খাইবার জন্য নীচে নামিয়াছেন, আপনি এই বেলা গিয়া খবর দিন।"

জন ভিতরে গেল। এই কদিনে মেয়েটী কত বদলাইয়া গিয়াছিল। বিপদ তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা দূর করিয়াছিল।

"আমার বাবার অসুখ খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীমতী টড আপনি অত কাঁদিবেন না, আমি একবার আরম্ভ করিলে থামান মুস্কিল হয়, আমি যদি এসময় এত নরম হই তাহা হইলে বাবাকে কে দেখিবে ?"

"মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, উনি অত কাঁদছেন কেন ? বাবা তো আবার ভাল হয়ে উঠবেন ?"

"আশা করি। শেষ পর্য্যন্ত আশা করা উচিত। তারপর ভগবানের হাতে ছেড়ে দেওয়া।"

"মিস্ মার্চ্চ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, আপনি কি বলিতে চান—ডাক্তার কি আমায় জানাইতেন না যদি—।"

শ্রীমতী টড কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ডাক্তার ও আমরা কেহই বলিতে সাহস পাই নাই, কেবল মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স—।"

মিস্ মার্চ্চ হৃদয়-বিদারক দৃষ্টিতে জনের দিকে চাহিলেন। অনেক দিন পরে তিনি বলিয়াছিলেন যে সেই বিপদের সময় জনকে ঠিক দূতের মত পাইয়াছিলাম।

তারপরেই তিনি দৌড়িয়া উপরে চলিয়া গেলেন। জন ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। সে অনেকক্ষণ একটীও কথা বলিল না।

খানিকক্ষণ পরে শ্রীমতী টড "মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স" বলিয়া ডাকিলেন। আমরা মিষ্টার মার্চ্চের ঘরে গেলাম। শুধু দেহটা পড়িয়াছিল, আত্মা পিঞ্জর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল।

মিস্ মার্চ্চ শ্রীমতী টডের কোলে নিশ্চল ভাবে পড়িয়াছিলেন। জন তাঁহাকে তুলিয়া আমার ঘরে সোফার উপর শোয়াইয়া দিল।

"ফিনিয়স, দরজা বন্ধ করে দেও। শ্রীমতী টড, কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিবেন না, তিনি এখন জাগিতেছেন।"

বালিকা স্বপ্নোত্থিতার মত উঠিয়া বসিল। শ্রীমতী টড জড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন "বাছা একটু কাঁদ।"

"আমি পারছি না," বলিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

আমরা নির্ব্বাক্ হইয়া সেই শোকের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে জন বলিল, "ওঁকে উপরে নিয়ে যান। বাপের কাছে নিয়ে যান। কাঁদতে দিন।"

জনের কথা কাজ করিল, সে শ্রীমতী

টডের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল। "এস, ফিনিয়স, আমরা এখন যাই।"

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মৃত্যুর পরদিনে আমরা তিনজনে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলাম যে আমরা নিজেদের ঘরগুলি মিস্ মার্চ্চের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা বাড়ীর যে অংশে থাকিতেন সেই অংশে গিয়া বাস করিব। সেই দিনই আমরা নিজেদের জিনিষপত্র লইয়া সেই ধারে উঠিয়া গেলাম, কেবল যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘর বন্ধ রহিল।

সোমবারে লোকজনের পায়ের শব্দ ও হাতুড়ীর শব্দ কাণে আসিল।

শ্রীমতী টড আসিয়া বলিলেন "মৃতদেহ শীঘ্রই লইয়া যাওয়া হইবে।"

"এই শোকের সময় কি মিস্ মার্চ্চের কোন আত্মীয় আসবেন না?"

"তোমার কি মনে নাই, যে তিনি বলিতেছিলেন যে, পৃথিবীতে তাঁহার একটীও বন্ধু নাই।"

এই সময় শ্রীমতী টড বলিলেন "মিষ্টার হ্যালিফাক্স, মিস্ মার্চ্চ আপনাকে কিছু বলিতে চান।"

"কেবল আমাকে চান?"

"হাঁ কফিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান।"

"আচ্ছা তাঁহাকে বলুন, আমি আসিতেছি।"

খানিক পরে জন একটু গম্ভীর হইয়া ফিরিয়া আসিল।

"ফিনিয়স, মিস্ মার্চ্চ আমার উপর এতটা ভরসা কর্‌ছেন। আমি যদি তাঁর আরও সাহায্যে আস্‌তে পার্‌তাম। আমাকে ও শ্রীমতী টডকে কাফনের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।"

"জন, তুমি কি তাঁর সমস্ত কাজ করে দিতে পারবে? তুমি নিজেই ছেলেমানুষ।"

"মিস্ মার্চ্চ তো আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি চল্লিশের কাছাকাছি। জন, আমাকে কি এত বড় দেখায়?"

"হাঁ, সময় সময়। গোর দেবার কি বন্দোবস্ত হলো?"

"কফিনের সঙ্গে কেবল আমরা তিন জন যাব। মন্দিরের পাশের জমিতে সমাহিত করা হবে। কে জানিত এত শীঘ্র আমাদের আপনার জনকে ওখানে রাখিতে হইবে?"

"আপনার জন বলো না।"

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম "আপনার" মানে কি। এই ভাবেই প্রণোদিত হইয়া একজন অচেনা লোক আর একজন অচেনাকে বলে 'আজ হইতে অনন্তকালের জন্য তোমার যা তা আমার হউক এবং আমার যা তাহা তোমার হউক।'

"জন, তিনি কি আর কিছু বলিলেন?"

"না, কিন্তু শ্রীমতী টডের কথায় বুঝা গেল তাঁহার কেহ নাই।"

"বেচারা!"

"বেচারা কেন বলছো। তিনি দয়ার পাত্রী নন, কিন্তু সম্মানের পাত্রী। সলোমন এই রকম মেয়ের কথাই বলে বলেছিলেন, মণি মুক্তা অপেক্ষা ইহার মূল্য বেশী।"

"আমিও বিশ্বাস করি। আর যাঁর ঘরে যাবে তাঁর ঘর আলো করে দেবে।"

জন আমার কথায় কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

তারপর কদিন কাটিয়া গিয়াছে। মিস্ মার্চ্চ এ কদিন নিজের ঘরেই থাকিতেন, বাহিরে কোথাও যাইতেন না। আমি জনকে রোজই তাঁহার খবর দিতাম।

একদিন জন বলিল, ফিনিয়স, তোমার বাবাকে কি মিষ্টার মার্চ্চের মৃত্যুর কথা বলিয়াছ ?

"না, তিনি অপরিচিতদের জন্য তত ভাবেন না।"

"আজ আমার হয়তো ফিরিতে রাত্রি হইতে পারে। তোমার বাবার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"ডেবিড্!"

"কি ভাই।"

"তুমি বাবাকে যা বলবে, তা কি প্রথমে আমায় বলতে পার না ?"

"বিশেষ কিছু নয়।"

"জন, আমায় বলবে না, তোমার সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিতে আমার ভাল লাগে।"

"না, শুধু জিজ্ঞাসা করিতাম, তিনি কি করিয়া কাজ আরম্ভ করিলেন।"

"কেন তুমি স্বাধীন ভাবে কাজ আরম্ভ করিতে চাও নাকি ?"

"হাঁ স্বাধীনভাবে! আমার মূলধন তো ধরছে না, হাতে একটাও পয়সা নেই।"

"স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, সাধুতা আছে, আর এই রকম ছোট্ট ছোট্ট ধরণের কত কি আছে।"

"এরা তো মূলধনের সৃষ্টি করতে পারে না, আর টাকা না হলে চামড়ার ব্যবসায় কিছুতেই আরম্ভ করা যায় না।"

"বাবার মত যদি কারুর অংশীদার হয়ে কাজ আরম্ভ কর, তাহালে উন্নতি হতে পারে। বাবা যখন কাজ আরম্ভ করেন, তাঁহার হাতে এক পয়সাও ছিল না; কিন্তু তিনি নিজ অধ্যবসায়ের বলে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন এবং সময়ে বিবাহও করেছিলেন।" শেষ কথাটা বলিয়া আমি আর জনের দিকে তাকাইলাম না। সে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আমার চেয়ারের কাছে আসিয়া হেলান দিয়া দাঁড়াইল।

"ফিনিয়স ভাই, তুমি আমার যথার্থ বন্ধু। আমি নিজের ভবিষ্যৎ ভাবনায় একটু অস্থির হয়েছিলাম। কিন্তু এবার আমি মনের বল করে খাটতে আরম্ভ করবো, এবং হয়তো এমন দিন আসবে যখন তুমি কিম্বা অন্য কাউকে আমার জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।"

"এখনই কি কেউ লজ্জা পায় ?"

"যাক্ আমার হাত থেকে যে চামড়ার গন্ধ বাহির হইতেছে তাহাতে টেঁকা ভার, কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্ত থাক্" বলিয়া জন উপরে চলিয়া গেল।

তারপরদিন রবিবার ছিল। গির্জ্জার ঘণ্টা থামিবার পর দেখিলাম কাল পোষাক পরিয়া আমাদের জানলার কাছ হইতে কে একজন চলিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম মিস্ মার্চ্চ যাইতেছেন। সেদিন সমস্তদিন আর তাঁহার দেখা পাইলাম না।

সোমবার খবর আসিল, তিনি আমাদের

উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। আমরা বসিবার ঘরে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি নীরবে উঠিয়া আমাদের নমস্কার করিলেন। আমরা অন্য সব গল্প আরম্ভ করিলাম। মিস্ মার্চ্চ শোকাবেগ অনেক সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জনের সঙ্গে অনেক কথা বলিলেন। জন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কথা বলিতেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ যেন সেটা ভাঙ্গিয়া গেল।

"মিষ্টার হ্যালিফ্যাক্স, আপনি নরটান বারীর কথা কিছু জানেন?"

"আমি সেখানে থাকি।"

"তাহালে আপনি বারথউড ও তাঁহার স্ত্রীর কথা জানেন, তাঁর স্ত্রী কি রকম লোক বলতে পারেন কি?"

"এমনি বেশ লোক সকলে বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকায় বোধ হয় সুবিধা হইবে না।"

"না দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, আমার সৎপরামর্শদাতা সাথীর দরকার। আমাকে টাকাকড়ির কথা কখন ভাবতে হয়. নাই, কিন্তু এখন টাকার উত্তরাধিকারী হইয়াছি। জেনের সঙ্গ পেলে আমার খুব উপকার হতো, কিন্তু তাও অসম্ভব।"

"টাকা দিয়া কত উপকার করা যায়।"

"হাঁ আশা করি, আমি আমার টাকা ভাল করিয়া ব্যবহার করিতে পারিব।"

"আপনারা নরটনবারীর কোন অংশে থাকিতেন?"

"কলথম্ রোড়ে।"

"হাঁ সেখানে যখন আমি বিছানায় পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট্ করতাম, তখন কাছের গির্জ্জা ঘরের ঘড়ির শব্দ শুয়ে শুয়ে শুনতে খুব ভাল লাগিত।"

"কিসের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেন?"

"কিছু না, রুটী কাটিতে গিয়া ঝির কাছে বাধা পাইয়া ছুরী হাতে বিদ্ধ হইয়া যায়, তাহাতে অনেকদিন ভুগিতে হইয়াছিল।"

"কখন এ ঘটনা হইয়াছিল, পাঁচ ছয় বৎসর আগে?"

"সে সব শুনে আর কি করবেন, সে কিছুই না।"

"না আমাকে বলতেই হবে।"

"যদি শুনতে চান তবে শুনুন, আমি ছেলেবেলায় ভয়ানক দুষ্টু ছিলাম। একটী গরীব ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছিলো, তাই আমি এক টুক্‌রা রুটী কেটে দিতে চাইলাম; কিন্তু তাহাতে ভয়ানক বাধা পাওয়াতে জোর করিতে গিয়া লাগিয়া গেল, যখনি হাতের দাগটা দেখি তখনই সেই ছেলেটীর কথা মনে পড়ে।"

"আমি কি সেই দাগ দেখিতে পারি?"

জন মিস্ মার্চ্চের হাত ধরিয়া, জামার হাত সরাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দাগের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর কিছু না বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

প্রাচীন জর্ম্মাণ জাতি।

উদ্ধৃত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৩। কি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয়, কি ব্যক্তিগত, জর্ম্মণগণ অস্ত্রে সজ্জিত না হইয়া কোন বিষয়ই আলোচনা করে না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে কেহ অস্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না; অস্ত্রধারণের শক্তি বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইলে তবে এই অধিকার প্রদত্ত হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অস্ত্রগ্রহণার্থীকে সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাহার পিতা, অথবা কুটুম্ব অথবা কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঢাল ও বর্ষায় ভূষিত করেন। ইহাই তাহার দীক্ষা। এখন তাহার দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইল; কারণ, দীক্ষার পূর্ব্বে রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে অস্তিত্বশূন্য ছিল। দীক্ষিত যুবক কোনও খ্যাতিমান্ বীরপুরুষের অনুগামী হইয়া রণনৈপুণ্য শিক্ষা করে। যে বীরের অনুগামী সংখ্যা যত অধিক, তাঁহার তত সম্মান। অনুগামিগণ সংগ্রামে সহায়, শান্তিতে ভূষণস্বরূপ। এইরূপ বহুযুবজনবেষ্টিত ব্যক্তিগণ শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও প্রতিষ্ঠা ও গৌরব লাভ করিয়া থাকেন। সন্ধির অভিলাষী হইয়া বৈদেশিক রাজদূত ইঁহাদিগকেই মহার্ঘ উপহার প্রদানে তুষ্ট করিতে চায়; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঁহাদিগেরই অভিমত অনুসারে কর্ত্তব্য অবধারিত হয়।

১৪। সামন্তগণ জয় লাভের জন্য যুদ্ধ করে; অনুগামিগণ যুদ্ধ করে সামন্তের জন্য। পরাজিত হইলে নেতার অগৌরব, বীরত্বে নেতা অপেক্ষা হীন হইলে অনুগামীর অগৌরব। স্বদেশে দীর্ঘকাল যুদ্ধ উপস্থিত না হইলে এই যুবকগণ বিদেশে যুদ্ধ করিতে যায়, কারণ ইহারা বিশ্রাম ভালবাসে না, বিপদেই ইহাদিগের আনন্দ। আর যুদ্ধ ও লুণ্ঠন ভিন্ন বহু সংখ্যক যুবকগণকে পোষণ করিবার আর উপায়ও নাই। বেতনের পরিবর্ত্তে সামন্তগণ ইহাদিগকে আহার প্রদান করেন। ইহারা যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হইতে খুব প্রস্তুত, কিন্তু কৃষি-কার্য্যে নিতান্ত বিমুখ। ইহাদিগের মতে, রক্তপাত করিয়া যাহা লাভ করা যায় তাহার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করা ভীরু ও অলসের কর্ম্ম।

১৫। যুদ্ধ উপস্থিত না থাকিলে অনেকে শিকার করিতে বাহির হয়; কিন্তু অধিকাংশই খাইয়া, ঘুমাইয়া, নিতান্ত অলসভাবে সময় যাপন করে। এমন কি, অতিশয় সাহসী ও রণপ্রিয় ব্যক্তিরাও নিষ্কর্ম্মা হইয়া দেবারাধনা অবধি গৃহের ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল লোকদিগের হস্তে ছাড়িয়া দেয়; আপনারা কেবল আরাম করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের প্রকৃতিতে আর এক আশ্চর্য্য বিসংবাদী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়,- একাধারে অলসতা, ও শান্তির প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান। প্রতিবেশী রাজ্য হইতে অশ্ব, বর্ম্ম, অস্ত্র উপহার পাইলে ইহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়। রোমাণগণ ইহাদিগকে অর্থ লইতেও শিখাইয়াছে।

১৬। জর্ম্মণীতে ইটালী ও গ্রীসের ন্যায় জনাকীর্ণ নগর নাই, কারণ এ দেশের

লোকেরা মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে না। ইহারা, পরস্পর হইতে দূরে বিচ্ছিন্নভাবে, (১) মাঠ অথবা বৃক্ষরাজির মধ্যে, কিংবা নির্ঝরিণীর নিকটে স্বীয় অভিরুচি অনুসারে বাস করে। (২) ইহাদিগের গ্রামগুলি পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও সংশ্লিষ্ট হর্ম্ম্য-সমূহে সুশোভিত নয়। প্রত্যেকে চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত স্থান রাখিয়া আপনার আবাস স্থান নির্ম্মাণ করে। বোধ হয় অগ্নিভয় অথবা গৃহনির্ম্মাণে অনভিজ্ঞতাই এরূপ করিবার কারণ। ইহারা ইট অথবা পাথরের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে জানে না; সকলেই কদাকার, সৌষ্ঠববিহীন কাষ্ঠের গৃহে বাস করে। ভিতরের দেয়াল এরূপ উজ্জ্বল বিশুদ্ধ মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন রং করা হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের লোকেরা পর্ব্বত-গুহায় বাসগৃহ প্রস্তুত করে। ইহাতে শীতের ক্লেশ অনেক লঘু হয়, এবং শত্রুভয় হইতেও সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

১৭। জর্ম্মণগণ অঙ্গরক্ষার জন্য একখানি বহির্ব্বাস (Sogum) ব্যবহার করে, তাহা আল্‌পীন্ বা কাঁটা দিয়া আটকাইয়া রাখে। অনেকে অনাবৃত দেহে চুল্লী অথবা অগ্নিকুণ্ডের নিকট সমস্ত দিন যাপন করে। ধনিগণ বহির্ব্বাসের (Sogum) নীচে একখানি বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা (বাঙ্গালীদিগের ধুতি চাদরের ন্যায়) লম্ববান বা বায়ুপ্রবাহে উড্ডয়নশীল নহে। উহা গাত্রের সহিত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া, যুক্ত থাকে। ইহারা পশুচর্ম্মও পরিধান করিয়া থাকে। (৩) দূরতম গোষ্ঠীর লোকেরা বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়া চর্ম্ম সুন্দর ও আরামদায়ক করে, কারণ তাহারা এখনও বাণিজ্যাভাবে সভ্যতার উপজাত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ইহারা মনোনীত পশুর চর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া, সমুদ্রজাত জন্তুর রোমে নানা রঙ্গে সুশোভিত করে। জর্ম্মণদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পরিধেয়ে কোনও পার্থক্য নাই, কেবল স্ত্রীলোকগণ অনেক সময় পট্টবস্ত্রে দেহ আবৃত করেন, এবং উহা লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া থাকেন; ইহাদিগের বাহু এবং বক্ষের উপরিভাগ অনাবৃত থাকে।

১৮। জর্ম্মণগণের বিবাহবিধি কঠিন হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। বর্ব্বরজাতি সমূহের মধ্যে কেবল ইহারাই এক পত্নীতে সন্তুষ্ট রহে। কদাচিৎ কেহ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে, তাহাও ইন্দ্রিয়সেবার জন্য নহে। যে বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তাহাকে অনেকেই কন্যা দান করিতে চায়, এ জন্য কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়

(১) "A mark of their love of liberty and independence"—Church and Brodribb.

(২) আধুনিক জর্ম্মণ নগরগুলির শেষাংশ এই উৎপত্তির পরিচয় দেয়। যথা, Rosbach (back = brook), Elberfeld (Feld = field), Paderborn (born—spring), Suckenwald (wald—wood).

(৩) সীজর বলেন, জর্ম্মাণগণ বল্গা-হরিণের চর্ম্ম পরিধানার্থ ব্যবহার করে। De Bello Gallico VI, 22.

ব্যক্তিকে বহুবিবাহ করিতে দেখা যায়। পত্নী পতিকে যৌতুক প্রদান করেন না, পতিই পত্নীকে যৌতুক দিয়া থাকেন। পিতা মাতা ও আত্মীয়স্বজন বিবাহ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যৌতুকগুলি মনোনীত করেন। এই সকল যৌতুক নবপরিণীতা পত্নীর সুখ প্রসাধন অথবা দেহসজ্জার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় না। সুসজ্জিত অশ্ব, গাভী, ঢাল, বর্শা ও তরবারি বিবাহের শ্রেষ্ঠ উপহার। বিবাহার্থিনী কন্যাও ভাবী স্বামীকে অর্ঘ্যস্বরূপ কোনও অস্ত্র প্রদান করেন। উপহার বিনিময় সম্পন্ন হইলে তিনি পত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ইহাই অচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধন, পবিত্র উদ্বাহ-মন্ত্র এবং প্রজাপতির শুভাশীর্ব্বাদ।

স্ত্রী কখনও মনে করেন না, যুদ্ধে সর্ব্ববিধ বিপদের সম্মুখীন হইয়া বীর-বিক্রমে খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা কেবল পুরুষদিগের পক্ষেই শোভা পায়, উহা তাঁহার কর্ত্তব্যসীমার বাহিরে; বরং বিবাহের প্রাথমিক মঙ্গলাচরণে তাঁহার প্রতি এই উপদেশই প্রদত্ত হয়, তিনি সকল শ্রমে ও বিপদে স্বামীর সঙ্গিনী হইবেন, রণে ও শান্তিতে স্বামীর সহিত সকলই বহন করিবেন, সকলই করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। যুজিত বৃষভ, সজ্জিত সুরাশ্ব, বহুমূল্য প্রহরণচয়—এ সকলেরই এই একই লক্ষ্য ও উপদেশ—পত্নীকে এইরূপ স্বামীর সহচারিণী ও অনুগামিনী হইয়া চলিতে হইবে। (৪) তিনি যৌতুক-স্বরূপ যে সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন, তাহা কলঙ্কিত না করিয়া পূর্ণ গৌরবের সহিত পুত্রগণের হস্তে সমর্পণ করিবেন, পুত্রবধূ-গণ আবার তাহা পৌত্রদিগকে প্রদান করিবেন।

১৯। অতএব এই সকল অমোঘ বচনে সুরক্ষিতা হইয়া ইঁহারা বিশুদ্ধ জীবন যাপন করেন, এবং উৎসবনৃত্য ভোজের প্রলোভন হইতে সতত দূরে অবস্থান করেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গুপ্ত-প্রণয়-লিপির ব্যবহারে একান্ত অজ্ঞ। এই অগণিতজনসমন্বিত জাতির মধ্যে ব্যভিচারের সংখ্যা অতি সামান্য। (৫) এরূপ পাপে কলঙ্কিত হইলে স্বামী পত্নীকে

(৪) আমাদিগের শাস্ত্রের উপদেশঃ—

ছায়ানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

কিন্তু হিন্দু রমণী কি কখনও যুদ্ধে স্বামীর সঙ্গিনী হইতেন? কুরুপাণ্ডবদিগের সময় ইহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়; কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, কুন্তী, দ্রৌপদী যুদ্ধে দর্শক মাত্র, রণ-রঙ্গিণী, প্রহরণধারিণী নহেন। কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী, লক্ষ্মী বাই প্রভৃতি বীরনারীর কথা স্বতন্ত্র। বোধ হয়, হিন্দু সামাজিক জীবনের এই গুরুতর অভাব অনুভব করিয়াই কবি 'শান্তি'র সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং বোধ হয় এই জন্যই পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন জনিত শিক্ষার অপূর্ব্ব ফল, 'আনন্দ মঠ' বঙ্গীয় পাঠক সমাজে, 'কৃষ্ণকান্তের' বহু নিম্নে স্থান পাইয়াছে।

(৫) শত্রুর মুখে এরূপ সুখ্যাতি গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুরূপ যে কোনও দণ্ড দিতে পারেন। ব্যভিচারিণীকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উলঙ্গ দেহে স্বগণসমক্ষে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়। অবিবাহিত স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিলে তাহার আর মার্জ্জনা নাই; রূপ, যৌবন, ধন, সমস্ত থাকিলেও তাহাকে কেহই বিবাহ করিবে না। জর্ম্মণীতে তো আর কেহ পাপাচরণ দেখিয়া হাস্য করে না, অথবা অপরকে নষ্ট করিয়া ও নিজে নষ্ট হইয়া, কালের দোহাই দিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। (৬) ধন্য সেই রাজ্য, যাহাতে কেবল কুমারীগণই বিবাহ করে; যথায় উদ্বাহ মন্ত্র কেবল একবার উচ্চারিত হয়, ও নারীজীবনের সমস্ত আশা বিবাহস্থলে পরিপূরিত হয়! (৭) জর্ম্মণনারী এক স্বামী গ্রহণ করেন, ও তাঁহার সহিত একাঙ্গ, একাত্মা হইয়া বাস করেন। স্বামীকে অতিক্রম করিয়া কোন চিন্তাই মনে স্থান দেন না; তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও সুখের বাসনা অন্তরে পোষণ করেন না। বিবাহিত জীবনের পবিত্রতাকেই মহোচ্চ লক্ষ্য মনে করেন। ইঁহারা ভ্রূণ ও সন্তানহত্যা মহাপাপ মনে করেন। (৮) অপর দেশে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া যাহা হয় না,

---

(৬) ট্যাসিটাস্ স্বদেশবাসিনীদিগের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই সকল কথা বলিতেছেন। এই সময়ে রোমাণ নারীগণের নৈতিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল;— So profligate were the Roman ladies of the Empire that we are told in Tacitus's Annals II. 85, that the Senate had to provide by law that no woman whose father, or grandfather, or husband was knight should give in her name as a prostitute to the ædiles—Church and Brodribb.

(৭) রোমের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল বলিয়াই বড় দুঃখে লেখক এই উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

"Men and women married," says one author, "with a view to divorce, and divorced in order to marry. Many of these changes happened within the year, especially if the lady had a large fortune, which always went back with her, and procured her choice of transient husbands. Aad can one imagine, that the fair one who changed her husband every quarter, strictly kept her matrimonial faith all the three months?"—De Quincy. The Cæsars. বাড়াবাড়ি দেখিয়া অগষ্টস্ সীজার আইন করেন, স্বামীর মৃত্যু হইলে দশ মাসের মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারিবে না। এই সময়ে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রোমক মহিলার দশম বিবাহ সম্পন্ন হয়।

Martial vi. 7.

(৮) রোমে এই উভয় দুষ্ক্রিয়াই প্রচলিত।

ইঁহাদিগের মধ্যে চরিত্রের সদ্গুণে তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২০। প্রতি গৃহে বালকবালিকাগণ সামান্য অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিয়া বর্দ্ধিত হয়। জর্ম্মণদিগের যে উন্নত দেহ ও সবল সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়াই তাহারা তাহা লাভ করে। জননী স্বয়ং সন্তানকে স্তন্যদান করেন, ধাত্রীর হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না।(৯) প্রভু ও ভৃত্য কাহারও সন্তান সুখের কোলে পালিত হয় না; উভয়ের শিক্ষার এমন কোনও পার্থক্য নাই যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, একজন প্রভুর পুত্র, অপর জন দাসতনয়। সকলে এক গৃহে, এক মাঠে, একই পশুদলের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বিক্রম ও সাহস দেখিয়া জানা যায়, কে স্বাধীন পিতার সন্তান। যুবকগণ বিলম্বে প্রেমের মোহনগীতি শ্রবণ করে, এজন্য তাহাদের যৌবনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ততা প্রকাশ করেন না। তাহারা পুরুষদিগের ন্যায় উন্নতকায়; তাহাদিগের যৌবন আরম্ভ হইয়াই বিলয় প্রাপ্ত হয় না। তাহারা আপনাদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ পুরুষদিগের সহিত পরিণীতা হয়, সুতরাং সন্তান সন্ততিও পিতামাতার ন্যায় সবল, সুদৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ভাগিনেয়েরা মাতুলালয়ে মাতুলপুত্রদিগের সহিত সমযত্নে পালিত হইয়া থাকে।(১০) কোন কোন শাখা মাতুল ভাগিনেয় সম্পর্ককে অতি পবিত্র ও অচ্ছেদ্য মনে করে; এজন্য প্রতিভূ লইবার সময় ভাগিনেয়দিগকে পাইলে আর কাহাকেও চাহে না। কিন্তু সন্তানেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জর্ম্মণদিগের মধ্যে দানপত্র বা চরমলিপির (will) প্রচলন নাই। সন্তান না থাকিলে প্রথমে ভ্রাতা, তৎপরে পিতৃব্য, তৎপর মাতুল উত্তরাধিকারী। জ্ঞাতি কুটুম্বের সংখ্যা যাহার যত অধিক থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তাহার তত সম্মান লাভ হয়। নিঃসন্তান ব্যক্তির, যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, সমাজে তাহার কোনও প্রভুত্ব থাকে না।(১১)

২১। প্রত্যেক জর্ম্মণকে শত্রুতায় ও মিত্রতায় স্বদেশ ও স্বগণের সহিত একীভূত হইতে হয়। ইহাদিগের শত্রুতা আমরণ স্থায়ী নহে। নরহত্যা করিলেও দণ্ডস্বরূপ কতকগুলি পশু দিয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। হত ব্যক্তির প্রতিনিধি, অপরাধীকে প্রকাশ্যে মার্জ্জনা করে, কারণ স্বাধীন জাতির মধ্যে একের সহিত অন্যের শত্রুতা রাজ্যের পক্ষে বড় বিপজ্জনক। সামাজিক

(৯) ইংরেজ ও অন্যান্য ইয়ুরোপীয়েরা শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য ধাত্রী (Wet nurse) রাখেন। রোমেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

(১০) যথা দাক্ষিণাত্যে নায়রদিগের মধ্যে।

(১১) রোমে ছিল বলিয়াই একথা বলা হইল।

—Horace Satires II 5. 30;
Juvenal VI. 140.

উৎসবে ও আতিথেয়তাতে ইহারা যেরূপ মুক্তহস্ত ও সহৃদয়, এরূপ আর কোনও জাতিই নহে। আশ্রয়প্রার্থী হইলে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করা ইহাদিগের চক্ষে অতি অধর্ম্মের কাজ। সকলেই আদরে বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অবস্থানুযায়ী ভোজন করাইয়া থাকে। আহার্য্য বস্তু কম হইলে গৃহস্বামী অতিথিদিগকে লইয়া নিকটবর্ত্তী গৃহে অনাহূত হইয়াও গমন করেন। সে গৃহে আহূত অনাহূতের তারতম্য নাই। আতিথেয়তা বিষয়ে পরিচিত অপরিচিতের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না; সকলের প্রতি সমান যত্ন। ইহাদিগের নিয়ম এই, যাইবার সময় অতিথি কিছু চাহিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে; গৃহস্বামীও অতিথির নিকট যাহা প্রার্থনা করেন তাহা লাভ করেন। ইহারা উপকার পাইলে বড় আনন্দিত হয়, কিন্তু সেজন্য কোনও বাধাবাধক সম্বন্ধ স্বীকার করে না। অতিথির প্রতি ইহাদিগের ব্যবহার অতি ভদ্র।

২২। ইহারা সূর্য্যোদয়ের পর শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করে। বৎসরের অধিকাংশ সময় শীত বলিয়া স্নানের জন্য প্রায়ই গরম জল ব্যবহার করে। স্নানান্তে আহার। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আসনে, স্বতন্ত্র টেবিলে ভোজন করে। তৎপর অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অথবা সামাজিক সম্মিলনে উপস্থিত হয়। দিবা রাত্রি মদ্যপান করা কিছুমাত্র দোষের বিষয় মনে করে না। (১২) মদ্যপদিগের যেমন সচরাচর হইয়া থাকে, পান করিতে করিতে বিষম বিবাদ উপস্থিত; বিবাদ উপস্থিত হইলে, অতি অল্পদিনই কথায় শেষ হয়; অধিকাংশ সময়ই রক্তপাত ও নরহত্যা না হইলে উহার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু ইহারা অনেক সময়ে এইরূপ পান ভোজনের কালে, শত্রুর সহিত পুনর্ম্মিলন, বন্ধুতা স্থাপন, রাজপুরুষ নির্ব্বাচন, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে, এবং যুদ্ধ ও সন্ধির সকল গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করে; কারণ এই সময়ে ইহাদিগের চিত্ত সহজ চিন্তার অনুকূল ও সর্ব্বপ্রকার বীরত্বজনক কার্য্যে উৎসাহী থাকে। ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ সরল ও কুটিলতাবর্জ্জিত, সুতরাং মত্ততার অবস্থায় ইহারা হৃদয়দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, কিছুই গোপন করিতে পারে না, কারণ এ সময়ে সকলের মন প্রমুক্ত, আবরণশূন্য থাকে। আলোচ্য-বিষয় পরদিন পুনরায় আলোচিত হয়। এরূপ প্রণালী বিলক্ষণ হিতকারী। যখন মনের ভাব গোপন করা অসম্ভব, তখন ইহারা আলোচনা করে, এবং যখন ভ্রম করিবার আশঙ্কা নাই, তখন কর্ত্তব্য অবধারণ করে। (১৩)

---

(১২) আধুনিক জর্ম্মণগণ এ বিষয়ে বংশের নাম রাখিয়াছে। ইংরাজদিগের পানাসক্তিও নিতান্ত কম নহে।

(১৩) এই পরিচ্ছেদে রোমক জীবনের সহিত জর্ম্মণজীবনের পার্থক্য দেখান হইয়াছে। রোমের ভদ্রলোকেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিতেন, তৎপর কিছুকাল ক্রীড়া করিয়া স্নান করিতেন; আহারের সময় বন্ধুদিগের সহিত এক

২৩। জর্ম্মণেরা নানারূপ মদ ব্যবহার করে, তন্মধ্যে গোধূমের মদ অধিক প্রচলিত। ইহারা সামান্য আহারে সন্তুষ্ট। বনজ ফল, সদ্যমৃগয়ালব্ধ পশুমাংস ঘনীভূত (Congealed) দুগ্ধ, ইহাদের প্রধান খাদ্য। আহারে কোনও পারিপাট্য নাই, রসনা-তৃপ্তিকর বস্তুর ব্যবহারও বিরল। কিন্তু ইহারা তৃষ্ণায় এরূপ সংযত নয়। মদ্যপান করিয়া ইহাদিগের তৃপ্তি নাই; যত দিবে ততই পান করিবে। এজন্য সম্মুখযুদ্ধ না করিয়া মত্ততার অবস্থায় আক্রমণ করিলে ইহাদিগকে সহজে জয় করা যায়।

২৪। ইহাদিগের মধ্যে উৎসবাদিতে কেবল একপ্রকারের ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই।—ক্রীড়াপ্রদর্শনার্থী যুবকেরা নগ্নদেহে লম্ফ দিয়া কতকগুলি উলঙ্গ কৃপাণ ও বর্শার মধ্যে পড়িয়া নৃত্য করে। ইহারা অনেক শ্রম স্বীকার করিয়া এই ক্রীড়াতে দক্ষতা লাভ করিলেও অর্থলোভে ইহাতে নিযুক্ত হয় না। দর্শকদিগের আনন্দই এই অসমসাহসিক কার্য্যের পুরস্কার।

জর্ম্মণেরা বড় দ্যূতক্রীড়াসক্ত। লাভের আশায় সর্ব্বস্ব পণ করে; অবশেষে দেহ ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত হারায়। (১৪) অধিকতর বলিষ্ঠ হইলেও তাহাকে জেতা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইয়া বিক্রয় করে, সে দ্বিরুক্তি মাত্র করে না—এই জাতির আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান এতই অধিক। জয়-লাভের লজ্জা হইতে মুক্তি পাইবার মানসে, জেতা হতভাগ্য পরাজিত ব্যক্তিকে দাস-ব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পণ করে।

২৫। রোমে ক্রীতদাসগণ প্রভুর গৃহে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, জর্ম্মণীতে সেরূপ নহে। তথায় তাহারা নিজ গৃহে পুত্র-কলত্র লইয়া বাস করে এবং প্রভুকে নিরূপিত শস্য, পশু অথবা বস্ত্র প্রদান করে; এই পর্য্যন্ত তাহার দাসত্ব, অন্যান্য বিষয়ে সে স্বাধীন গৃহস্থের ন্যায় সুখশান্তি ভোগ করে। (১৫) দাসদিগকে সচরাচর প্রহার, বন্ধন বা কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্য দ্বারা নিগৃহীত করা হয় না। কিন্তু তাহা-দিগকে হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হইয়া হত্যা করিতে প্রায়ই দেখা যায়, আর এরূপ হত্যা করিলে প্রভুর কোনও দণ্ড হয় না। বলা উচিত, জর্ম্মণগণ স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর বা প্রভুত্বপ্রিয় নয়। দাসগণ স্বাধী-নতা লাভ করিয়াও গৃহে বা জনসমাজে বিশেষ গণনীয় হয় না।

আসনে উপবেশন করিতেন। রোমে কেহ অস্ত্র লইয়া পথে বাহির হইতে পারিত না, দিনের বেলায় মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল। রোমকেরা জর্ম্মণদিগের ন্যায় অতিরিক্ত পানাসক্ত ছিল না।

(১৪) এস্থলে যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়া স্মরণযোগ্য।

(১৫) আমাদের দেশে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও এইরূপ দাসপরিবার দেখা যাইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ এক ক্রীতদাস পরিবার লইয়া চন্দ্রদ্বীপ হইতে আসিয়া জামুরিয়া গ্রামে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। এই দাসদিগের উপাধি ছিল 'সেন', প্রাচীন দলীলে ইহা-দিগকে 'জড়খরিদা নফর' বলা হইয়াছে।

২৬। জর্ম্মণীতে সুদ লইবার প্রথা অপরিজ্ঞাত ; এ বিষয়ে আইনে নিষেধ-বিধি নাই, অথচ সকলেই বিনা সুদে টাকা ধার দেয়। জাতিসাধারণের জমিগুলি কৃষকেরা পর্য্যায়ক্রমে চাষ করে, এবং ক্রমে সেগুলি রাজপুরুষেরা পদমর্য্যাদা অনুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লন। পতিত ভূমির অভাব নাই সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও কলহ উপস্থিত হয় না। প্রতি বৎসর কৃষিক্ষেত্র পরিবর্ত্তিত হয়, তথাপি ভূমি প্রচুর পাওয়া যায়। জর্ম্মণী যেরূপ উর্ব্বরা অধিবাসিগণ তদনুরূপ কিছুই পরিশ্রম করে না। ইহারা বসুন্ধরার নিকট কেবল শস্য পাইয়াই সন্তুষ্ট হয় ; নানারূপ ফল ফুলের জন্য বিন্দুমাত্র শ্রমস্বীকার করিতে চাহে না। ইহারা শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কোনও ঋতুর নাম অবগত নহে।

২৭। ইহাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বেশী ব্যয়বাহুল্য নাই, (১৬) তবে যশস্বী বীরপুরুষদিগের দাহকার্য্যে বিশেষ বিশেষ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, এই মাত্র। শ্মশান-শয্যায় বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রদত্ত হয় না। মৃতব্যক্তির সহিত তাহার অস্ত্রশস্ত্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় ; সৈনিক ও রাজপুরুষদিগের সহিত কখন কখনও তাঁহাদিগের যুদ্ধাশ্বও দগ্ধ হয়। ইহারা মনে করে, বহুব্যয়সাধ্য সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিলে পরলোকগত আত্মা অসুখী হন। জর্ম্মণেরা মৃত প্রিয়জনের জন্য দীর্ঘকাল ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করে না, কিন্তু শোক-যন্ত্রণা সহজে ভুলিতে পারে না। ইহাদিগের মত এই, রমণী শোকাকুলা হইয়া বিলাপ করিবেন, পুরুষ মৃতজনের চরিত্র ধ্যান করিয়া মহত্ত্বের পথে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

(১৬) রোমে খুব ছিল। ইসিডোরস নামক এক ব্যক্তি আপনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নব্বই হাজার পাউণ্ড, (বর্ত্তমান সময়ের চৌদ্দলক্ষ টাকা) ব্যয় করিবার আদেশ করিয়া যায়।

সংগ্রহ।

দার্শনিকের বিপদ।

এক সময় একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি নূতন করিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, পৃথিবীতে পাপ ও অন্যায়েরই আধিপত্য, ন্যায়ের মাথা রাখিবার স্থান নাই, যেন সমস্তই উল্টা পথে চলিয়াছে। পাপ দূর করিবার যত চেষ্টা করা হইয়াছে তাহার সুফল কিছুই হয় নাই, সয়তানের জয়ই যেন সর্ব্বত্র। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে পুরাতন পন্থাগুলি সব ভুল পন্থা, এখন কোন একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করা চাই। তিনি নিজে এই নূতন পথের পথ-প্রদর্শক হইবেন। কালে হয়তো সেই পথ অনেকে অনুসরণ করিবেন ও তাহাতে জগতের মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যতে তিনি কাহারও পাপ ক্ষমা করিবেন না, এবং নিজের দোষের ক্ষমার প্রত্যাশা করিবেন না। মিথ্যা, জুয়াচুরী, ভণ্ডামী ইত্যাদির প্রশ্রয় দিবেন না এবং পতিতদিগের দুঃখ

বিপদে সহায়তা করিবেন না কেন না তাহাদিগের নিজেদের পাপের ফল ভোগ করাই উচিত।

এই সকল সিদ্ধান্তে আসিয়া তিনি সেই মত তাঁহার জীবনকে চালিত করিতে লাগিলেন।

এক পক্ষের ভিতর তাঁহাকে সকলকে ছাড়িয়া কেবল নিজ স্ত্রী, প্রচারক ও তাঁর স্ত্রী, মাংসওয়ালা, রুটীওয়ালা, একটী বুড়ী ঝি ও দুটী দূর দেশীয় বন্ধুর শরণাগত হইতে হইল। অন্য সকলেই, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, কোন না কোন দোষে দোষী হওয়ায় পরিত্যাজ্য হইলেন।

এই আট জনার নাম ভাল লোকদের তালিকায় লিখিয়া রাখিলেন। এই কজনকে তো বিশ্বাস করিতে পারেন।

এক পক্ষের ভিতর দুজনার নাম কাটা হইল।

মাংসওয়ালা শক্ত মাংস দিয়াছিল, সে জন্য তিনি তাহাকে শাসন করিলেন। সে বলিল, "মহাশয় ইহা অপেক্ষা ভাল জিনিষ আমি জীবনে কখনও বিক্রি করি নাই।" কিন্তু তা বলিলে কি হয় পণ্ডিত নিজে যখন চাখিয়া বুঝিয়াছেন মন্দ, তখন কি আর ভাল হইতে পারে? সে নিশ্চয়ই মিথ্যা বলিতেছে, তাহার নাম আর খাতায় থাকিবার উপযুক্ত নহে।

রুটীওয়ালা ওজনে আটা কম দিয়া টাকা বেশী চাহিয়াছিল। এতদিনের পুরাণ লোক যাহাকে চিরকাল বিশ্বাস করা হইয়াছে, সেও এইরূপ প্রতারণা করে, এই ঘটনায় তিনি অবাক্ হইলেন ও তাহার নাম কাটিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

এখন কেবল ছয় জন রহিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার দুঃখ নাই। তিনি নিজে যে আদর্শ দেখাইতেছেন এই চিন্তাই তাঁহাকে আনন্দিত করিত।

একদিন তিনি প্রচারকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত। প্রচারক মহাশয়ের স্ত্রী বলিলেন, তাঁহার স্বামী বাড়ী নাই, কোথাও গিয়াছেন। দার্শনিক অগত্যা বাড়ী যাইবার জন্য ফিরিলেন; যাহাতে শীঘ্র বাড়ী পৌঁছান সেজন্য পিছনের মাঠ দিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মাঠে ঢুকিতেই দেখেন প্রচারক মহাশয় মাটী খুঁড়িতেছেন।

প্রচারকের স্ত্রীও মিথ্যা বলিয়া ঠকাইতে চাহিলেন. নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামীর ইহাতে যোগ আছে। ইঁহারা উভয়েই পাপ করিয়াছেন, সুতরাং নাম মুছিয়া ফেলিতে হইল।

বন্ধু দুইটীর মধ্যে একজন বিদেশে মারা পড়িলেন, সুতরাং তাঁহাকে গণনার বাহিরে রাখিতে হইল। অন্য বন্ধুটী খুব নামজাদা লোক হইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু লোক পরম্পরায় শুনা গেল তিনি অন্যায়রূপে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইল।

দার্শনিক অতি দুঃখিত হইয়া নিজ স্ত্রীকে বলিলেন "এখন আমরা উভয়ে ও আমাদের বুড়ো ঝি রহিয়া গিয়াছি। আমরা যেন সদা ন্যায়পথে বিচরণ করি,

কোনরূপে পাপের প্রশ্রয় না দি।” তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া খুব জোরের সহিত বলিলেন,—“আমি তোমার পরামর্শ মত কিছুই করিব না, তোমার অদ্ভুত মত আমার জীবনকে বিস্মিত করিয়াছে, আমি আর তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিব না। আমার ঝিও আমার সঙ্গে যাবে, কেন না সে আজ সকালে তোমার কাঁচের গ্লোব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং নিজের দোষ স্বীকার করে নাই, সুতরাং সে আর তোমার সঙ্গে থাকিবার উপযুক্ত নহে।”

দার্শনিক একলা পড়িলেন, পৃথিবীতে সকলেই পাপী কেহ ভাল রহিল না।

একা পড়িয়া তিনি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা অনেক ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল হয়তো পৃথিবীতে সুশাসন আনিবার, পৃথিবীকে বিচার করিবার ভার তাঁহার উপর দেওয়া হয় নাই। তিনি কোন উচ্চপদে আরূঢ় হইয়া আসেন নাই, যেমন দশজন ভুল করে ও তাহার ফলভোগ করে, তিনিও সেই দলেরই একজন।

দার্শনিক তখন মাথা নত করিয়া প্রার্থনা করিলেন “আমাকে নিজের দোষ দেখিতে শিখাও, যাহাতে ভবিষ্যতে আমি সুপথে চলিতে পারি। পৃথিবীতে অনেক পাপ, ইচ্ছা করে এ সব মুছিয়া গিয়া সত্যের জয় হয়। আমার নিজের জীবন দিয়া যতটুকু সত্য প্রতিষ্ঠিত করার সাহায্য হইতে পারে করাইয়া লও। পরের দোষ দেখিবার চেষ্টা অপেক্ষা নিজের দোষ শুধরাইবার উৎসাহ দিন দিন বৃদ্ধি

দার্শনিক এইবার এই পথে চলিলেন। প্রথম পথ হইতে এ পথ অনেক শক্ত লাগিল। প্রথমে তিনি নিজের চিন্তাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেন, “বড় কাজ করিতে না পারিলেও মন্দ চিন্তাকে মনে স্থান দিব না, উচ্চ চিন্তা করিব” এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। “কালে হয়তো ভাল কাজ করিবার সুযোগ আপনা হইতে আসিতে পারে।”

দেখিলেন পরের ত্রুটী ধরাই তাঁহার সকল অপেক্ষা বড় দোষ, তাই সে দিন হইতে রোজ আধ ঘণ্টা বসিয়া সকলের ভাল দিকটার আলোচনা করিতেন। যাঁহাদের পাপী ভাবিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাঁহাদেরও চরিত্রের ভাল দিকটাই ভাবিতে চেষ্টা করিতেন।

এই চেষ্টার আশ্চর্য্য ফল ঘটিল। সকলের সহিত সহানুভূতি দিন দিন বাড়িয়া চলিল, সকলকে ভাল বাসিবার সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল।

এই পরিবর্ত্তন তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করিল। নিরাশা চলিয়া গেল, আশা ও উৎসাহে জীবন ভরিয়া উঠিল।

তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ঝিকে লইয়া আনন্দিত মনে ফিরিয়া আসিলেন ও অনেক ধন্যবাদ দিলেন। দার্শনিক আবার গৃহের ও প্রতিবাসীর আদর্শস্বরূপ হইলেন।

দূর দেশীয় বন্ধুর উপর কঠোর ব্যব-

হার করিয়াছেন, সেখাতে বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন।

সকলেই একদিন পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়। দার্শনিকও অনেক সাহায্য করিতে করিতে বৃদ্ধ বয়সে একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হইলেন।

ভগবানের দূত "পিতার বিশ্বস্ত সন্তান, তুমি উপযুক্ত পুত্রের কাজ করিয়াছ, এখন আনন্দে পিতার ক্রোড়ে এস" বলিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন।

গ্রামের কথা।

আমি গ্রাম। আমার কথা তোমরা শুনিবে কি? আমার কাহিনী হয়ত তোমাদের শ্রুতিমধুর হইবে না, কেন না, অতি সামান্য একটা ছোট গ্রামের সুখ-দুঃখের কথা ভাল না লাগিবারইত কথা। তবু দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরিয়া আমার গোটাকয়েক প্রাণের কথা শোনই না কেন। আমার চির রুদ্ধ মর্ম্মবেদনাকে ব্যক্ত করিয়া আমার নিজের মনের বোঝাকে একটু হালকা করিতে চাই। অনেক কাজ করিতে ভাল লাগে না, তবু করিতে হয়, অনেক জিনিস লইতে ভাল লাগে না, তবু গ্রহণ করিতে হয়, অনেকের সহিত মিশিতে ভাল লাগে না, তবু মিশিতে হয়—ভাল লাগার জিনিস যে সংসারে বড় দুর্ল্লভ। দৈনিক জীবনের কর্ম্মধারার মধ্যে দিবসের শেষে একবার হিসাব করিয়া দেখিও—প্রতি দিনই দেখিতে পাইবে যাহা ভাল লাগে নাই তাহা বিপুল এবং যাহা ভাল লাগিয়াছে তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং আমার কাহিনী তোমাদের ভাল না লাগিলেও শুনিতে হইবে। কেমন শুনিবে না কি?

গতি জগতের নিয়ম। জগতের এক কোণে খানিকটা জায়গা জুড়িয়া আমি আছি। আমিত জগৎ ছাড়া নই, সুতরাং আমি নিয়ম ছাড়াও নই। কালের ধর্ম্ম ভাঙ্গা গড়া, যাহা গড়িয়া তোলা যায়, তাহা ভাঙ্গিবে—যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাই আবার নূতন আকারে গঠিত হয়। প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যে ভাঙ্গা গড়ার এই চঞ্চল খেলা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের পক্ষে যে সত্য খাটে, আমার পক্ষেও তাহা খাটে। জগতে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে—আমার ঘটিবে না কেন? একভাবে কোন জিনিসই থাকিতে পারে না—উন্নতি অথবা অবনতির আবর্ত্তনে সকলকেইত পড়িতে হয়। কালচক্র কিন্তু কাহারও দিকে দৃকপাত করে না, সে শুধু অবিশ্রাম ঘুরিতেছে, ওঠা পড়া কালের গতিকে।

আজ আমার ভাঙ্গার অবস্থা। চিরদিন তো আমার এ অবস্থা ছিল না, এক দিনেও ত আমার এ অবস্থা হয় নাই—পলে পলে তিলে তিলে আমি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছি। আজ আমার এতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে যে, আমি কি ছিলাম এবং কি হইয়াছি, সেই ভাবনা আমাকে বেদনায় প্রায় পীড়ন করিতেছে। বুক বহুদিন ফাটিয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কখনও আমি

দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করি নাই, কারণ আমার কাহিনীতে আমার সন্তানদের কলঙ্ক যে ঘোষিত হইবে। সেইজন্য ত আমি সব নীরবে সহ্য করিতেছি, কিন্তু আর চাপিতে পারিলাম না!

আমার পশ্চিম ধার দিয়া গঙ্গা আজও বহিয়া যাইতেছেন। কলকলনাদিনী ভাগীরথী সেইরূপ নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে ধাবিতা। গ্রামের ঘাটে বড় বড় বোঝাই নৌকা আর লাগে না—দেশ-বিদেশ হইতে কত রকমের জিনিসই না পূর্ব্বে আসিত, কিন্তু এখন আর কি করিতেই বা আসিবে? জিনিসের খরিদ্দার কোথায়?

সে বড় বেশী দিনের কথা নয়, এই ক্ষুদ্র গ্রামে বারো মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়া থাকিত। দোল দুর্গোৎসবে কত ঘটা হইত! বৎসরে দুইবার করিয়া মেলা বসিত!—দেশ বিদেশ হইতে মেলা দেখিবার জন্য কত লোকই না আসিত! আমার তখন সুখের দিন কিনা, তাই জমীদার হইতে সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত আমাকে যে সকলে খুবই ভালবাসিত। আমি সেই আছি, কিন্তু মানুষের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমার মাটি, আমার জল, আমার অন্ন, আমার ফল, যাহাদের পুষ্টি সাধন করিয়াছে ও তৃপ্তি দান করিয়াছে, তাহারাও আমাকে জননী বলিয়াই শ্রদ্ধা করিত! কিন্তু আজ, থাক্ সে কথায় আর কাজ কি!

এখন আর কেহ গ্রামে থাকিতে চায় না। তাই না আজ আমার দুরবস্থা। জমীদার হইতে সামান্য অবস্থার ভদ্রলোকের প্রাণের সাধ যে তাঁহারা সহুরে হয়েন। এ সাধ কেন?—তৃষ্ণার সময় যাদের মুখে জল দিয়াছি, ক্ষুধার সময় যাদের মুখে অন্ন দিয়াছি, রৌদ্রে আমারই গাছ যাহাদের ছায়াদান করিয়াছে, তাহারা আমায় চায় না কেন? সত্য বটে আমার অঙ্গে বিলাসের কোনও চিহ্ন নাই, কিন্তু আমার বক্ষে শান্তি আছে ত। দিবসে আমার আঁকা বাঁকা পথে নিত্য কর্ম্ম-কোলাহল তেমন ধ্বনিত হয় না, কিম্বা রজনীতে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আমার পথ ঘাট উদ্ভাসিত হয় না—কিন্তু আমার নিজস্ব যাহা আছে সহর যে সেটা হইতে চির দিন বঞ্চিত! পূর্ণিমা রাতে আমার বিচিত্র শ্যাম সৌন্দর্য্যের উপর চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইয়া যে নয়ন মন বিমুগ্ধকর নিবিড় শোভারাশিকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, সে যে বিশ্বদেবতার স্বহস্তের দান! প্রভাতের আলোকস্পর্শে বিহগের কাকলি যখন গগনমেদিনী পূর্ণ করে, যখন রজনীর সুপ্তিভঙ্গে মানব প্রথম নয়ন মেলিয়া দেখে, যখন শ্যামশষ্পাবৃত আমার শ্যামল অঞ্চল আলোকে জ্বলে এবং বাতাসে দুলে, আমার সেই ভুবনমোহিনী রূপ, বিজয়িনী শ্রী যে দেখে তাহারইত হৃদয় স্পর্শ করে!

গ্রামে এখন আর জমীদার বাস করেন না, তিনি কলিকাতায় থাকেন। শুনিতে পাই কলিকাতায় না থাকিলে তাঁর নাকি কাজের সুবিধা হয় না। হঠাৎ এই সত্যটা কেন যে তাঁহাকে প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি না—

সেখানে বড় বড় সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার নাকি দিন দিন প্রতিপত্তি বাড়িতেছে। বড় বড় সভায়, বড় বড় আসরে তাঁহার নিত্য নিমন্ত্রণ হয়—সহর কলিকাতা খরচের বোঝাটাও নাকি তাঁহার স্কন্ধে বেশ করিয়া চাপাইয়াছে। যশ ও মান তিনি বেশ কিনয়াছেন! আজ আর আমার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—সহরের প্রচণ্ড উত্তেজনায় এখন যে তিনি আত্মহারা! প্রকাণ্ড জমীদারভবন আজ বাস্তবিকই শ্রীহীন! জনকয়েক আমলা ও নায়েব সরা এখনও দপ্তর চালাইতেছে—তাহাকে যে চালাইতেই হইবে, নহিলে বাবু যে কলিকাতায় কাবু হইবেন!

যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া মানুষ হইয়া প্রবাসে কাজ কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, তাঁহাদের মধ্যে কেহ নানাস্থানী হইয়া ঘুরিতেছেন, কেহ বা প্রবাসে নূতন দেশ স্থাপন করিয়াছেন—হায়, আমার কথা যে কেহ মনে করে না!

মনে করে ওগো মনে করে! যাহাদের তোমরা চির দিন ধরিয়া তুচ্ছ করিয়া আসিতেছ, তাহারাই আমাকে মনে করিয়া রাখে—যাহারা দরিদ্র, যাহারা হীন, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা নিরুপায়, যাহারা অশিক্ষিত, যাহারা এখনও ভদ্রলোক হইতে শিখে নাই, যাহারা মৌন মূক, যাহারা সংবাদপত্রে হৈ চৈ করে না, যাহারা সভাসমিতি করে না, তাহারাই আমাকে আপনার মত ভালবাসে!—তাহারা জানে আমার ফলে অমৃত, শস্যে তৃপ্তি! তাই তাহাদের "নিঙ্গান" ছোট ছোট কুটীরগুলি পরিচ্ছন্ন, কুটীরের সামনে ফল মূলের বাগানগুলি কেমন যত্নে রক্ষিত! তারা সেবা দ্বারা আমাকে তুষ্ট রাখে, কিন্তু তারা যে দরিদ্র, তারা ত আমার সকল অভাব মোচন করিতে পারে না!

যাহারা আমার অভাব মোচন করিতে সক্ষম, তাহারা আমার কথা ভাবে না। আমার অঙ্কে তারা যে পালিত একথা ভাবিলে আজ তারা অনেকেই যে মরমে মরিয়া যায়—কেন না তারা যে এখন সহুরে। যদি কেহ তাহাদের পাড়াগেয়ে বলে, তবে তারা চটিয়া যায়, যেমন বাঙ্গালী যখন সাহেব সাজিয়া ফিরে, কেহ যদি তাহাকে বাবু বলে সে চটিয়া যায়, তার ছদ্মসাজে তার বাঙ্গালীত্ব যে কোন দিন ঘুচে না ক্ষণিকের মোহে এ কথাটা সে যে ভুলিতে চায় এবং সাজা বেশে সে যাহা নয় তাহাই ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে যে প্রচণ্ড আত্ম-প্রবঞ্চনা গভীরভাবে নিহিত আছে, এক বাবু সম্বোধনেই তাহা চকিতের মতন দৃপ্ত হইয়া তাহাকে পীড়ন করিতে থাকে এবং যাহা ভুলিবার নয়—তাহাকে ভুলিবার চেষ্টার মধ্যে যে দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়া যায়, তাহাতে কলঙ্কের ছাপ যে বড় স্পষ্ট হইয়া উঠে! কলের পুতুল যেমন মানুষ হয় না, সাজা সাহেবও কোন দিন সাচ্চা সাহেব হয় না! এক পুরুষে পল্লীগ্রাম হইতে উঠিয়া গিয়া যাহারা সহরের হইতে চায়, তাহারা সহুরে হয় না!—কারণ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিতে

হইলে আমাকে যে কোনমতে বাদ দেওয়া চলে না!

তোমরা বলিবে অসুখ বিসুখের দৌরাত্ম্যে পল্লীজীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে—পল্লীগ্রামে বাস করা অসম্ভব। উত্তম, তোমাদের কথায় আমি প্রতিবাদ করিতে চাহি না; কিন্তু বাস্তবিক কথাটার কি মূল্য আছে? ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র আছে মানি, কিন্তু তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছ কি? পাঁচ জনে মিলে চেষ্টা করিলে দেখিবে আমি বাসের অযোগ্য নই। আসল কথা বল না কেন, তোমরা আর এখানে থাকিতে চাও না। এত ছলনার ত কোনও প্রয়োজন দেখি না।

আমাকে ছাড়িয়া তোমরা অনেকেই সুদূরে চলিয়া গিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাক। আর আমি? আমি ছিলাম, আমি এখনও আছি এবং বরাবরই থাকিব। জগতে যে আমার থাকিবার একটা সর্ত্ত আছে। সত্য বটে, সহরের সাজগোজ আমার অঙ্গে নাই, কিন্তু প্রকৃতি যে আমাকে নিজের হাতে সাজাইয়াছেন। বাঙ্গলার শ্যাম শোভা মুছিয়া গেলে বাঙ্গলার যে আর কিছু থাকে না। আমার সবুজ মাঠ, হরিৎ ক্ষেত্র, বনচ্ছায়াময় নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী এ সকলে তোমাদের আর মন উঠে না। গড্ডালিকাস্রোতে যারা গা ভাসান দিয়াছে, তারা শ্যাম-সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা কি বুঝিবে?

শিবের ঘরণী সতী যেদিন কৈলাস ছাড়িয়া পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, মনে পড়ে সেদিন মায়ের অঙ্গ সাজাইবার জন্য কুবের তাহার অক্ষয় ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। মনে পড়ে, বহুমূল্য অলঙ্কারে মায়ের বরবপু সজ্জিত করিবার পর, কুবের তাঁহার চরণপদ্ম কমল দিয়া সাজাইয়াছিল। কেন জান? চরণকমলে কমল ভিন্ন আর যে কিছু শোভা পায় না—তেমি জেন বাঙ্গলার শ্যাম সৌন্দর্য্যই বাঙ্গলার শোভা, তার অন্য কোন সাজ নাই!

এই সেবারে গ্রামে যখন জলকষ্ট হইয়াছিল—গ্রামের নিতাই মণ্ডল তোমাদের দুয়ারে কত হাঁটাহাঁটি করিয়া একটি পয়সাও আদায় করিতে পারে নাই। তোমরা সাফ জবাব দিয়াছিলে যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যাও। নিরুপায় হইয়া বাস্তবিকই তাহারা সাহেবের কাছে গিয়াছিল, তিনি তোমাদের মতন নির্ম্মম নন. তিনি যাহা হউক আশ্বাস দিয়াছেন। তোমরা আমার উপযুক্ত সন্তান কিনা, তাই আমার কষ্টের দিনে তোমরা আমার মুখের দিকে চাহিলে না।

গরীবের ছেলে বিলাত হইতে লেখাপড়া শিখিয়া ফিরিয়া আসিয়া যখন বড়লোক বিলাতফের্তার মেয়ে বিবাহ করিয়া দরিদ্র পিতামাতার পর হইয়া যায়, তখন তাঁহাদের বক্ষে কি বেদনা বাজে না? কিন্তু সেই গভীর বেদনা যে নীরবে শুধু সহ্য করিতে হয়, সে যে ব্যক্ত করিবার নয়—ওগো, তেমি আমার সন্তানেরা যখন একে একে আমার পর হইয়া যাইতেছে, তখন আমারও যে অসহ্য বেদনায় বুক টনটন্ করিয়া উঠে!

আমি কাঁদি। নিজের জন্য কাঁদি,

তোমাদের জন্যও কাঁদি। অভিনয় ছাড়, সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শেখ। সাচ্চা ও ঝুঁটার প্রভেদ আছে জান—কিন্তু তোমাদের ব্যবহারে এই দুইটার পার্থক্য যে কোথায়, তাহা আমি ঠাহর করিতে পারি না। দেশ—দেশ—করিয়া কবিতায়, গানে, বক্তৃতায় কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছ। আমাকে বাদ দিলে দেশের দেশত্ব কোথায় থাকে? জননীরূপে, ধাত্রীরূপে যে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেইত দেশ! যতদিন আমি উপেক্ষিতা, লাঞ্ছিতা, ততদিন সকলে বুঝিবে যে বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না। আমাকে যাহারা জানে, আমাকে যাহারা চিনে, তাহারা সেবার দ্বারা, অন্ধ ভক্তির দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা আমাকে সার্থক করিয়া তুলিতে চাহে। তোমরা যদি সত্যই দেশ-মাতৃকার স্বরূপ জানিতে, তাহা হইলে বাঙ্গলার পল্লীজীবনের এতদূর দুর্দ্দশা ঘটিত না। তোমাদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, তবে তোমরা কেন দেখনা যে আমার মাটী সোণা, জল ক্ষীর, শস্য সুধা।

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

সরল ও সহজভাব।

আড়ম্বরপূর্ণ সভ্যতা যখন চরম সীমায় ঠেকে, তখন প্রকৃতির বেগের সমতা অনুসারে প্রতিঘাত পাইয়া পুনরায় আড়ম্বর বিহীনতায় ফিরিয়া আসে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা কত প্রকারের বিচিত্র ব্যবস্থা দেখিতে পাই, কিন্তু লোকে এই আড়ম্বরপূর্ণ জটিল সুখস্বচ্ছন্দে প্রশ্রয় দিয়া কখনও সুখী হইতে পারে না। যেমন স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য অপেক্ষা মুখরোচক সুমিষ্ট খাদ্যে শীঘ্রই অরুচি জন্মে সেইরূপ বিলাসবাসনার আতিশয্যে অতৃপ্তি দেখিলে লোকে আবার শান্ত ও সহজভাবের জীবনের জন্য লালায়িত হয়।

অধিকাংশ নরনারী বিশেষতঃ দেশ-সংস্কারকেরা এক্ষণে ইহাই আলোচনা করিতেছেন যে কি প্রকারে পূর্ব্বের সহজ অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া যায়, কি প্রকারে বর্ত্তমান অবস্থার প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, কি প্রকারেই বা আড়ম্বর-বিহীন জীবন যাপন করা যায়। সংসারকে সুখময় করিয়া তোলাই তাঁহাদের এই সহজভাব অন্বেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু যথার্থ সহজভাব আভ্যন্তরীন বস্তু, হৃদয়ের গভীরতম অবস্থা, বাহিরের আড়ম্বর ও সুখসম্পদ ছাড়িয়া দিলেই এই সহজভাব আয়ত্ত করা হয় না। অতুল সুখ সম্পদের ভিতর থাকিয়াও সহজভাবে জীবন যাপন করা যায় ইহা অনেক সাধুর জীবনে দেখা গিয়াছে। তাঁহারা ধন-সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও কঠোর ভাবে হৃদয়ের বৈরাগ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং পরাশান্তি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন।

আধুনিক জীবনের আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং তদানুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততা কেবল বাহ্যবস্তুর আকর্ষণেই বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় বাসনা ও

কামনা হইতেই উহার উৎপত্তি; বাহ্য বস্তুর দ্বারা হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা প্রকাশ পায়; বস্তুতঃ উহা উপলক্ষ মাত্র।

বাহ্য বস্তুতে সুখ নিহিত এই বিশ্বাসে বাহিরের সম্পদ অর্জ্জন করিয়া লোকে তাহাতেই সুখের পিপাসা চরিতার্থ করিতে চায়, কিন্তু সম্পদ বিভব লাভ করিয়া যখন উহার ভিতর সন্তোষ লাভের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রবঞ্চিত হয় তখন সে অপর দিকে ধাবিত হয়; মনে করে ধন ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া দারিদ্র্য আলিঙ্গন করিলেই বুঝি সরল ও সহজভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সহজ ভাব বা অনাড়ম্বর-স্নিগ্ধ জীবন দরিদ্রতায় লাভ করা যায় না।

যেমন কোন বিষয়েই আতিশয্য মঙ্গলজনক নহে, তেমনি সমন্বয়ের অবস্থাতেই সত্যের পরিণতি। নিত্যসুখ ও পরমতৃপ্তি পার্থিব সুখের অন্তর্গত নহে, কিংবা যথার্থ সহজ ও সরলভাব সকল প্রকার শারীরিক কষ্ট দরিদ্রতার অন্বেষণে লভ্য নহে।

সরলতা ও জটিলতা উভয়ই বাহ্যবস্তুর সহিত জড়িত থাকিলেও বাহ্যবস্তুতে আবদ্ধ নহে, উহা মনেরই অবস্থা। অভাব ও বাসনার অতৃপ্তি সকল সরলভাবের অন্তরায়, সেই জন্য দুঃখ ও কষ্টের মূল কারণ অন্বেষণ করিয়া হৃদয়কে সংযত করিলে সহজেই সরল জীবনের পথ ধরা যায়।

যে কেহ আপনার অভাব সংক্ষেপ করিতে পারে, বাসনা পবিত্র করে এবং আমার অন্তর লালসা পরিহার করে, তাহার অবস্থা যতই বিরূপ হউক না কেন সে হৃদয়ের সরলতা লাভ করিবে এবং সহজ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতে সক্ষম হইবে।

এই প্রকারে হৃদয়ে সহজ ও সরলভাব লাভ করিলে জীবনে অনায়াসে সহজ ও সরল ভাব আসিবে। কেন না জীবনের সকল অবস্থাই মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশক এবং হৃদয়ের ভাব অনুসারেই তাহার জীবনের পরিণতি।

যে বাসনার তাড়নায় বিকারগ্রস্ত এবং বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যই পরিশ্রম করে সে বিলম্বে বা অবিলম্বে হউক জীবনকে দুশ্চিন্তাপীড়িত, ভারগ্রস্ত ও দুঃখময় করিয়া তুলিবে; কিন্তু যে কেহ বাসনা দমন করিতে শিখিয়াছে এবং হৃদয় ও মনকে প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত করিয়াছে তাহার জীবনও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বর্গীয় সুখশান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। অতএব জটিল ও সরলভাব উভয়ই মানসিক অবস্থা জানিয়া আমাদের সকলেরই বাহ্যবস্তুর আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া দৃষ্টি অন্তর্মুখী করা উচিত, তাহা হইলে জীবনের সমস্যা সহজেই মীমাংসা করিতে পারিব। হৃদয়ই যে স্বর্গ তাহা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই *।

মহাযুদ্ধ।

তিন মাসের কিঞ্চিৎ অধিক হইল এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জর্ম্মণী ও অষ্ট্রিয়াহঙ্গেরী মিলিত হইয়া রুসিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়মের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

* অনুবাদিত।

পূর্ব্বসীমা ও পশ্চিম সীমায় যুদ্ধ চলিয়াছে, অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত কোন পক্ষ জয়ী বা পরাজিত হইয়াছেন বলা যায় না, তবে সাধারণ অবস্থা দেখিয়া মনে হয় জর্ম্মণী সম্মিলিত প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিবেন না। প্রবল প্রতাপ এতগুলি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া এতদিনেও যে জর্ম্মণী পরাজিত হন নাই ইহাতে তাঁহার ধন বল, জন বল সহব্যবস্থান বল, সকল প্রকার বলেরই প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উভয় ক্ষেত্রে বহুদূরব্যাপী সীমান্তে যুদ্ধ হইতেছে, এরূপ অবস্থায় এক এক স্থানের ঘটনার আলোচনা করা অসম্ভব। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে যখন জর্ম্মণী পেরিস আক্রমণ করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন ফ্রান্স দেশে ন্যানসী হইতে পারিস পর্য্যন্ত ২০০ মাইল স্থানে যুদ্ধ হইতেছিল। যখন এই কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া বন্‌ক্লাক নামক প্রধান সেনাপতির অধীন জর্ম্মণ সৈন্য পশ্চাতে সরিয়া যায় মিলিত প্রতিপক্ষ পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়। ব্যরহুঁ দুর্গের চারিদিকে এই সময়ে ঘোরতর সমর হইল, কিন্তু যখন সেপ্টেম্বরের মধ্যভাগে জর্ম্মণগণ আইন-নদীর তীরে গড়খাই করিয়া দৃঢ় হইয়া বসিল, তখন মিলিত প্রতিপক্ষ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাহার পর ৬।৭ সপ্তাহ এই অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা সমভূমিতে যুদ্ধের মত নহে, অবরুদ্ধ নগরের সম্মুখে যেরূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই চলিতেছে। ফলতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সৈন্য অল্পে অল্পে শত্রুকে পশ্চাতে সরাইতেছেন। কিন্তু অধিক কিছু করিতে পারিতেছেন না। এখন নয়ন (Noyon) হইতে সমুদ্রতীরস্থ অষ্টেণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষেত্রেই উভয় পক্ষের যুদ্ধের কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদিকে এণ্টয়ার্প নগর অবরোধ করিতে যে সকল সৈন্য ও কামান নিযুক্ত হইয়াছিল, ঐ নগরের পতনের পর সে সকল সৈন্য সীমান্ত ক্ষেত্রে আসিয়া জর্ম্মণ সৈন্যের বলবৃদ্ধি করিল। কিন্তু এতদিনে নিউপোর্ট নামক সমুদ্র-কূলস্থানে যুদ্ধ আসিয়া পড়াতে ইংরাজ রণতরী সাহায্য করিতে লাগিল। নয়ন হইতে নিউপোর্ট একশত মাইল এই ক্ষেত্রে প্রধান যুদ্ধ ও সুইট্‌জারলাণ্ড পর্য্যন্ত আর একশত মাইল ইহার ভিতরে রহিয়াছে। ইহাতে কত সৈন্য প্রয়োজন সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

এতদূর বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষ যুদ্ধে নিযুক্ত, বিশেষ জয় পরাজয় হইতেছে না এই যুক্ত নিযুক্ত সৈন্য ব্যতীত পৃথক্ সংরক্ষিত সৈন্যের অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ শত্রুপক্ষ যদি কোন স্থানে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়লাভ করিয়া অগ্রসর হয় তখন সংরক্ষিত সৈন্যদল আনিয়া শত্রুকে ঘিরিয়া ফেলা প্রয়োজন হইবে। জর্ম্মণী এই বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রের দক্ষিণ দিক হইতে সৈন্য লইয়া উত্তরদিকে পাঠাইয়াছে, এবং অতি প্রবল বেগে ইংরাজ, ফরাসী ও বেলজিয়মদিগকে আক্রমণ করিয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে কোন স্থানে জয়লাভ করিতে পারে নাই। এখন মনে হয় মধ্যভাগে কোন স্থানে সংরক্ষিত সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া এক মহা সংঘর্ষ উপস্থিত করিবে। জর্ম্মণী এইরূপে পরাজিত হইলে কি অবস্থা ঘটিবে তাহা হয়ত সকলের মনেই উপস্থিত হইতেছে। জর্ম্মণ সৈন্য যেমন সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পারিস নগর আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়াছিল, ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতিও বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই বার্লিন আক্রমণ করিতে ধাবমান হইবে। তখন যুদ্ধের কি আকার হইবে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কারণ দুমাস পরে হউক, দশ মাস পরে হউক, সে দিন অবশ্যই আসিবে ;

কারণ, জর্ম্মণী যখন রাতারাতি জয় করিতে প্রাণপণ করিয়াও কিছু করিতে পারিল না, কেবল বলক্ষয় করিয়া ও লক্ষ লক্ষ নরনারীর মহাদুঃখ ও মৃত্যু উপস্থিত করিল, তখন তাহাদিগের শক্তির সীমা জানা গিয়াছে, মহাবলশালী দেশ হইলেও সকল পৃথিবী জয় করিবার উপযুক্ত বল নাই, অথবা তাহা ভগবানের ইচ্ছা নয়।

পূর্ব্বসীমার যুদ্ধক্ষেত্রে রুসিয়া ও জর্ম্মণীর পর্য্যায়ক্রমে জয় পরাজয় দেখা যাইতেছে। রুসিয়া লেমবর্গ অধিকার করিয়া অষ্ট্রীয়ার সৈন্যকে পরাজয় করিয়া আর যেন অধিক কিছু করিতে পারিতেছে না। জর্ম্মণীর সাহায্যে অষ্ট্রীয়া একরূপ বাধা দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রুসিয়ার সৈন্য কোনিগস্‌বর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তখন এরা পশ্চিম যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সৈন্য আনিয়া অক্টোবর মাসের প্রথমেই ওঅঞ্চলে রুসিয়ার গতি অবরোধ করিয়া দেয়, কেবল তাহাই নহে রুসিয়ার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সুওয়ালকি প্রদেশ আক্রমণ করে ও পোলণ্ড দেশে সুবিখ্যাত নগর ওয়ারস আক্রমণ করে। কিন্তু অগাষ্টোভোর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জর্ম্মণী আর কিছু করিতে সক্ষম হয় না, এদিকে রুসিয়া পুনরায় প্রুসিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ফলে জর্ম্মণী রুসিয়ার মহা বন্যার ন্যায় অশেষ সৈন্যপ্লাবন হইতে কিরূপে দেশ রক্ষা করিবে তাহা কেহ জানে না।

স্থলযুদ্ধের অবস্থা কতকটা বলা হইল—এখন জলযুদ্ধের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। জর্ম্মণ রণতরী "এম্‌ডেন' ভারতবর্ষের নিকটস্থ সমুদ্রে মহাজনী মালবোঝাই কতকগুলি জাহাজ ডুবাইয়া অনেক টাকা ক্ষতি করাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে ইংরেজ রণতরী সাজিয়া রুশিয়ার রণতরী ডুবাইয়া দেওয়াতে একটা প্রকৃত যুদ্ধের কাজ হইয়াছে। অপর তিন খানি রণতরী ডুবাইয়া দেওয়া জর্ম্মণীর গৌরবের বিষয়. কিন্তু জর্ম্মণীর রণতরীও ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে কিএল নামক সমুদ্রের খালে জর্ম্মণ নৌসৈন্য ও রণতরীসকল অবশ্য জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু রুশিয়ার বালটিক সমুদ্রে যে বহুসংখ্যক রণতরী আছে তাহারাও যুদ্ধ করিতে সুসজ্জিত হইয়া আছে। এদিকে উত্তর সাগরে ইংলণ্ডের রণতরী চারিদিক অধিকার করিয়া আছে। যতদূর বুঝিতে পারা যায় জর্ম্মণরণতরী উত্তর সাগরে বাহির হইয়া কিছু করিতে পারিতেছে না। স্থলযুদ্ধের পর জলযুদ্ধ হইবার কথা, কিন্তু সে ক্ষেত্রে জর্ম্মণীর সুবিধা হইবে মনে হয় না।

এদিকে তুরস্ক অনেক দিন ইতস্তত করিয়া জর্ম্মণীর সঙ্গেই যোগদান করিল। প্রবল জর্ম্মণী তুরস্ককে একরূপ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। স্থল ও জল সৈন্যের অধিকাংশ সেনাপতি জর্ম্মণীর লোক—অন্যান্য উচ্চপদেও জর্ম্মণীর লোক। এরূপ স্থলে জর্ম্মণীকে অগ্রাহ্য করা তুরস্কের পক্ষে সম্ভব হইল না। কিন্তু তুরস্ক আপনার বিপদ আপনি আনিল। ইংরেজ ও ফরাসী তুরস্কের পক্ষে অনেক টানিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজ তুরস্কের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াও বন্ধুভাব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, ফরাসী ও ইংরেজ রণতরী ডারডানলিজ নামক সমুদ্রতীরস্থ নগর তোপ দ্বারা ধ্বংস করিতেছে। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ তুরস্ককে অনেক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি জর্ম্মণীর অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিও না। তুরস্ক তাহা না শুনিয়া জর্ম্মণীর সহিত যোগ দেওয়াতে এদেশের মুসলমানগণ আর তাঁহার প্রতি সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেছেন না—সকলেই এখন বৃটিশ রাজ্যের সুশাসনে ও সদ্ব্যবহারে ইঁহারই প্রতি রাজভক্তি প্রকাশ করিতেছেন।